গৃহ-শিক্ষা।

অর্থাৎ

ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চরিত্রগঠন বিষয়ে
মা ও মেয়ের কথোপকথন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

"The country needs nothing so much to
promote its regeneration as good
mothers".

---

9 MAY

কলিকাতা।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরু দাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[*All rights reserved*]

মূল্য ৸০ আনা।

কলিকাতা।

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৬।

উৎসর্গ।

প্রিয়তমেষু,

গৃহ-শিক্ষা লিখিত হইল। তুমি এই রকমেরই একখানা বই চাহিয়াছিলে। এই বই পড়িয়া যদি শিশু-শিক্ষা বিষয়ে একটী পরিবারেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, যথা সময়ে উচিত শিক্ষা পাইয়া যদি একটী ছেলেও মানুষ হইয়া উঠে, তবে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং আমার পরিশ্রমও সার্থক হইবে, মনে করিও। বইখানি তোমার অনুরোধেই লিখিত হইয়াছে, তাই আজ তোমার জীবনের বিশেষ দিনে আমি তোমার হাতেই বইখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি ২১শে আষাঢ়, সন ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

নন্দন-কানন
চট্টগ্রাম।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

ভূমিকা।

গৃহ-শিক্ষা প্রকাশিত হইল। গৃহ-শিক্ষা প্রকাশের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে বিষয়ে এখন নূতন করিয়া কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশের কথা চিন্তা করিতে গেলেই দেশের ছেলে মেয়েদের দিকে স্বতঃই দৃষ্টি পড়ে, আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা এখন যে ভাবে শিক্ষিত হইতেছে,তাহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। গৃহ-শিক্ষা (Home training) একটা জিনিষ আমাদের দেশে নাই। অথচ জীবনের উন্নতি প্রায় ষোল আনা ইহার উপর নির্ভর করে। দেশের ছেলে মেয়েগুলোকে যদি মানুষ করিয়া তোলা যায়, তবে বোধ হয় দেশের উন্নতির জন্য এত আর ভাবিতে হয় না। গৃহ-শিক্ষাতে তারই একটু আভাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় দেখা যায়, শিশুশিক্ষার জন্য সর্ব্বত্র শিশুর পিতা মাতারা বড়ই ভাবিত থাকেন, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে ছেলে মেয়েদের শাসনে রাখিয়া সুশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা বড়ই আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও চরিত্রগঠন বিষয়ে গৃহ-শিক্ষা তাঁহাদের সাহায্য করিবে, আশা করি।

সূচী।

প্রথম প্রস্তাব।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কথা :—

পরিবারে গৃহিণীর দায়িত্ব—বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—পিতা মাতার উদাসীনতা—স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে মাতার অমনোযোগিতা—তাহার ফল—শিক্ষা—স্কুলে পাঠাইবার জন্য পিতা মাতার ব্যস্ততা—গৃহ শিক্ষা—তাহার সময় ও ফল—শাসন—পরিবারে শাসন প্রণালী—আদর ও শাসন—সময়—সন্তান জন্মে পরিবারে আনন্দ—চরিত্রহীন সন্তান—ক্ষোভ—ছেলে মানুষ করা পিতা মাতার ইচ্ছাধীন—অর্থাভাব শিক্ষার অন্তরায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—প্রকৃত শিক্ষা। ১—১৫

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক কথা :—

স্বাস্থ্য-রক্ষার আবশ্যকতা—মাতার কর্ত্তব্য—পশুপক্ষীদের স্বাস্থ্য—মানুষে রোগাধিক্যের কারণ—স্বাস্থ্যরক্ষা—প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural laws)—স্বাস্থ্য-রক্ষার উপকরণ—আহার শ্রম, বিশ্রাম—আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় তাহার অভাব ও ফল—পাকস্থলী ও তাহার কার্য্য প্রণালী—অপরিমিত আহার—অপ-কারিতা—খাদ্য—পিতা মাতার সাবধানতা—লিখা পড়া—রান্না বান্না—চোখ মস্তিষ্ক ইত্যাদি যন্ত্রের সুস্থতা রক্ষার চেষ্টা—অভ্যাস—ভাল অভ্যাস জন্মাইবার উপায়—খেলা—খেলার উপকারিতা—অত্যাচার—পিতার উৎসাহ ও সহানুভূতি—বিভিন্ন রকমের খেলা—বিশ্রাম ও অবসর—পিতা মাতার কর্ত্তব্য—নিদ্রা—অবসর সময়ে কাজের পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব—জল—বায়ু—ছেলে মেয়ের ঘর—পোষাক পরিচ্ছদ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—'বাবু গিরি'—মিতাচার—সময় নিষ্ঠা। ১৬—৫৭

তৃতীয় প্রস্তাব।

নীতি-শিক্ষা বিষয়ক কথা :—

নীতি-শিক্ষার আবশ্যকতা—মহৎজীবনের মহত্ব—মার যত্ন ও চেষ্টা—মার প্রভাব—শিশুপ্রকৃতি—শিশু শিক্ষার প্রণালী—অনুকরণপ্রিয়তা—পিতা মাতার দৃষ্টান্ত—ভাল ছেলের লক্ষণ—বাধ্যতা—শিক্ষা—শাসন স্বাধীনতার-ভাব—আদর ও আবদার—শাস্তি ও পুরস্কার, সত্যবাদিতা শিক্ষা—রামতনু লাহিড়ী—মিষ্টার ওয়াসিংটন—ভদ্রতা—ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা—সাহস—অভাব—ও ফল—নৈতিক সাহ—মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ—নেলসন—আত্মনির্ভরশীলতা—রবার্ট পিল—বেনজামেন ডিসরেলী—বিদ্যাসাগর—জাপান—আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান—গারফীল্ড—অর্থ ব্যবহার শিক্ষা—আবশ্যকতা—মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

৫৮—১১০

চতুর্থ প্রস্তাব।

স্কুল-শিক্ষা বিষয়ক কথা :—

বর্ত্তমান স্কুল শিক্ষা—তাহার ফল—যুবকগণের চিন্তা শক্তির অভাব—পাঠে বিতশ্রদ্ধা—উৎসাহ ও তেজের অভাব—কারণ—মুখস্তশক্তি—তাহার অপব্যবহার চিন্তাহীনতা—নোটবহি—শিক্ষার উদ্দেশ্য—জ্ঞান লাভের উপকরণ—অনুসন্ধিৎসা, পাঠচিন্তা,—শৃঙ্খলা—পুস্তক নির্ব্বাচন—পাঠে একাগ্রতা—সম্পূর্ণতা—শিক্ষার প্রণালী—কিণ্ডারগার্টেন—স্বাধীন চিন্তাশক্তি—জার্ম্মেনী—চিন্তা-শক্তির বিকাশ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন—অনুসন্ধিৎসা—নিউটন—অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি—প্রাকৃতিক দৃশ্য—জ্ঞানের অহঙ্কার—প্রকৃতজ্ঞানী—সক্রেটিশ।

স্কুলশিক্ষা বিষয়ে গৃহে মেয়েদের কর্ত্তব্য—দুই বোনের তর্ক বিতর্ক মীমাংসা। ১১০-১৩৯

পঞ্চম প্রস্তাব।

ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ক কথা :—

ধর্ম্মে উদাসীনতা—তাহার কারণ—ছেলে বয়সে ধর্ম্মশিক্ষা—সাধারণের ধারণা—ধর্ম্ম প্রবৃত্তি—ঈশ্বর বিশ্বাস—অবিশ্বাসীদের পরিণাম—স্বার্থপরতা—স্বেচ্ছাচারিতা—কাউণ্ট টলষ্টয় ক্ষুদ্র রুশউপন্যাস—Forty years—ঈশ্বর বিশ্বাসশিক্ষা মিষ্টার ওয়াসিংটন—প্রাকৃতিক দৃশ্য ডাঃ বর্ণস—অর্দ্ধমুলার উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র—ধ্রুব—ঈশ্বরের আদেশ পালন বিবেক—ন্যায় অন্যায় বিচার—বিবেক অনুসরণ—থিওডোর পার্কার—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা—তাহার আবশ্যকতা।

দুই বোনের পুনরালোচনা—মাতার উপদেশ—মাতার শিক্ষার বিশেষত্ব—দুই বোনের সিদ্ধান্ত। ১৪০—১৫৫

শুদ্ধিপত্র।

(নানা কারণে এই সংস্করণে বই খানিতে অনেক ভুল রহিয়া গেল, পাঠক পাঠিকাগণ মাপ করিবেন)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৮	বিশ্রি	বিশ্রী
২০	১০	কোনটা	কোন
৪৬	৫	থাকেন	থাকে
৪৬	৬	থাকে	থাকেন
৪৬	১২	ঘুমাপাড়াইবার	ঘুম পাড়াইবার
৪৬	২০	নানা	•
৪৮	২	যাঁরা	তাঁরা
৪৮	৩	Goological	Zoological
৪৮	৮	কালে	•
৬০	১৬	তারা	যেন তারা
৬৩	১৭	করছেন	করলেন
৬৭	২২	দেখায়	দেখান
৭৭	৩	বললে	চললে
৭৭	৪	সহজে	এবং তাহারা সহজে
৯৭	১৯	Housc) নামক	House নামক)
৯৯	১১	শেখা	শেখান
১০০	১	লক্ষ্য	লাভ
১০৮	১৬	ছেলেরই	ছেলেই

১১১	১৩	ছেলেদের	ছেলেরা
১১৭	৭	সুবিধা	সাহায্য
১১৮	১০	থাতা	যা তা
১১৯	১৪	দেখতে	দেখাতে
১১৯	১৬	ঝঝনা	ঝরণা
১২১	২০	প্রণালীর	প্রণালী
১২৪	১৫	ছেলের	কোন ছেলের
১২৭	১৩	আয়ত্ব	আয়ত্ত
১৩০	১৮	তুলিবে	০
১৩০	২৪	মানষ্যত্ব	মনুষ্যত্ব
১৩১	১৬	অধিক	অধিত
„	১৭	পুন পুন	পুনঃ পুনঃ
১৩২	১৫	সে তোমরা	সে তত্ব
১৩৩	১২	কোন	০
১৩৭	হেডিং	নীতি-শিক্ষা	স্কুল-শিক্ষা
১৪১	২৪	শোচা	শোচ
১৪২	৮	রশিয়ার	রুশিয়ার
„	১০	সরোজ	মা
„	১৯	তাহার	তাহাদের
	ফুটনোট	রুপ উপন্যাস	রুশ উপন্যাস
১৪৩	৫	পারিবার	পরিবারে
১৫০	১৫	মত	০
১৫২	৭	ও	০
১৫৪	২১	শিক্ষায়	শিক্ষার

BENGAL LIBRARY
9 MAY 1906
WRITERS BUILDINGS

গৃহ-শিক্ষা।

প্রথম প্রস্তাব।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ কথা।

মা ও মেয়ের কথোপকথন।

সরোজিনী।—মা, পরিবারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে কাল সন্ধ্যা বেলা তুমি যে সব কথা বলেছ, তাতে আমাদের বেশ উপকার হয়েছে। আমি ও লীলা কাল অনেকক্ষণ ঐ বিষয়েই চিন্তা করেছি। সত্যি মা, সংসারের সুখ অনেকটা মেয়েদের উপর নির্ভর করে, মেয়েদের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর বলিয়া মনে হয়। মেয়েরা যদি সংসারে অস্থির হইয়া পড়ে, তবে পরিবারে উপস্থিত সুখ কি শান্তি কিছুই থাকে না।

লীলা।—হাঁ মা, তোমার কালকার কথাগুলো আমাদের কাছে বেশ লেগেছে। আজ না মা ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের উপদেশ কর্‌বে বলে স্বীকার করেছিলে। এখন তা বল না।

সরোজ।—মা তোমারি মুখে নূতন নূতন কথা শুনতে আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এ সব কথা আমরা অন্যত্র কোথাও শুনতে পাই না। স্কুল কালেজে এখন কত রকমের বই পড়ান

হয়, কত কি শেখান হয়, কিন্তু এ সব বিষয়ে কোন কথা স্কুলে শুন্‌তে পাওয়া যায় না, অথচ এ সব বিষয়ে শিক্ষা পেলে আমাদের জীবনের কত উপকার হয়।

লীলা।—সত্যি মা, তোমার মুখে নূতন নূতন কথা শুনতে আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এবং সর্ব্বদাই শুন্‌তে ইচ্ছে করে। জান দিদি, আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনিও অবসর সময়ে এ সব বিষয়ে স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতেন। কোন দিন বা ইংরেজী পুস্তক হতে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার নারীদের দৃষ্টান্ত পড়ে শুনাতেন। সকল মেয়েরা খুব আগ্রহের সহিত তাঁর কথা শুন্‌ত।

মা।—সরোজ ও লীলা, তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার আজ খুবই আহ্লাদ হচ্ছে। আমার কাল্‌কার কথা গুলো তোমরা ভেবে দেখেছ শুনে সুখী হলেম। সত্যি সরোজ, মেয়েদের হাতে সংসারের সুখ দুঃখ অনেকটা নির্ভর করে। মেয়েরা যদি ইচ্ছা করে, তবে আদর্শ পরিবার সৃষ্টি কর্‌তে পারে, আদর্শ মানুষ সৃষ্টি কর্‌তে পারে। পরিবার পরিজনের মঙ্গল, ছেলে পিলের মঙ্গল সব মেয়েদের হাতে। তোমরা এ সব বিষয়ে যতই চিন্তা কর্‌বে, ততই বুঝবে, তোমাদের জীবনের দায়িত্ব কত। সংসারে কত কাজ করবার ভার ঈশ্বর তোমাদের হাতে দিয়েছেন। তোমরা যদি একমনে তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর, দেখিবে, তোমাদের সংসার স্বর্গের মত হইবে, তোমাদের আত্মীয় স্বজনের ও তোমাদের দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে। জাতীয় উন্নতি তোমাদের হাতেই, তোমরা যে রকম ছেলে পিলে তৈয়ার করে দিবে, তারাই জাতি গঠন কর্‌বে,

তারাইত দেশের কাজ কর্ম্ম করবে,—দেশের উন্নতি করবে। এখনকার সভ্য জাতির উন্নতির মূল যদি তোমরা অনুসন্ধান কর, তোমরা দেখ্‌তে পাবে, মেয়েরাই জাতীয় উন্নতির মূলে রহিয়াছে, মহতীশক্তি রূপে জাতিকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এসব বিষয়ে তোমরা যত চিন্তা করবে, ততই তোমরা বেশ আমোদ পাবে ও ততই বেশী জানতে ইচ্ছে করবে, সন্দেহ নাই। তোমাদের কিছু শিক্ষা হবে, উপকার হবে, মনে করে আমি এসব বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করে, ছিলুম, তা তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার বেশ মনে হচ্ছে, এ রকম আলাপে তোমরা বাস্তবিক উপকৃত হবে।

লীলা—আজ মা, তুমি ছেলে মেয়েদের কি করে মানুষ করতে হয়, কি করে তাদের সুস্থ ও সবল রাখতে হয়, সে সব বিষয়েই বলবে বলেছিলে।

মা।—হাঁ লীলা, আজ আমি সে বিষয়েই বলব। বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের খুব ভাল জ্ঞান থাকা দরকার। তাদের জীবনের উন্নতি অবনতি আমাদের হাতে নির্ভর করে। ছেলেকে মানুষ করতে হলে অনেক বিষয়ে তোমাদের জানতে হয়, আমি ক্রমেই অল্প অল্প করে সব কথা তোমাদের নিকট খুলে বলছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার কথা গুলো শুধু শুনে যাবে না, যাতে জীবনে পালন কর্‌তে পার, তারই চেষ্টা কর্‌বে।

সরোজ।—বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে ভাল জ্ঞান কি রকম মা?

মা।—দেখ সরোজ, বিষয়টী বড়ই গুরুতর। এবং আমার

মনে হয়, এই জ্ঞানের উপরই ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, পরিবারের সুখ শান্তি নির্ভর করে। তোমরা জান, পশু পক্ষীরা স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে শৈশব অবস্থা হতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তাদের জন্য কা'কেও বড় একটা ভাবতে হয় না।

লীলা।—হাঁ মা মানুষের ছেলেও কি সেই ভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না? তাদের জন্য আবার এত ভাবতে হয় কেন?

মা।—পারে বই কি লীলা, এখনও বহু অসভ্য জাতির মধ্যে প্রকৃতির কোলে ছেলেরা পালিত হচ্ছে। কিন্তু তা যদি হয়, তাদের আর মানুষ হতে হয় না। তোমরা জান, একটা পশু কি পক্ষীকে গৃহপালিত করতে হলে, অনেকটা পরিশ্রম করতে হয়, বিশেষ সাবধানে তাদের দেখতে হয়, নতুবা তাদের বন্য প্রকৃতি যায় না, সহজে পোষ মানে না। সেইরূপ একটী শিশুকে মানুষ করতে হলে অনেকটা ভাবতে হয়, অনেকটা খাটতে হয়। ছেলেদের মানুষ করাও একটা শিল্প (art) বিশেষ, সে বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান না থাকলে পর, ছেলেদের মানুষ করা যায় না।

সরোজ।—শিল্প কিরূপ?

মা।—হঁা সরোজ ঠিকই ত। মানুষ নানাবিধ প্রবৃত্তি লইয়া সংসারে আসে, মানুষ যতই বয়সে বড় হতে থাকে, প্রবৃত্তি গুলোও এক একটা করে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ অবস্থায় মা বাপের কর্ত্তব্য কোনটাকে উত্তেজিত করা, কোনটাকে সংযত করা, কোনটা নিষ্প্রভ থাকিলে সেটাকে ফুটাইয়া তোলা। প্রকৃতির কোলে মানুষকে ফেলিয়া রাখিলে সে বেশ পারে

গতরে মোটা হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুট্‌বে না, সে সভ্য বলিয়া পরিচিত হতে পার্‌বে না। তাই অতি শৈশবকাল হইতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই কষ্টের কথা, আমাদের দেশে শিশু শিক্ষা একটা জিনিষ নাই বলিলেও হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়েও আমরা বড়ই উদাসীন।

সরোজ।—'উদাসীন'! সে কি কথা মা? ছেলে মেয়েদের অসুখ বিসুখে কি আমরা তাদের সেবা শুশ্রূষা করি না বা রীতিমত ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাই না?

মা।—না সরোজ, তা নয়। অসুখ বিসুখে তোমরা ছেলে পিলেদের ঔষধ খাওয়াও না, কিম্বা তাদের তুচ্ছ্ কর, সে কথা আমি বলছি না। ছেলে মেয়েদের অসুখ হলে পর তোমরা অস্থির হয়ে ওঠ এবং সাধ্যমত সেবা করে থাক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। তবে এও ঠিক, অসুখের সময়ে তোমরা যেমন চিন্তিত হয়ে পড়, সুস্থ সময়ে যদি তেমন একটু সাবধান থাক, তবে তোমাদের এত আর ভুগতে হয় না, ছেলেরাও বিলক্ষণ সুস্থ থাক্‌তে পারে। আমি বল্‌ছিলুম কি করে স্বাস্থ্য রাখতে হয়, তা তোমরা জান না, জানলেও বা সেদিকে অনেক সময়ে দৃষ্টি রাখ না। ঠিক কথা নয় কি?

সরোজ।—তা, ঠিক মা। আমরা ছেলেমেয়েদের অসুখ সময়ে যেমন অস্থির হইয়া পড়ি, সুস্থ অবস্থায় যদি একটু সাবধান থাকি, তবে অনেক চিন্তা অনেক কষ্ট এড়াতে পারি, আমাদের অনেক খাট্‌নি কমে যায়।

লীলা।—সত্যি দিদি, মা আমাদের ঠিক দোষটা ধরে

ফেলেছে ! এই দেখ্‌লে না, সেই দিন জ্ঞানবাবুর স্ত্রী খেলায় খেলায় আমাদের সকলের সামনে তার একটুখানি ছেলেকে আদর করে কাঁচা আম খাওয়াইয়ে ছেলেটীর কিনা অসুখ করে ফেল্লে। এখন ছেলের জন্য মা বাপের চোখে ঘুম নেই, ডাক্তার কবিরাজ টাকা শুষে নিচ্ছে।

মা।—ছেলেরা যখন সুস্থ থাকে, বেশ হেসে খেলে ছুটোছুটী করে ফিরে, তখন আমরা তাদের দিকে তাকায়ে দেখি না, তাহাদের খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা কিছুর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেই না। দুবেলা দুপেট খাওয়ায়ে দেই তারা আপন মনে যেখানে সেখানে ছুটে যায় এবং যা তা করে। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে আমি অনেক সময়ে অনেক মাকে বলতে শুনেছি—আহা! ছেলে মানুষ খেতে চাচ্ছে একটু খাবে না, কি হবে থাক্। ছেলে মানুষের সব হজম হয়, এ রকম করে অনেক সময়ে ছেলেদের যা তা খেতে দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু যে খাওয়াতে অত্যাচার কর তা নয়, প্রায় সব বিষয়েই তোমরা এভাবে চলে থাক, সুস্থ সময়ে কোন বিষয়ে বড় একটা খেয়াল কর না, কি করে বরাবর সুস্থ থাকবে, তার জন্য একটুও ভাব না, অথচ অসুখ হয়ে পড়লে তোমাদের ভাবনা চিন্তার আর কুল কিনারা থাকে না। তাও আবার অসুখের আরম্ভে নয়, একটু ব্যারাম দেখা দিলে পর অনেককেই প্রায়ই বলতে শুনা যায়, কি, একটু সর্দ্দি কাশী, ও সামান্য পেটের অসুখ ও সব ত ছেলেদের নিত্য রোগ, ওসব রোগ ছেলেদের হয়েই থাকে। এ ভাবে প্রথম অবস্থায় উপেক্ষা করে শেষে যখন ব্যারাম শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন তোমরা রাত দিন অবিশ্রাম

তাদের কাছে থেকে সেবা করতে থাক, ডাক্তার ডাক, কবিরাজ ডাক, বোতলে বোতলে শিশিতে শিশিতে ঔষধ খাওয়াও। একি সত্য ঘটনা নয় সরোজ?

সরোজ। হাঁ মা সত্যিইত। ছেলে মেয়েরা যখন সুস্থ শরীরে থাকে, তখন তাদের দিকে আমরা অনেক সময় মনোযোগ দেই না। ব্যারাম হলে পর তখনি ডাক্তার ডাকা যেন আমাদের দেশের একটা রীতিই নয়। আমি অনেককে বলতে শুনেছি, রোগ একটা দেখা দিলে পর সেটা ঔষধ পত্র দিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করলে তার বীজ শরীরে থেকে যায়, পরে আবার সে ব্যারাম হয়ে থাকে। এই ধারণা হতে অনেকেই উচিত সময়ে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করেন না।

লীলা। ঐ ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, দিদি। আমি শুনেছি, এখনকার দিনে বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা বলে থাকেন, রোগের আরম্ভেই রোগ বারণ করতে পারলে কখনও রোগীকে ভুগতে দেওয়া সঙ্গত নহে। ভুগিয়ে আরোগ্য হওয়া অপেক্ষা আরম্ভেই রোগ নিবারণ করা সহস্র গুণে ভাল।

সরোজ। হাঁ মা। ছেলেদের স্বাস্থ্য রাখ্‌তে যেন আমরা জানি না, এতে যেন আমাদের যথেষ্ট দোষ ত্রুটি আছে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে তুমি আমাদের দোষ দিতে পার না। সেটা ত আর আমাদের হাতে নয়। ছেলেরা একটু বড় না হতেই আমরা তাদের স্কুলে পাঠিয়ে দেই, এমন কি, যাদের ছেলেকে স্কুলে পাঠাবার সঙ্গতি নাই, বহু কষ্টে ধার করে পর্য্যন্ত তারা ছেলেদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করে থাকে।

লীলা। ছেলেদের শিক্ষার দিকে মা বাপের দৃষ্টি নাই যে

বলছ, তোমার সে কথা মা ঠিক নয়। ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য বাপ মা বহু চেষ্টা করে থাকে। এই দেখ না, এখনকার দিনে কত সব স্কুল কালেজ গ্রামে হচ্ছে। মা বাপ যদি ছেলে-দের স্কুলে পাঠাতে না চাইত, তবে কি আর এত সব স্কুল কালেজ হতে পারত। মা বাপেরা কি ইচ্ছা করে না, ছেলে মেয়েরা বেশ লিখাপড়া শেখে ?

মা। ঐ আর একটা আমাদের মস্ত ভুল ধারণা। আমরা মনে করি, শিক্ষা মানে ছেলেদের বই হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠান। ছেলেদের কোন মতে স্কুলে নাম লিখায়ে দিতে পার্‌লে তাদের শিক্ষার জন্য আমরা আর চিন্তিত থাকি না। এমন কি, অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ীতে যে সব ছেলে মহা অনর্থ করে থাকে, কথা বার্ত্তা না শুনে, পরিবারের সকলকে অস্থির করে তোলে, সে সব ছেলের পিতা মাতা ভারি চিন্তিত হয়ে উঠেন, কখন ছেলে বড় হবে, কখন তাকে স্কুলে পাঠিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে পার্‌বেন। আমরা মনে করি, স্কুলে পাঠিয়ে দিলে আমাদের সব দায়িত্ব ঘুচে গেল।

সরোজ। আমরা আর কি করিতে পারি মা ? আর কি নূতন শিক্ষা তাদের দিতে বলছ ?

মা। সরোজ! স্কুল শিক্ষার উপর আমি ততটা নির্ভর করি না, পারিবারিক শিক্ষার উপর যতটা নির্ভর করে থাকি। কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা বলে একটা জিনিষ আমাদের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। জীবনের এক চতুর্থাংশ আমরা স্কুল শিক্ষায় কাটিয়ে থাকি।

লীলা। পারিবারিক শিক্ষা কি বুঝিয়ে বল না, মা।

মা। যে শিক্ষা গুণে ছেলে মেয়েদের চরিত্র সুন্দর হয়, সে শিক্ষা আমরা পরিবারের মধ্যে শিখি। নম্রতা, ভদ্রতা, সৎসাহস, সত্যবাদিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি চরিত্র গুণ পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। স্কুল শিক্ষা অর্থকরী শিক্ষা,টাকা পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আমরা স্কুলে কালেজে ছেলেদের পাঠিয়ে থাকি। স্কুল শিক্ষা আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় স্বরূপ। কিন্তু স্কুল শিক্ষার সফলতাও পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। ছেটো ছেমুখী হলে পর স্কুল শিক্ষার কোন ফল ফলে না।

লীলা। সে কি রকম মা, স্কুলে আমরা যাহা শিখি, তাও কি আবার বাড়ীতে শিখ্‌তে হয়?

মা। শিখ্‌তে হয় বই কি, লীলা! প্রকৃত শিক্ষা তুমি কি মনে কর? তুমি কি মনে কর,ছ চার খানা বই মুখস্ত কর্‌লে, কি ছচারটা পরীক্ষা পাশ দিলে পর শিক্ষার শেষ হল। তা নয়, কিন্তু যখন দেখ্‌বে, যাহা শিখেছ, যাহা ভাল বুঝেছ, জীবনেও তাহা পালন করতে পার্‌ছ, তখন মনে করবে, তোমার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে। শুধু দুই চারিটী ভাল কথা জান্‌লে, কি দুই চারি খানা ভাল বই পড়্‌লে যথার্থ শিক্ষা লাভ হ'ল না। এই মনে কর, লীলা, স্কুলে পড়ে এলে 'সত্য কথা বলা উচিত' কিন্তু বাড়ীতে পা না দিতেই গণ্ডা পাঁচ সাত্‌ মিছে কথা বলে ফেল্লে, বল দেখি এখানে তোমার প্রকৃত শিক্ষা হ'ল কিসে? তাই বলছিলুম, যে পারিবারিক শিক্ষা অনেক সময়ে স্কুল শিক্ষার অন্তরায় হইয়া উঠে। আমরা স্কুলে যাহা শিখি,

পারিবারিক শিক্ষার অভাবে তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারি না। যে ছেলে বাড়ীতে কোনদিন নম্রতা শেখে নাই, তুমি কি মনে কর স্কুলে দুই চারি পাত বই পড়ে, দু চারটা উপদেশ শুনে সে নম্রভাবাপন্ন হয়ে যাবে, সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবে? হাঁ দু চার জন লেখাপড়া শিখে নিজ চেষ্টায় চরিত্র বদ্‌লাতে পারে বটে, কিন্তু অনেকেই পারে না।

লীলা। মা, তোমার কথাগুলো বড় মূল্যবান মনে হয়। আচ্ছা তুমি যে পারিবারিক শিক্ষার কথা বলছ, সে শিক্ষা কখন থেকে দিতে হয়?

মা। মার দুধের সঙ্গেই শিশুদের শিক্ষার আরম্ভ হয়। ছেলেরা যেমন একটু একটু করে বয়সে বাড়ে, তেমন একটু একটু করে তাদের শিখিয়ে নিতে হয়।

সরোজ। এত ছোট কাল থেকে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হয়! এ যে মা আমাদের দেশে নূতন কথা। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের শাসন কি শিক্ষার কথা বল্লেইত লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে থাকে—'একটু খানি ছেলে এর আবার শিক্ষা, কিবা বুঝে! একে আবার শাসন করতে হয়?' আমাদের দেশের অধিকাংশের ধারণা, ছেলেরা যখন একটু বেশ বড় হবে, বুঝবে সুঝবে, তখন তাদের শিক্ষা দিতে হয়, স্কুলে পাঠাতে হয়। তখন তাদের শাসন করতে হয়।

মা। ঠিক কথাই সরোজ। আমাদের মধ্যে অনেকেরই সেই রকম ধারণা। আমার মনে হয়, এ রকম ধারণা বহুকাল হতে আমাদের মধ্যে চলে আস্‌ছে। তুমি কি মনে কর, ছোট কালে ছেলেরা যে রকম আদর আবদার পেয়ে থাকে, তাতে

তাদের যে চরিত্র দাঁড়িয়ে যায়, ছোট কাল থেকে যদি সে চরিত্রের সংশোধন চেষ্টা না করা হয়, বড় হলে পর, স্কুলে কি বাড়ীতে উপদেশ পেলে তার কোন পরিবর্ত্তন হতে পারে? আমার মনে হয়, আদর, শাসন ও শিক্ষা, এ তিনটার মধ্যে কোনটা কোনটার বিরোধী নহে। আদর করে ছেলেদের শিক্ষাও দেওয়া যায়, শাসনও করা যায়। কিছুদিন ছেলেদের দিকে মোটেই দেখবে না, শুধু আহ্লাদ দেবে, আর কিছুদিন খালি ভৎর্সনা করবে, শুধু উপদেশ দেবে, এ উপায় ছেলেদের পক্ষে বড় মঙ্গলজনক মনে হয় না।

লীলা। আচ্ছা মা, আদর দিয়ে কি করে ছেলেদের শাসন করতে হয়? তুমি কি রকম কথা বলছ?

মা। দেখ লীলা আমরা ছেলেদের আদর করতে জানি না, শিক্ষা দিতে জানি না, শাসনে রাখতেও জানি না। তাই তুমি এ রকম প্রশ্ন করেছ। আমাদের দেশে শাসন মানে, ছেলে কাঁদছে বা অন্য প্রকারে মাকে বিরক্ত করে তুলছে, মা ছেলেকে শান্ত করবার জন্য দু চার ঘা লাগিয়ে দিলে, একটী বার চিন্তা করে দেখলে না কেন ছেলে কাঁদছে। মা হয়ত কোন কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, ছেলে মেয়েকে একটা কাজের জন্য হুকুম করলেন, ছেলে নিবিষ্ট চিত্তে তার কাজ করছিল, মার হুকুম পালতে একটু দেরী হয়ে গেল, মা আসিয়া তাকে কতক্ষণ বেশ বকে গেলেন। এইত আমাদের দেশের শাসন প্রণালী।

আদর দিয়া শাসন করা বড় সহজ, এ বিষয় বিস্তৃত ভাবে আমি তোমাদের পরে বুঝিয়ে বলব। ছেলেদের যেমন ধীরে

ধীরে শরীর শক্ত হয়, তেমনি ধীরে ধীরে তাদের এক একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। উচিত সময়ে সেটার দিকে নজর না রাখ্‌লে পর, পরে তাহা সংশোধন করিয়া তোলা বড় শক্ত হয়ে ওঠে।

লীলা। হাঁ মা আমি জানি, শ্যাম বাবুর এক মাত্র ছেলে এক বৎসর হতে বড় আবদার পেত। এক মাত্র ছেলে যখন যাহা চাইত, সকলে আদর করে তখনি তা তাকে দিত। এখন ছেলেটার চার বৎসর বয়েস, আদর পেয়ে তার এমনি বিশ্রি স্বভাব দাঁড়িয়েছে যে, এখন যা চাইবে, তাকে তা না দিয়ে রক্ষে নাই। না দিলে সকলকে মেরে, চীৎকার দিয়ে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করে ছাড়ে। কত মার খায়, কত বকুনি শোনে, কিছুতেই কিছু হয় না। বাড়ীতে কোন সুন্দর জিনিষ এনে সাজিয়ে রাখবে সাধ্য নাই। শ্যাম বাবুর স্ত্রী ছেলেটাকে নিয়ে একবারে নাকাল হয়ে গ্যাছেন। কারো বাড়ীতে যে ছেলেকে নিয়ে যাবে, তার যো নাই। যেখানে যা দেখবে, চাইলে তা তাকে দিতে হবে।

মা। লীলা তুমি ঠিক দৃষ্টান্তই বলেছ।

শ্যাম বাবুর স্ত্রী যদি এক বৎসর হতে ছেলেকে শাসনে রাখ্‌তেন, অন্যায় আবদার না দিতেন, তবে বোধ হয় ছেলেটা এমন দুর্দ্দান্ত হতে পারত না। এখন বোধ হয়, তোমরা বেশ সুন্দর রূপেই বুঝেছ, পারিবারিক শিক্ষা কি জিনিষ এবং ইহার কি আবশ্যকতা। বাস্তবিকই সরোজ, আমাদের দেশে ছেলে পিলে কতই আদরের জিনিষ। ছেলে পিলে না থাক্‌লে মা বাপ নিজকে বড়ই হতভাগ্য মনে করে থাকে। ছেলে মেয়ে

জন্মিলে পরিবারে কত আনন্দ হয়, মা বাপের প্রাণটা সুখে নাচিয়া উঠে, তাঁরা নিজকে কত সুখী, কত ভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু শিক্ষা ও শাসন অভাবে যদি সেই ছেলে দুশ্চরিত্র হয়, তখন মা বাপের দুঃখের অন্ত থাকে না। ঘৃণায় ও দুঃখে অনেক পিতা মাতা দুর্নীতিপরায়ণ ছেলের মৃত্যু কামনা করে থাকেন। যাদের পাইয়া মা বাপের আনন্দ ধরে না, মা বাপকে যদি তাদের মৃত্যু কামনা করিতে হয়, কতই দুঃখের কথা। অথচ যদি মা বাপ ছেলে বেলা থেকে ছেলেদের সাবধানে পালন করেন, তবে বোধ হয় তাঁদের শেষ কালে এত লাঞ্ছনা ভুগতে হয় না। ছোট ছেলে মেয়েরা গৃহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, সুখের উপাদান, পবিত্রতার নিদর্শন। সুশিক্ষিত হইলে তারা পরিবারের গৌরব, দেশের গৌরব, দুর্নীতিপরায়ণ হইলে পরিবারের কলঙ্ক, দেশের জঞ্জাল।

সরোজ। মা, তুমি কি বল শুধু মা বাপের দোষেই ছেলেরা নষ্ট হয়? এমন মা বাপও আছেন কি যাঁরা ছেলেদের মঙ্গল কামনা করেন না, ছেলেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন না, অথচ ভাল ছেলে হয় আর কয়টা?

লীলা। টাকা পয়সার অভাবে পড়েও অনেকেই ছেলেদের মানুষ কর্‌তে পারেন না বলে আক্ষেপ করে থাকেন। ইচ্ছা থাক্‌লেও অনেক মা বাপ টাকা পয়সার জন্য পারেন না।

মা। হাঁ, সরোজ, আমার মনে হয়, অধিকাংশ ছেলে মেয়ে মা বাপের দোষে নষ্ট হয়ে থাকে। মা বাপেরা যদি ছেলে বেলা হতে ছেলেদের সাবধানে পালন করেন, ছেলেরা নষ্ট হতে

পারে না, আমার বিশ্বাস। মা বাপেরা যে ইচ্ছে করে আপন আপন ছেলে মেয়েকে নষ্ট করেন,সে কথা আমি বল্‌ছি না, তবে অনেক সময়ে তাঁদের অজ্ঞতার দোষে ছেলে মেয়েরা উচিত শিক্ষা ও শাসন পায় না। মা বাপ যেমন ইচ্ছা করেন, ছেলেরা প্রায়ই তেমনি হয়ে থাকে,যদি মা বাপ মনোযোগী হয়ে উচিত সময় উচিত মত শিক্ষা ও শাসনে ছেলেদের রাখতে পারেন। টাকার কথা কি বলছ, লীলা? পারিবারিক শিক্ষার সঙ্গে টাকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এই যে এখন শ্যাম বাবুর ছেলের কথা বল্লে, ও ছেলেকে বাধ্যতা শেখাতে তাঁদের কত টাকার দরকার হত? তুমি জানিও চরিত্রের উপর মানুষ দাঁড়ায়, পারিবারিক শিক্ষা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। চরিত্র গঠন কর্‌তে টাকার কোন দরকার হয় না। টাকার অভাবে তুমি তোমার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিতে না পার্‌তে পার, বড় বড় সহরে রেখে বড় বড় কালেজে পড়াতে না পার্‌তে পার, কিন্তু সৎসাহস, সত্যবাদিতা প্রভৃতি যে সব গুণ মানব চরিত্রের অলঙ্কার, সে সব কেন দিতে পার্‌বে না? আমাদের দেশের বড় লোক প্রায়ই গরীব ঘরের ছেলে, আমাদের দেশের কেন সব দেশের প্রায় বড় লোক গরীব ঘরে পালিত। তাঁহাদের মনুষ্যত্ব, ও চরিত্রের মহত্ত্ব পারিবারিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে। একবার যদি ছেলেকে চরিত্র গুণে সাজাতে পার, সংসারে মানুষ করে দাঁড় করে দিতে পার, তার কালেজে পড়া না হলেও চলবে, বিলাত কি আমেরিকা না গেলেও তার উন্নতি কেউ বাঁধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব একবার যার ভিতর ঢুকেছে, প্রহ্লাদের মত সে আগুনে পুড়বে না, জলে

ডুব্‌বে না। আপন প্রভাব ও মহত্ত্ব বিস্তার করে পাহাড়ের মত সকলকে অতিক্রম করে উঠে যাবে। আমাদের বিদ্যাসাগরের কথা একবার চিন্তা করে দেখ দেখি, টাকা পয়সার অভাব কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন কালে দমিয়ে রাখ্‌তে পেরেছিল ?

সরোজ। মা, তোমার কথার কোন প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস হয় না। শিক্ষা ও শাসন বিষয়ে তুমি যে ভাবে আমাদের দায়িত্বের কথা বলছ, তা শুনে বাস্তবিকই বড় ভয় হয়। আমাদের দোষ ত্রুটিতেই আমাদের ছেলেরা নষ্ট হয়, তা এখন অনেকটা সত্য বলে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা মা, আমরা কি রকম প্রতিকার কর্‌তে পারি ?

মা। সরোজ, ঈশ্বর তোমাদের মা করে যে কঠিন দায়িত্ব ভার তোমাদের উপর দিয়েছেন, তা শুনে ভয় হবারই কথা। আমাদের দোষ দুর্ব্বলতার দরুণ কি ভাবে ছেলেরা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তা তোমরা এখন বেশ বুঝেছ। আমরা কি রকম প্রতিকার কর্‌তে পারি, কি ভাবে আমরা ছেলে বেলা হতে ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষা কর্‌তে পারি, উচিত শিক্ষা ও শাসনে রেখে তাদের মানুষ কর্‌তে পারি, আমি ক্রমেই সে সব তোমাদের নিকট বুঝিয়ে বল্‌ব। আজ অনেক কথা বলে ফেলেছি, আর বেশী বল্‌ব না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক কথা।

মা। সরোজ, কি উপায়ে ছেলেদের সুস্থ রাখ্‌তে হয়, সে বিষয়ে তোমরা জান্‌তে চেয়েছিলে, আজ সে বিষয়েই কয়েকটী কথা বল্‌ছি, শোন। তোমরা সকলেই জান, স্বাস্থ্য সুখের মূল, শরীর সুস্থ না থাক্‌লে সংসারে কোন কাজ করা যায় না, সংসারের কিছুই ভাল লাগে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক পিতা মাতার ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। যে ছেলে নিত্যি রোগে ভুগে, দু দিনও সুস্থ থাকে না, সে সংসারে কি বা কাজ কর্‌তে পারে, নিজের জন্যই হ'ক বা দেশের জন্যই হ'ক।

সরোজ। তা মা ছেলে যদি নিত্যি রোগে ভুগে, রোগ সারান্ ত আর আমাদের হাতে নয়, ডাক্তার কবিরাজ যদি রোগ ভাল কর্‌তে না পারে, আমরা আর কি কর্‌তে পারি?

মা। দেখ সরোজ, আমি তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি, ছেলেদের প্রায় অসুখ বিসুখই বাপ মার অসাবধানতার দরুণ হয়ে থাকে। আমরা ডাক্তার কবিরাজের মত ঔষধ বিষুধ দিতে না জান্‌লেও আমরা ছেলেদের বেশ নিয়মে রাখ্‌তে পারি। অনেক পিতা মাতা রোগ হলেই ছেলেদের শুধু ঔষধ খাওয়াতে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেন, কিন্তু ঔষধে যত না উপকার হয়ে থাকে,

রোগীদের নিয়মমত রাখ্‌তে পার্‌লে, নিয়ম মত পথ্যাদি দিতে পার্‌লে বেশী উপকার হয়ে থাকে। অনেক ডাক্তারের এই মত। বস্তুতঃ এখনকার দিনে এমন সব নূতন নূতন চিকিৎসা প্রণালী বের হচ্ছে, যাতে রোগীদের ঔষধ খাওয়ার ভাগটা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। অনেক ব্যারাম বিনা ঔষধ প্রয়োগে শুধু নিয়ম মত থাকলেই সেরে যায়। অনিয়মে ও অত্যাচারে নানা রোগ জন্মে থাকে। আমরা ছেলেদের আরোগ্য করতে না জান্‌লেও, আমরা ডাক্তাদের মত বিশেষজ্ঞ না হলেও, যাতে তাদের রোগ না হতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করতে পারি। আমার উদ্দেশ্য নয় ছেলেদের অসুখ বিসুখে ডাক্তার না ডেকে তাদের চিকিৎসার ভার তোমাদের হাতে নাও, এবং নিজে বই দেখে তাদের ঔষধ দিতে থাক। তাতে উপকারের চেয়ে বরং অনেক সময়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। আমার ইচ্ছা, তোমরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি জেনে, ছেলেমেয়েদের অত্যাচার হতে রক্ষা কর, যেন তারা সহজে পীড়িত না হ'তে পারে। এটা বোধ হয় আমরা সকলেই করতে পারি। বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রায় সকল ছেলে মেয়ে বেশ সুস্থ হয়ে জন্মে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে যদি আমরা তাদের রাখ্‌তে চেষ্টা করি, তাদের অসুখ বিসুখ না হওয়ারই কথা। পশু পক্ষীদের ব্যারাম খুব কমই হয়ে থাকে।

লীলা। আচ্ছা মা তা কেন? মানুষেরাই ত পৃথিবীতে সব প্রাণীর মধ্যে সব দিকে শ্রেষ্ঠ। পশু পক্ষীরা যদি আপন বুদ্ধি বলে রোগের হাত হতে মুক্ত থাকতে পারে, মানুষেরা পারে না কেন? মানুষের কি সে বুদ্ধি নাই?

মা। লীলা, তুমি অতি সুন্দর প্রশ্ন করেছ, তার কারণ তোমাকে বুঝিয়ে বলছি শোন। পশুতে আর মানুষেতে তফাৎ এই যে পশুরা স্বভাব বুদ্ধি (instinct) দ্বারা চালিত হয়, মানুষেরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতি পশু পক্ষীদের চালক, মানুষ নিজেরাই নিজেদের চালক। তোমরা জান, মানুষের স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ কোন কাজ করা কি না করা, মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমার খিদে পেয়েছে, খাওয়া না খাওয়া তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছে হলে খেতেও পার, না হলে খিদে সহ্য করে উপোস করে থাকতে পার। কিন্তু পশুদের এই স্বাধীনতা টুকু নাই, তারা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে থাকে। খিদের সময় যে তারা নিজের খাদ্যটা অপরের জন্য রেখে নিজে খিদে সহ্য করে থাকবে, সে স্বাধীনতা তাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে অত্যাচার হয়ে থাকে, যেখানে অত্যাচার হয়, সেখানে শাস্তির বিধান আছে। ব্যারাম ত আর কিছুই না, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করার দরুণ আমাদের শাস্তি বিশেষ। খিদের সময় পশু পক্ষীরা যতটুক্ আবশ্যক ততটুক্ খাদ্য খেয়ে থাকে, স্বভাববুদ্ধি তাদের বেশী কি কম খেতে দেয় না। তুমি হয়ত দেখেছ পশু পক্ষীরা যখন খেতে থাকে, কিছুক্ষণ খেয়ে মাথা উপর করে রাখে, কোন কোন পশু পা দিয়া খাদ্যপাত্র উল্টিয়ে ফেলে, জোর করিয়া যদি তুমি তাদের বেশী খাওয়াইতে চেষ্টা কর, জিব দিয়ে তারা খাদ্য মুখ থেকে বের করে ফেলে। শরীর রক্ষার জন্য যে টুক খাদ্য আবশ্যক.

তার বেশী কি কম খাওয়ার ইচ্ছাই তাদের হয় না। যখন তখন খাওয়ার জন্য যে একটা লোভ, তাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। আমাদের কিন্তু তা নয়, অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার জন্য আমাদের লোভ হয়, কোন কোন কারণে খিদে সত্ত্ব করে উপোস করার ইচ্ছাও হয়ে থাকে। মানুষের স্বাধীনতা থাকাতে মানুষ নানা গুণের অধিকারী, অনেক মহত্ত্ব আমরা আমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আছে বলে যে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহি, তা নয়; প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, আমাদেরও যথোচিত ভুগ্‌তে হয়। প্রাণী মাত্রই যে সব সাধারণ নিয়মের অধীন,মানুষও সে সব সাধারণ নিয়মের অধীন। যে মানুষ স্বাধীন ভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম (natural laws) পালন করে চল্‌তে পারে,সেই সুস্থ,সবল ও দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে, দেখা যায়। স্বাস্থ্য ত অন্য আর কিছু নয়, শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদির সুস্থতা অর্থাৎ তারা যদি সমান ভাবে এক যোগে স্বাভাবিক নিয়মে কাজ কর্‌তে থাকে, তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তোমাদের বলেছি, ছেলেরা স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বেশ সুস্থ শরীরে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। পশু পক্ষীদের স্বাস্থ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্ষিত হয়ে থাকে, আমাদের ছেলে পিলেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অপরাপর শারীরিক যন্ত্রাদির সুস্থতা রক্ষা করা আমাদের উপর নির্ভর করে।

লীলা। প্রাকৃতিক নিয়ম কি মা? প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয়ে থাকা কি রকম বুঝলেম না।

মা। শরীর সুস্থ রাখ্‌তে হলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের কয়েকটা নিয়মের অধীন হয়ে চলতে হয়। যদি না চলি,

তবেই অসুখ করে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি যে কয়টী আমাদের শরীর রক্ষার উপকরণ,এর মধ্যে কোন একটা বাদ দিলে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এক এক সময়ে শরীর এক একটা জিনিষ চায়, ইহাই শরীরের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম। যখন শরীরের পক্ষে যেটা দরকার হয়, তখন যদি সেটা দেওয়া না হয়, তবেই ব্যারাম হয়ে থাকে। খিদের সময় খাবে, কাজের সময় কাজ কর্‌বে, শ্রান্ত হলে বিশ্রাম কর্‌বে, ইহাই সাধারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম।

সরোজ। আহার, নিদ্রা, শ্রম, জল ও বায়ু, এই পাঁচটী আমাদের শরীর রক্ষার উপকরণ, কোনটা বিষয়ে কি রকম সাবধান থাকুলে পর, আমরা ছেলে পিলেদের সুস্থ রাখতে পারি, সেটা বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে বল না, মা।

মা। হাঁ সরোজ, আমি এক একটা করে সব বল্‌ছি শোন। খাওয়ার দোষেই ছেলে পিলেদের নানা অসুখ করে থাকে, তাই খাওয়ার কথাটা আমি আগেই বল্‌ছি। প্রথমেই একটা বিষয়ে তোমাদের বেশ মনোযোগী হতে হবে, ছেলেদের যখন তখন যা তা খেতে দেবে না। একটা নিয়ম করে দিনে তিন চার বার যা হয়. ছেলেদের খেতে দেবে। খাওয়া বিষয়ে একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকা বড়ই দরকার।

লীলা। অনেকেই, মা, সে বিষয়ে বড় গা করে না, তাতে কেউ যদি কিছু বলে অনেক পিতা মাতাই বলে থাকেন—'ছেলে-দের কি এত নিয়মে রাখা যায়? ছেলেরাইত যখন তখন খেয়ে থাকে, বুড়োরা ত আর খায় না, এইত তাদের খাওয়ার বয়স, এ বয়সে না খেলে কখন আর খাবে?'

IMPERIAL * LIBRARY *

মা। সত্যি লীলা, অনেকেই যখন তখন যা তা খাওয়ার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁরা বুঝেন না এ রকম খাওয়াতে কি অনিষ্ট হতে পারে। বুঝলে বোধ হয় অনেকটা সাবধান হতেন।

সরোজ। বিশেষ অনিষ্ট কি আর হবে, মা?

মা। তাতে খুবই অনিষ্ট হয়ে থাকে। খাওয়ার অত্যাচারে অনেক রকমের ব্যারাম হতে পারে, হজম শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খাওয়ার অত্যাচারে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি যে সব রোগ জন্মে ও সব সহজে ভাল হয় না, বহুকাল কষ্ট দিতে থাকে। আমাদের পাকস্থলীতে কি ভাবে খাদ্য হজম হয়, তা যদি বোঝ, তবে যখন তখন বারে বারে খাওয়ার অপকারিতা সহজে বুঝবে।

লীলা। হাঁ মা, আমাদের খাদ্য কি ভাবে হজম হয় তা বড় জানতে ইচ্ছা করে। সে বিষয়ে আমাদের কিছু বল না।

মা। বলছি, শোন। আমাদের পাকস্থলীটা অনেকটা ভিস্তিদের জল দেওয়ার চামড়ার থলি বা মশকের মত। তার দু দিকে দুটা নলি আছে। একটা দিয়া আমরা যা খাই তা পাকস্থলীতে যায়, অপরটা দিয়ে বের হয়ে আসে। পাকস্থলীতে লালার মত এক রকম তরল জিনিষ আছে। আমাদের খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে যাইয়া উক্ত লালার সঙ্গে মিশে থাকে। ঐ লালাতেই হজম কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করে। তোমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য ঐ জিনিষটাকে আমি জীর্ণ-রস বলেই বলব। জলে চাল মিশিয়ে উনুনের উপর চাপিয়ে দিলে যেমন টক বক করে চাল সিদ্ধ হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়, পাকস্থলীর কাজও অনেকটা সেই রকম, পাকস্থলীতে খাদ্য

দ্রব্য পড়লে উহা ঐ ভাবে পাকস্থলীতে জীর্ণ-রসের সঙ্গে মিশে যায়। আধসিদ্ধ চালের মধ্যে কতক কাঁচা চাল ফেলে দিয়ে খানিকক্ষণ পরে নামিয়ে রাখলে পর যেমন ভাত ভাল হয় না, ঠিক তেমনি একটা জিনিষ খাওয়ার পর, সেটা বেশ হজম হয়ে না গেলে, পাকস্থলীতে যদি নূতন আর এক একটা কিছু ফেলে দাও, তবে কোনটাই ভাল জীর্ণ হতে পারে না। পাকস্থলীর স্বাভাবিক কাজের বিশৃঙ্খলা জন্মে। এবং অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে যায়।

সরোজ—উননের উপর একটু বেশী ক্ষণ রাখ্‌লে পর ভাত ভাল সিদ্ধ হয়ে যায়, ঘন ঘন খেলে পর অসুখ করবার কি আছে, না হয় হজম হতে একটু বেশী সময়ের দরকার হবে। এ কথাটা ভাল করে বুঝতে পারলুম না।

মা—হাঁ, হজম হতে বেশী সময়ের দরকার হয়ে থাকে বই কি। আমরা কি প্রায়ই দেখ্‌তে পাই না, কেহ হয়ত নিমন্ত্রণে গিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়ে এসেছে, বা খাবার পর বাজে রকমের খাবার খেয়েছে, বিকালে খিদে হয় নি, তাই উপোস করে থাকে। এখানে আমরা কি দেখ্‌তে পাই, তিন চার ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলীর যে কাজটা শেষ হয়ে যেতে পার্‌ত, সে কাজটা শেষ হতে দশ বার ঘণ্টার দরকার হচ্ছে। কিন্তু আরও একটী কথা আছে, উননে আমরা যত সহজে আগুন রাখ্‌তে পারি, পাকস্থলীর আগুন তত সহজে ইচ্ছামত রাখা যায় না। পাক-স্থলীর কার্য্য প্রণালীর কথা তোমাদের কাছে অতি সংক্ষেপে বলেছি, তাই তোমাদের বুঝতে একটু গোল হচ্ছে। সে বিষয়ে আমি আরও একটু পরিষ্কার করে বলছি শোন।

লীলা—হজম কর্‌তে কি খালি পাকস্থলীরই দরকার হয়ে থাকে? অন্য কোন যন্ত্রের দরকার হয় না কি?

মা—হয়ে থাকে বই কি, সে বিষয়েই বলছি মন দিয়ে শোন। পাকস্থলীটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা গঠিত একটী থলি। তোমরা জান, আমাদের বুকের এক দিকে ফুস্‌ফুস্ (Lungs), অন্য দিকে হৃদয় (Heart)। পাকস্থলী এ দুটার খুব কাছাকাছি। খাদ্য দ্রব্য হজম কর্‌তে ১ম দাঁত, ২য় জিহ্বা, ৩য় গলার নালী, ৪র্থ পাকস্থলী, ৫ম নাড়ীভূড়ি প্রভৃতি কতিপয় আভ্যন্তরিক যন্ত্র ও তিন রকমের তরল রস—১। লালা (Salivary fluid) ২। জীর্ণরস (Gastric juice) ৩। পিত্ত (Pancreatic fluid) দরকার হয়ে থাকে। হজমশক্তি সতেজ রাখতে হলে যাতে এ যন্ত্র গুলো স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দাঁতের দ্বারা আমরা শক্ত(solid)খাদ্য দ্রব্য গুলো চিবিয়ে গুঁড়া কর্‌তে পারি, যে দ্রব্য যত বেশী চিবিয়ে গুঁড়া কর্‌তে পারি, সে দ্রব্য তত সহজে হজম হয়ে থাকে। তাই ডাক্তারেরা বলে থাকেন, খাবার সময় খুব আস্তে আস্তে বেশ ভাল করে চিবিয়ে খাবে। অনেক সময় যখন তাড়াতাড়িতে আমরা আস্ত আস্ত জিনিষ গুলো না চিবিয়ে গিলে ফেলি, তখন দেখ্‌তে পাই ভাল হজম হয় না, পেট ফেঁপে উঠে। তাই যত দিন ছেলেরা ভাল করে চিবিয়ে খেতে না শিখ্‌বে, ততদিন তাদের শক্ত কোন খাদ্য দ্রব্য খেতে দেওয়া উচিত নয়। নিয়ম মত পরিষ্কার না করলে, অথবা কোন জিনিষ দাঁতের গোড়াতে লেগে থাকলে দাঁতের অনিষ্ট হয়ে থাকে, দাঁত

শীঘ্র হাল্‌কা হয়ে যায়, কোন কোন সময়ে পড়ে যায়। তাই ছেলেরা যাহাতে নিয়ম মত দাঁত পরিষ্কার করে এবং খাওয়ার পর বেশ ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলে, সে অভ্যাস মা ছেলেকে দিয়ে করাবেন। দাঁতে খাদ্য দ্রব্য গুঁড়া করে দিলে পর, জিহ্বা মুখের লালার সঙ্গে গুঁড়া গুলো মিশিয়ে ফেলে, তখন গলার নালির ভিতর দিয়া ঐ গুঁড়া গুলো পাকস্থলীতে যায়। পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পড়লে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, এবং পাকস্থলীতে রক্ত সঞ্চালিত হতে থাকে। তখন পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলী হইতে জীর্ণ-রস (gastric juice) এসে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশতে থাকে। বস্তুতঃ ইহাই পাকস্থলীতে আগুনের কাজ করে। ইহার জন্যই পাক-স্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পঁচিতে পারে না। এই তরল রস একটু একটু করে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলীতে জমতে থাকে, যখন তখন পাকস্থলীতে থাকে না। সুস্থ শরীরে দিন প্রায় ২৪০ আউন্স রস পাকস্থলীতে জমে থাকে। তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে (Regular intervals) খাইলে পর, জীর্ণ-রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমতে পারে এবং উচিত সময়ে খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ কর্‌তে পারে। ইহার আবার এম্‌নি তেজ, যদি উচিত সময়ে পাকস্থলীতে ইহা কোন দ্রব্য না পায়, তবে পাকস্থলীর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহা কাজ করতে থাকে, তখন আমরা এক রকম যন্ত্রণা অনুভব করি। অতি খিদের সময় আমরা সাধারণতঃ কষ্ট অনুভব করে থাকি। সময় সময় দেখা যায়, অনেক দিন খিদে সহ্য করে থাকলে পাকস্থলীর আঁতের উপর ঘা হয়ে যায়। এখন বোধ হয় তোমরা বেশ বুঝতে পারলে

বারে বারে খেলে পর বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ছেলেদের বেশ একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মে খেতে দেবে, কিন্তু দেখবে, বাঁধাবাধি একটা নিয়ম করতে গিয়ে তাদের যেন বেশী ক্ষণ খিদে সহ্য করে না থাকতে হয়।

লীলা—হাঁ মা, এখন বুঝেছি,বারে বারে খেলে পর স্বাস্থ্যের কি অনিষ্ট হতে পারে। আচ্ছা এক সঙ্গে বেশী খেলে পর বোধ হয় তেমন কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

মা—তা আছে বই কি। কোন কোন মা ছেলেদের ইচ্ছা করে বেশী খাওয়াইয়া থাকেন। কোন সময় হয়ত ছেলের খুব বেশী খিদে পেয়েছে, খিদেতে ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছে, মা খাওয়াতে গিয়ে বেশী করে খাইয়ে দিলেন। কোন সময় হয়ত ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবে, কান্নাকাটি করবে না মনে করে ইচ্ছা করে বেশী খাওয়ান হয়ে থাকে। বেশী পরিমাণ খাদ্য হজম করতে হলে বেশী পরিমাণ জীর্ণ-রসের দরকার, কিন্তু সে রস আসে কোথা হতে? কাজেই বেশী খেলে পর ছেলেদের যেটুকু হজম করবার শক্তি আছে, সেটুকু খাদ্য হজম হয়ে বাকীটা কোন কোন সময় আস্ত মলের সঙ্গে বিকৃত আকারে বের হয়ে আসে এবং উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মায়। তা ছাড়া আরও একটা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এই যে, পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য পড়লে পাকস্থলী মসুকের মত ফুলে উঠে। পাকস্থলী বেশী ফুলে উঠলে ফুসফুসে লাগে। ফুসফুসের উপর চাপ পড়লে নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমাদের ভারি কষ্ট হয়ে থাকে। খুব বেশী আহারের পর নিশ্বাস প্রশ্বাসে আমরা কষ্ট অনুভব করে থাকি। বিশেষতঃ বেশী আহা-

রের পর কোন কাজ কর্ম্ম করা যায় না। এ সব কারণে ছেলেদের বেশী না খাইয়ে বরং একটু কম খাওয়ানই ভাল। একটু কম খাইলে উপকারই হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কথায় বলে—

"উনা ভাতে দুনা বল
অতি ভাতে রসাতল"

সরোজ—মা, তুমি যে ভাবে পাকস্থলীর কার্য্য প্রণালী আমাদের বুঝিয়ে দিলে তাতে আমাদের বেশ উপকার হ'ল। আজ অনেক নূতন কথা শিখলুম, এখন বেশ বুঝতে পারলুম, খাওয়ার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা নিত্যিই পেটের ব্যারামে ভোগে। সত্যি মা তোমার পাকস্থলীর বিবরণটা এক দিকে যেমন শিক্ষাপ্রদ, অন্য দিকে তেমন আমোদ-জনক। যাঁরা এ বিষয় আলোচনা করবেন, তাঁরা কখনও ছেলে মেয়েকে অত্যাচার করতে দেবেন না, আমার বিশ্বাস। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই, ছেলেরা সর্ব্বদা খেতে চায়, যখন যেখানে যে খাদ্য দ্রব্য দেখে, সেটা খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, তাই অনেক সময়ে তাদের খেতে দিতে হয়। ফলতঃ যা তা খেয়ে তারা হজমও করে ফেলে। অনেকেই বলে, ছেলে পিলেদের হজম শক্তি খুব বেশী।

লীলা—তা যেন অনেকটা ঠিক বোধ হয়, দিদি।

মা—না তা'নয়, ওটাও আমাদের আর একটা ভুল ধারণা। ছেলেদের খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা নিতান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু তা বলে অত্যাচার করতে দেওয়া উচিত না। এই দেখ না, নূতন দাঁত বের হলে পর ছেলেরা কেমন যাকে তাকে, যেটা সেটা

কামড়াতে চায়, তাই বলে কি আমরা তাদের কামড়াতে দেই? নূতন দাঁতের ব্যবহার শিখবার জন্য যেটা সেটা কামড়াতে প্রকৃতি তাদের বলে দিচ্ছে, খাওয়া বিষয়েও সে রকম। সকল সময়ে যে খিদের জন্য খেতে চায় মনে করো না। ছেলে একটু বয়স্ক হলে পর, অনেক সময় লোভে পড়েও খেতে চায়। ছেলেদের হজম শক্তি বেশী, এ কথার কোন মানে আমি বুঝি না। ফলতঃ তাদের হজম শক্তি আমাদের শক্তি অপেক্ষা কম হওয়ারই কথা। তাদের কোন্ শক্তি আমাদের শক্তি অপেক্ষা বেশী বল দেখি। তাদের শরীরের বল, দৃষ্টিশক্তি, কি কাজ করবার শক্তি কোনটাই ত আমাদের চাইতে বেশী বলে মনে হয় না। তবে শুধু হজম শক্তিটা বেশী হওয়ার কোন কারণ আমি দেখতে পাই না। তবে এ কথা ঠিক, স্বাভাবিক অবস্থায় হজম শক্তি যেমন সতেজ থাকা উচিত, তাদের শক্তি তেমন সতেজ; তাই আমাদের উচিত তাদের নিয়মে রেখে তাদের হজমশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। অত্যাচারে যাতে এ শক্তি নষ্ট না হতে পারে, তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। কি বল সরোজ! ছেলেরা যা খায় তা হজম করে। আচ্ছা বল দেখি, মাসের মধ্যে আমাদের ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ কতবার করে হয়ে থাকে। আমরা মনে করি, বিছানায় ২।৪ দিন পড়ে না থাকলেই ছেলেরা বেশ সুস্থ আছে। তাতেই আমাদের অনেক সময় মনে হয় ছেলেরা যা খায় তা হজম করে থাকে। আমাদের ছেলেমেয়েদের চেহারাখানি একবার দেখলে কখনও মনে হয় না যে, তাদের হজম করবার শক্তি আছে। যারা যা তা খেয়ে হজম করতে পারে, তারা কেমন বলিষ্ঠ মোটা সোটা।

বল দেখি, পাড়ার ছেলেদের মধ্যে শতকরা কয়টা ছেলে হৃষ্ট পুষ্ট মোটা সোটা পাওয়া যায়। যদি তাই বা হবে, তবে আমাদের জাত ভীরু বলে দেশময় কলঙ্ক বের হত না।

লীলা—সে কি মা?

মা—কেন "বাঙ্গালীরা ভীরু" এ বদনাম কি শোননি?

লীলা—আচ্ছা হৃষ্টপুষ্টতার সঙ্গে ভীরুতার কি সম্পর্ক?

মা—ভীরুতাও দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের একটা লক্ষণ। যার গায়ে বল নেই, তার সাহস কোথায়? বীরের মত সে যা তা করতে পারে না, যে কোন অধিকতর বলবানের সঙ্গে বিরোধ হলেই সে সহসা হার মানে, হীনতা স্বীকার করে। বলবানের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মিছে কথা বলে ও নানা ছল চাতুরী করে থাকে। তুমি যদি দুটী ছেলে ঝগড়া করবার সময় মনোযোগ পূর্ব্বক তাকিয়ে দেখ, তুমি দেখতে পাবে, দুর্ব্বল ছেলে অতি সহজে সবলের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং তার ভয়ে ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

সরোজ। লীলা, বুঝলি এখন এক হজম শক্তির উপর ছেলেদের কত মঙ্গল নির্ভর করে? মা, স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে যে ছেলেদের খাওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ রাখতে হয়, বেশ বুঝলুম, ছেলেদের খাদ্যটা কি রকমের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দু চারটা কথা বল্লে বিশেষ ভাল হয়।

মা। খাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপেই দু চারটা কথা বলছি শোন। শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্যই খাওয়া। তাই খাদ্য মাত্রই পুষ্টিকর হওয়া উচিত। যে সব খাদ্য সহজে হজম হয়ে থাকে, সে সব লঘু-পাক খাদ্যই অধিক পরিমাণে ছেলেদের খেতে দেওয়া উচিত।

ডাল ভাতই আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য। পুরাণ চাল, ডালের মধ্যে মসুরি, কলাই, ছোলার ডালই অপেক্ষাকৃত অন্যান্য ডাল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর। সুজি, আঁটা, সটি ছোট ছেলেদের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্য। অন্ততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেদের দুধ সুজি খেতে দিলে মন্দ হয় না। দেড় বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেদের ভাত না দিলেই ভাল। শাক সবজী ছেলেদের পক্ষে সুখাদ্য নহে। সকল প্রকার সুপক্ক ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কাঁচা কিম্বা শুটো ফল ছেলেদের হাতে দেওয়া উচিত নহে, তাতে অজীর্ণ ও কৃমি হয়ে থাকে। বেশী টক কি বেশী মিষ্টি খাওয়া স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ভাল নয়। মিষ্টিতে সহজে কৃমি হয়। কৃমি ছেলেদের বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। মাছ মাংস, দু-ই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, তবে অধিক পরিমাণে মাংস ছেলেদের পক্ষে সুপথ্য নহে। দু এক টুকরা মাংস দিয়ে মাংসের ঝোলই অধিক পরিমাণে ছেলেদের খেতে দেওয়া উচিত। মাংস হজম করতে শক্তির দরকার। ডিম ছেলেদের পক্ষে উপকারী খাদ্য নয়। দুধ, ঘি, মাখন তিনটাই পুষ্টিকর, তবে অধিক পরিমাণে ঘি ছেলেদের খেতে দেওয়া উচিত নয়, ঘি খেয়ে যদি হজম না করতে পারে, অপকার হয়ে থাকে।

সরোজ। আচ্ছা মা, নিয়ম মত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলে কি ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হয়? অন্য কিছুর দরকার হয় না কি?

মা। দরকার হয়ে থাকে বই কি? পূর্ব্বেই ত বলেছি, আহার, শ্রম ও বিশ্রাম, তিনটাই শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ দরকারী। শুধু খাওয়াতে শরীর পুষ্ট হয় না। শরীরের সঞ্চা-

লন চাই। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম চাই। চালনা অভাবে শরীরের যন্ত্রাদি শিথিল হয়ে যায়? তাই আমাদের দেখতে হবে, ছেলেরা কি ভাবে পরিশ্রম করে, শুধু নিয়ম মত খাইয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

লীলা। সে কি মা, আমরা কি জোর করে তাদের দ্বারা পরিশ্রম করাতে পারি?

মা। আমাদের কিছু জোর করতে হয় না। ছেলেরা নিজেরাই বেশ পরিশ্রম করে থাকে। প্রকৃতিই তা তাদের দ্বারা করিয়ে নেয়। এই দেখ না, ছোট ছোট ছেলেরা হাত পা নেড়ে চেড়ে কেমন আপন মনে কাজ করতে থাকে। কোন রকমের একটা পরিশ্রম না করে মানুষ থাকতে পারে না। ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শ্রম করতে শেখে, সমস্ত শরীর চালনা করতে শেখে। বড় হয়ে লাফালাফি ছুটোছুটি করে থাকে।

সরোজ। তা ত তারা নিজেরাই করে থাকে, আমাদের আর সে দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার কি মা?

মা। দরকার একটু আছে। ছেলেরা পরিশ্রম করতে গিয়ে অনেক সময় বড় অত্যাচার করে ফেলে। যখন ছেলেরা খুব ছোট থাকে—২।৪ মাসের থাকে, আমরা দেখতে পাই, বিছানায় শুইয়া শিশু একবার হাত নাড়ে, একবার পা নাড়ে, একবার এ দিক দেখে, একবার ওদিক দেখে, একবার এ পিঠ হয়, একবার ও পিঠ হয়, এ ভাবে প্রায় সমস্ত শরীরটা আবশ্যক মত বেশ নাড়া চাড়া করিয়া লয়। কিন্তু ছেলেরা যখন ক্রমেই বড় হতে থাকে এবং ইচ্ছা মত কাজ কর্ম্ম করতে শেখে, তখন তারা কোন না কোন একটা বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে—কোন

মেয়ে হয়ত ধূলা খেলা নিয়ে আছে, কোন ছেলে হয়ত একটা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, কেহ বা একটা প্রজাপতির দিকে ছুটে যাচ্ছে, কেহ হয়ত আহার নিদ্রা ভুলে, খেলাতে মত্ত হয়ে আছে। যখন ছেলেদের এ অবস্থা, তখন আমাদের দৃষ্টি তাদের উপর থাকা চাই। তাদের এমন ভাবে একটা কিছু দিতে হবে, যাতে তাদের বেশ আমোদ হয়, অথচ সমস্ত শরীর চালিত হয়। আমাদের দেখা উচিত, যেন তাহারা অতিশয় ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, বা খুব পরিশ্রম করে মুহূর্ত্ত পরে এমন কোন কাজ না করে, যাতে শরীরের অনিষ্ট হতে পারে, অথবা খেলতে যেয়ে যেন তারা কোন কদর্য্য, নোওরামি অভ্যাসে অভ্যস্ত না হয়, অথবা কুসঙ্গীর সঙ্গে জুটে কোন কুকাজে যেন হাত না দেয়।

সরোজ। মা এখানেও ত দেখতে পাচ্ছি, মা বাপের অধিক-তর সাবধানতার আবশ্যক।

মা। সত্যি সরোজ, ছেলে মেয়েরা যখন একটু বড় হয়, হাটিতে শেখে, বাড়ীর বাহির হতে পারে, অপর ২।৪ জন ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারে, তখন মা বাপের দায়িত্ব গুরুতর হয়ে ওঠে। গোঁয়েন্দার মত তাঁদের বরাবর ছেলেদের পেছনে পেছনে থাকতে হয়। মা বাপের কর্ত্তব্য আপন মনে ছেলেদের খেলতে দেবে, কিন্তু যখন তারা অন্যায় কোন কাজে হাত দেয়, অমনি পেছন হতে তাদের টেনে নেবে। খাওয়ার একটু অত্যা-চার হলে না হয় তারা দু চার দিন কষ্ট পাবে, কিন্তু খেলতে যেয়ে যদি হাত পা ভেঙ্গে ফেলে, অথবা কোন নোওরামি অভ্যাস শেখে, অথবা কুসঙ্গীর সঙ্গে একত্র হয়ে, কুকাজ করতে শেখে,

তবে সহজে তার প্রতিকার করা যায় না। তাই আমাদের কর্ত্তব্য, যখন ছেলে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে চলে, তখন তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

লীলা। হাঁ মা, ছেলেরা আপন মনে খেলবে, তাতেও আবার মা বাপের এত সাবধানতা! এত চিন্তা! মা বাপের যে কিছুতেই সোয়াস্তি নাই দেখতে পাচ্ছি। ছেলে একটা হলে পর সে কি ভাবে থাকে, কোথায় যায়, কি ভাবে খেলে, কি খায়, কি পরে, অহর্নিশি মা বাপের এই চিন্তা! মা বাপের যেন আর সংসারে কোন কাজ নেই।

মা। লীলা, মা বাপের দায়িত্বটা এখন বোঝ। সংসারের ছেলে মানুষ করা কত কষ্ট সাধ্য, মা বাপের কত শ্রম, কত চিন্তার দরকার ভেবে দেখ। আমাদের দেশে মা বাপের এত সব ভাবনা নেই বলেই ত অধিকাংশ ছেলে গোল্লায় যায়, নিজেরও পরিবারের সর্ব্বনাশ করে। তাইত তোমাদের পূর্ব্বেই বলে রেখেছি, মা বাপের অসাবধানতার দরুণ প্রায় ছেলে নষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু সুখের বিষয়, এখন এ সব বিষয়ে অনেকেরই চোখ ফুটেছে, দেশে সন্তান পালন বিষয়ে পিতা মাতার দায়িত্ব-জ্ঞান ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। আগে আমরা যে ভাবে ছেলে-দের ফেলে রাখতুম, এখন আর সে ভাবে ছেলেদের রাখিনা, এ বিষয়ে আমরা ক্রমেই অনেকটা উন্নত হচ্ছি। দেশের লোকেরা যতই শিক্ষিত হবে, তাঁহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান ততই বেড়ে যাবে, ছেলেদের মানুষ করবার জন্য দিন দিন তাঁহারা অধিক ভাব্‌বেন, অধিক চেষ্টা কর্‌বেন।

সরোজ। আচ্ছা মা, ছেলেরা যখন খেলতে থাকে, আমরা

কি ভাবে সাবধান হলে পর তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে না ?

মা। সরোজ, ছেলেরা যখন পরিশ্রম করতে থাকে, অলক্ষিতে তাদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র দুটা নষ্ট হতে পারে, তার কথঞ্চিৎ আভাস আমি পূর্ব্বে তোমাদের দিয়েছি, এখন সে কথাই আরও একটু বিস্তৃত করে বলছি, শোন। আমরা পরিশ্রমটাকে দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি।

১। কাজ (কাজের জন্য পরিশ্রম)

২। খেলা (খেলার জন্য পরিশ্রম)

কাজ ও খেলায় পার্থক্য কি, বোধ হয় তোমাদের কা'কেও বলে দিতে হবে না। আমরা ছেলেদের বেশী কাজ করতে দেই না। লেখা পড়ার কাজ আর ঘরের সামান্য সামান্য দু একটা কাজ তারা করে থাকে। তাদের অধিকাংশ সময় খেলাতে কেটে যায়। বস্তুতঃ ছেলেদের উপর ছেলে বয়স হতে বেশী রকমের কাজের চাপ দিলে তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাঘাত হয়ে থাকে। বাড়ীর সামান্য সামান্য কাজও যখন ছেলেরা করে, তখনও আমরা আদর করেই, লক্ষ্মী সোনা ইত্যাদি ডেকেই তাদের দ্বারা সে সব কাজ করিয়ে নেই। তারা যখন লেখা পড়া করে, আমাদের দেখা উচিত, লেখাপড়া করিবার সময় যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনার দরকার হয়, সে সব যেন উচিত মত চালিত হয়। পাকস্থলী যেমন খাদ্য চায়, মস্তিষ্ক তেমন চিন্তা করবার, ধারণা করবার জিনিষ চায় ; যদি মস্তিষ্ক সে সব উপকরণ না পায়, তবে মস্তিষ্কের শক্তি ক্রমেই নষ্ট হয়ে যায়। যে ছেলে কোন দিন কোন কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করে নাই, সে

ছেলের মুখস্থ করবার শক্তি থাকবে না, যে ছেলে কোন দিন চিন্তা করতে শেখে নাই, সে ছেলে কোন দিন যদি কোন বিষয়ে চিন্তা করতে বসে, তার ভারি কষ্ট হয়, তার মনই সেদিকে যায় না। তাই এ সব শক্তি যাতে তাদের মধ্যে ফুটতে পারে, সে দিকে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা উচিত। লেখা পড়ার কাজে আমাদের চক্ষু, মস্তিষ্ক, শ্বাসনালী ও ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্রাদির দরকার হয়ে থাকে। এ সব যন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা করা আমাদের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ছেলেরা যখন নিজে বা ২।৪ জন মিলে খেলে বা পড়ে, তখন তাদের এক একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। এ অভ্যাস ভাল হলে পর জীবনের উন্নতির সাহায্য করে, খারাপ হলে কিন্তু জীবনের উন্নতির পথে বাধা দেয়। তাই প্রত্যক মা বাপের দেখা উচিত, ছোট কাল হতেই যেন ছেলেদের মধ্যে ভাল ভাল অভ্যাস জন্মে যায়। ছেলেদের ছেলে বেলার অভ্যাস গুলো দেখে ভবিষ্যতে তারা কি রকম প্রকৃতির লোক হবে, সহজে বলা যেতে পারে।

লীলা। আচ্ছা মা, আমরা কি করে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাল অভ্যাস জন্মাতে পারি? অভ্যাস গুলোও আপনা আপনি হয়ে থাকে, কেউ কি আর ইচ্ছে করে কোন একটা করতে পারে?

মা। এক রকমের কাজ বার বার করলে পর সে কাজটা করবার জন্য যে ক্ষিপ্রকারিতা জন্মে—অর্থাৎ সহজে সে কাজটা করবার যে একটা শক্তি হয়ে উঠে, সেটাকেই অভ্যাস বলে। দেখ লীলা, নদীতে যখন নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে,

মাঝি হাল ধরিয়া নৌকা কোন্ দিকে যাবে, সে দিক্‌টা ঠিক করিয়া দেয় এবং নৌকা সে দিকেই ভাসিয়া যায়। স্রোতেই নৌকাকে নিয়ে যায়, তেমন ছেলে মেয়েরা স্বভাবতঃই কোন না কোন একটা কাজে লিপ্ত থাকে, সারাদিন কিছু না কিছু, ভাল হ'ক্, আর মন্দ হ'ক্, করতে থাকে। যদি প্রত্যেক পিতামাতা মাঝিদের মত ছেলেদের ভাল কাজের দিকে ফিরিয়ে রাখেন, সহজেই তাদের মধ্যে ভাল অভ্যাস জন্মে যেতে পারে। আমাদের আর কিছু করতে হয় না, শুধু মাঝিদের মত হালটা ধরে বসলেই হয়, একটু সাবধান, একটু সচেষ্ট হলেই ছেলেরা কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে পারে না। অভ্যাস জন্মাবার জন্য আমাদের কোন চেষ্টার দরকার হয় না। ভাল হো'ক, মন্দ হো'ক, অভ্যাস মানুষের মধ্যে হয়েই থাকে, তবে সে অভ্যাস গুলো ভাল করা কি মন্দ করা মা বাপের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, জানিও। ছেলে মেয়েরা প্রথম প্রথম কি ভাবে কাজ করতে থাকে, প্রত্যেক মা বাপের সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন কোন ছেলে পড়্‌বার সময় বুকে বালিশ চাপা দেয়, অথবা টেবিলের উপর বুক রেখে পড়ে। কেউ বা চোখের অতি কাছে আলো রেখে পড়ে। ছেলেরা প্রথমেই যখন অভ্যাস করতে থাকে, মা বাপ যদি প্রথম অবস্থায় তাহা বারণ করেন, তবে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জনক কোন অভ্যাস তাদের মধ্যে জন্মিতে পারে না। তোমরা জান, বুকের মধ্যে বায়ু ও রক্তাধার অর্থাৎ ফুসফুস (Lungs) ও হৃদয় (Heart) আছে, বুকের উপর বেশী রকমের চাপ দিলে বায়ু ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ভাল হতে পারে না, তাহাতে নানা

রকমের ব্যারাম হতে পারে। পড়বার সময় যাতে ছেলেরা বেশ সোজা হয়ে বসে পড়ে, যাতে বক্ষস্থল বেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত না হয়, অর্থাৎ যাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির কাজের ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তোমাদের আগেই বলেছি, বিশ্রামের দ্বারা আমাদের শরীরে যন্ত্রাদি সতেজ হয়, বিশ্রামের পর বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ কর্ম্ম করা যায়। ছেলেদের খুব ভোর বেলা উঠাবার অভ্যাস করা ভাল। ভোরের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, ভোরের দৃশ্যও বেশ মনোরম, সে দৃশ্যে ছেলেদের কোমল প্রাণে অনেক নূতন ভাব আনিতে পারে। ভোর বেলা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ ও চিন্তা করবার উত্তম সময়। ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, ছেলেদের নিয়া বাহিরের বাতাসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাঁটলে বেশ উপকার হয়। ছেলেদের কখনও অতি উজ্জ্বল কিম্বা অতি মৃদু আলোকে কাজ কর্ম্ম করিতে দিও না। তাহাতে চোখের অনিষ্ট হয়, দৃষ্টি শক্তি কমে যেতে পারে। চোখ বড় মূল্যবান জিনিষ, চোখের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হতে দিও না। কাজ কর্ম্মের পর রোজ ঠাণ্ডা জলে চোখ ২।৩ বার ধুয়ে ফেলতে ছেলেদের অভ্যাস করাবে। আমাদের দেশে অনেক মেয়ে ৫।৬ বৎসর বয়স হতে গৃহ কাজে মার খুব সাহায্য করে থাকে। বস্তুতঃ ছেলেদের শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য মা বাপের যত ব্যস্ততা দেখা যায়, মেয়েদের জন্য তেমনটা দেখা যায় না। আমাদের দেশে, প্রকৃত কথা বলতে গেলে, মেয়েরা বড়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে।

লীলা।—সত্যি কথা মা।

মা।—কিন্তু মেয়েদের উন্নতির উপর ছেলে মেয়ের উন্নতি নির্ভর করে, মেয়েদের স্বাস্থ্যের উপর ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মেয়েদের প্রতি এইরূপ অসাধারণ উপেক্ষা যে নিতান্ত গর্হিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সরোজ।—মা, এ বিষয়ে দিন দিন উন্নতি হচ্ছে বোধ হয়। আগে যে ভাবে মেয়েদের তুচ্ছ করা হ'ত,এখন আর তেমন হয় না। এখন দেশের লোকেরা অনেকটা যেন বুঝতে পেরেছে যে,পারিবারিক উন্নতি কি জাতীয় উন্নতি, কোনটাই কেবল পুরুষের দ্বারা হয় না। তাই এখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য, মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মা।—সরোজ, ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলতে হয়।

সরোজ।—আচ্ছা মা, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। কাজ কর্ম্ম করবার সময় ছেলেরা ঘরে থাকে, প্রায়ই আমাদের কাছে বসে কাজ কর্ম্ম করে,আমরা না হয় তাদের দেখ্‌তে পারি, তাদের মধ্যে কোন কু-অভ্যাস যেন না জন্মিতে পারে, তার চেষ্টা করতে পারি। খেলার সময় ত আর তারা কাছে থাকে না, কোথায় ছুটাছুটি করে, তার কি ঠিক থাকে। তখন ত নানা কু-অভ্যাস তাদের মধ্যে ঢুকতে পারে। তখন আমাদের কি রকম সাবধান হওয়া সম্ভব? আমরা ত আর তাদের সঙ্গে খেল্‌তে যেতে পারি না।

মা।—ছেলেদের কাজকর্ম্মে আমাদের কি রকম সাবধানতার দরকার হতে পারে,সে বিষয়ে আমি সংক্ষেপে তোমাদের বলেছি, এখন খেলা সম্পর্কে দুএক কথা বলছি শোন। আমা-

দের দেশে খেলাটাকে নিতান্তই ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। ছেলেদের খেলার সঙ্গে পিতা মাতার কোন রকম সম্পর্ক থাকে না। বস্তুতঃ খেলার সময় যদি কোন দিন ছেলের পিতামাতা বা অন্য কোন বয়স্ক আত্মীয় স্বজনকে যোগ দিতে দেখা যায়, তবে নানা রকমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে। আমরা মনে করি, খেলাটা ছেলেদের একচেটিয়া জিনিষ, আর কাজকর্ম্ম করা বয়স্ক লোক মাত্রেরই একচেটিয়া জিনিষ। ছেলেদের খেলাতে যোগ দেওয়া অনেক পিতামাতা নিতান্ত লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু সে ধারণা যে আমাদের নিতান্ত ভুল ধারণা, তাহা বোধ হয় এখন তোমাদের আর বিশেষ করে বলে দিতে হবে না। আমি পূর্ব্বে বলেছি, শিশু জীবনের অধিকাংশ সময় খেলাতে ব্যয়িত হয়ে থাকে, খেলা শিশুদের জীবন গঠনের প্রধান সহায়। খেলার ভিতর দিয়া ছেলেদের শরীর সবল হয়, মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে, ন্যায় অন্যায়ে জ্ঞান জন্মে, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সত্য মিথ্যা ও পরিষ্কার • পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটা আকর্ষণ কি ঘৃণা জন্মে। খেলার দ্বারা যেমন এক দিকে শিশুদেহ পুষ্ট হয়, অপর দিকে ইহার দ্বারা শিশুদের চরিত্র গঠিত ও মার্জ্জিত করা যাইতে পারে।

লীলা।—মা, তবে কি তুমি মা বাপকে ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে বলছ?

মা।—বলি বই কি। ছেলেমেয়েকে ভাল কর্‌তে হলে মা বাপকেও তাদের সঙ্গে খেলতে হয়, সকল সময় তাদের সঙ্গে থাক্‌তে হয়। ছেলেদের সঙ্গে বেশী রকমের মেশামিশি আমাদের দেশের লোকেরা বড় পছন্দ করেন না, আমাদের অনেকেরই

ধারণা, ছেলেদের সঙ্গে মেশামিশি করিলে পর ছেলেরা মানে গণে না।

লীলা।—সে কি মিছে কথা, মা? অনেক ছেলেইত বাড়ীর বয়স্ক লোকদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে চায়, কাহাকেও মানে গণে না, কাহারও কথাবার্ত্তা শুনে না।

মা।—আমার মনে হয়, এর জন্য বাড়ীর লোকেরাই দায়ী। উচিত শিক্ষা ও শাসন পায় না বলেই ছেলেদের এ রকম স্বভাব দাঁড়িয়ে যায়। খেলার সময় কি ভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি পরে বলব, এখন স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খেলা কি রকম উপকারী এবং তাহাতে আমরা কি রকম সাবধান থাক্‌তে পারি, সে বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলছি, শোন। আমাদের দেশে ছেলেখেলার প্রতি যে রকম উপেক্ষার ভাব দেখান হয়ে থাকে, অন্যান্য শিক্ষিত সমাজে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সে রকম কোন ভাবের চিহ্ণ পর্য্যন্ত নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে পরিবারের সকল যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলে থাকে। ইংলণ্ডে সন্ধ্যার কতক সময় শুধু বালক বালিকাদের জন্য রাখা হয়ে থাকে, ঐ সময়কে চিলড্রেনস্ আওয়ার (children's hour) বলা হয়। সারা দিনের কাজ কর্ম্মের পর ঐ সময়ে পিতা মাতা একত্র হয়ে ছেলেদের সঙ্গে নানা রূপ আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন।

খেলার উদ্দেশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনা করা। খেলার সময় যাহাতে এই দুইটা উদ্দেশ্য রক্ষিত হতে পারে, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন্ ছেলের জন্য কি রকম খেলার বন্দোবস্ত করা যাইতে

পারে, তাহা পিতা মাতারাই ঠিক করিবেন। ছেলেদের বেশী-ক্ষণ রৌদ্রে কিম্বা ঠাণ্ডায় থাক্‌তে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। কোন কোন ছেলে খেলা নিয়ে প্রায় সারাদিন রৌদ্রে থাকে, কেহ্‌বা জলে কাদায় থাকে, তাহাতে তাদের স্বাস্থ্যের বড় অনিষ্ট হয়ে থাকে। যে সব খেলাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে চালিত হইতে পারে,এমন সব খেলার বন্দোবস্ত করা উচিত। দুতিন বৎসর বয়সের ছেলেদের ছোট ছোট বল দিলে তারা তা দিয়ে বেশ ছুটোছুটি করে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের ছেলেদের জন্য ফুটবল, ডুডু প্রভৃতি খেলা মন্দ নহে। কোন কোন স্কুলে এখন ড্রিল, ও ডন শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই দুইটাতেও বেশ উপকার হয়ে থাকে। বৈকাল বেলাই খেলার উত্তম সময়। বৈকালে ঘণ্টাখানেক কাল নিয়মমত ডন করিলে সর্ব্বাঙ্গ চালিত হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে মাটির উপর নানা রকমে ছেলেরা ডন অভ্যাস করিত,এখন ডনের জন্য নানা সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি Dumb-bell ডামবেল ভাজার দিকে সকলের বেশ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেনডো সাহেবের প্রদর্শিত উপায়ে যথা নিয়মে-ডামবেল ভাজিলে শরীর সুন্দররূপে চালিত হয়ে থাকে। তবে ডন, ড্রিল, ও ডামবেল,এই সব খেলাতে একটা অসুবিধা আছে। এ সব ব্যায়াম অনেক সময়ে ছেলেদের একাই করতে হয়। তাহাতে তাহাদের আমোদ থাকে না, অনেক দিন পর্য্যন্ত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। পিতা মাতা যদি ছেলে-দের জন্য এ সব খেলার বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন,তবে এ সব খেলাতে ছেলেরা বেশী আমোদ পায় না, কিছু দিন খেলিয়া ছাড়িয়া দেয়। তবে যদি পিতা কি বাড়ীর অন্য বয়স্ক

কোন আত্মীয় যুবক ছেলেদের সঙ্গে এ সব খেলায় যোগ দিতে পারেন, তবে ছেলেরা বেশ আমোদের সহিত নিয়ম মত এ সব ব্যায়াম কর্‌তে পারে।

সরোজ।—মা, তুমি কি বল, ছেলের পাশাপাশি বাপও ডাম্‌বেল ভাজবে? ছেলের সঙ্গে মিশিয়া ডন কর্‌বে? এ রকম একটা দৃশ্যের কথা মনে হলে যে হাসি পায়।

মা।—সরোজ, যখন তোমরা ঘরে ঘরে এ রকম দৃশ্য দেখবে, তখন মনে করবে, দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নির্দোষ আমোদ প্রমোদে যদি ছেলেদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে পিতা মাতারা যোগ দিতে পারেন, তবে জানিও, ছেলেদের অশেষ মঙ্গল হয়। তিন চারি বৎসর বয়স্ক ছেলেদের জন্য কোন কোন পরিবারে ম্যাজিক লেণ্টারন, ম্যাগনেট, রিয়েলিটিস্‌কোপ, কারপেণ্টার বকস্‌ ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাপ্রদ খেলনা কিনে দেওয়া যেতে পারে। তাহাতে এক দিকে অল্প বয়স্ক ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেদের যেমন আমোদ হয়, অন্য দিকে তেমন শিক্ষাও হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে ফুটবল, বেটবেল ইত্যাদি ব্যায়াম উপকারী নহে। কেননা, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখনও নিতান্ত কোমল অবস্থায় থাকে, ঐ সব খেলাতে শরীরের অত্যধিক চালনা হয়ে থাকে, তাহাতে সময়ে সময়ে কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনিষ্টকর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে। কোন কোন পরিবারে অবসর সময়ে ছেলে মেয়েরা মিলিয়া অভিনয় করিয়া পিতা মাতা ও আত্মীয় জনকে দেখাতে পারে, কোথাও বা তাহারা আপন বন্ধু ও সমপাঠিদের সখের নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারে, কোথাও বা ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গান ও কবিতা শেখান যেতে

পারে। কোথাও বা মা বাপ তাদের সঙ্গে লইয়া ফুলবাগানের ছোট ছোট ফুল গাছের যত্ন করিতে উৎসাহ দিতে পারেন, কোথাও বা কোন কোন ছেলে মেয়েকে ভোরের বেলা ফুল কুড়াতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। উপরোক্ত সব গুলিতে ছেলেরা বেশ আমোদ ও উৎসাহ পাইয়া থাকে। ঐ সকল নির্দ্দোষ আমোদে তাহাদের কোমল বৃত্তি সমূহের বিকাশ হয়, শরীরও ধীরে ধীরে চালিত হয়। দেশে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ সব বিষয়ে পিতা মাতা যত বেশী দৃষ্টি রাখিবেন, ততই ছেলেদের মঙ্গল হইবে। ছেলেরা যখন খেলিতে যায়, পিতা মাতার যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, সে কয়েকটী বিষয় আমি তোমাদের কাছে বলছি—

(১) ছেলেরা যেন অতিরিক্ত শ্রম না করে।

(২) অধিকক্ষণ রৌদ্রে কি জলে না থাকে।

(৩) খেলার নাম দিয়া গায়ে যেন ধূলা বালি মাখিতে অভ্যাস না করে।

(৪) যেন কোন ঝগড়া বিবাদ না করে।

(৫) স্বার্থপরতা কি সঙ্কীর্ণতার ভাব যেন তাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খেলা বিশেষ উপকারী হইলেও, একেবারে আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া থাকিলে, তাহাতে উপকার না হয়ে বরং অপকার হতে দেখা যায়। প্রত্যেকটার একটা সীমা আছে, জানিও। সীমা অতিক্রম করিলেই ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আমোদ প্রমোদের অভাব যেমন

শিশু-জীবনের অনিষ্টকর, আবার বাহুল্যও তেমন অনিষ্টকর। তাই খেলিবার সময়ও ছেলেদের নিয়মের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

লীলা। তা কি করে করা যায় মা ?

মা। কেন লীলা, অতি সহজে ও সামান্য চেষ্টাতেই পিতা মাতা ছেলেদের নিয়মের মধ্যে রাখতে পারেন। খাওয়ার জন্য পিতা মাতা যেমন একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, ছেলেদের জন্যও ঠিক সেই রকম একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে আর যখন তখন খেলতে পারে না। সব কাজের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করা থাকিলে, কোন একটা কাজে বেশীক্ষণ মত্ত হইয়া থাকার সুবিধা হইয়া উঠে না। আমি আশা করি, তোমার এখন বেশ বুঝেছ, আমরা কি ভাবে ছেলেদের উশৃঙ্খলতার হাত হতে রক্ষা করতে পারি। ছেলেদের কাজও খেলা সম্পর্কে আমি তোমাদের বলেছি, এখন বিশ্রাম সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলছি, শোন।

লীলা। হাঁ মা, এখন বেশ বুঝেছি। আচ্ছা মা, ছেলেরা যখন বিশ্রাম করে, তখনও কি মা বাপের শান্তি নাই ? তখনও কি তাঁদের সাবধান হয়ে থাকতে হয় ?

মা। হয় বই কি। সন্তান পালনে পিতা মাতার পরিশ্রমের কথা, সাবধানতার কথা শুনে অত অস্থির হলে চল্‌বে কেন। তুমি কি আশা কর, পিতা মাতা বেশ হাত পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর ছেলেগুলো এক একজন পূজনীয় ব্যক্তি হয়ে দেশের গৌরবস্থল হউক। তাও কি হয়! ভাল ফসল চাইলে কৃষকদের যেমন রাত দিন খাটতে হয়, তেমনি একটী,

ছেলে মানুষ করতে হলে মা বাপের বহু যত্ন ও চেষ্টার দরকার।

সরোজ। লীলা, তুই কি এ সব সামান্য কথাও বুঝিস না? বিনা চেষ্টায়, বিনা শ্রমে কি কোন দিন কোন ভাল কাজ হতে পারে? বিশ্রাম সম্পর্কে মা কি বলে, শোন।

মা। দেখ সরোজ, কাজ কর্ম্মের সময় ছেলেরা কোন না কোন একজনের শাসনে থাকে, কাজে কর্ম্মে মন লাগা থাকে, বিশ্রামের সময় কিন্তু ছেলেরা স্বাধীন থাকে, কোন একটা বিশেষ কাজে তাদের মন লাগাতে হয় না, কাহারও শাসনে থাকতে হয় না, এ সময় যে কোন রকমের অত্যাচার করার বিলক্ষণ সুবিধা থাকে। বস্তুতঃ অনেক ধনী পরিবারের ছেলেদের এ সময়ে কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ছুটীর সময় ছেলেরা যখন বাড়ী আসে, দিনের কাজ কর্ম্ম শেষ করে যখন আমোদ করতে থাকে, তখন পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাদের দিকে দৃষ্টি রাখা। এই সময় তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

লীলা। আচ্ছা মা, বিশ্রাম আবার কেন? পশু পক্ষীরা ত বিশ্রাম করে না।

মা। কে বলে, পশু পক্ষীরা বিশ্রাম করে না? তুমি কি জান না লীলা, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, আমাদের শরীর এমন ভাবে গঠিত যে, কিছুক্ষণ চালনা করিলে পর শ্রান্ত হইয়া পড়ে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করিলে পর আর শরীর কাজ করিতে চায় না। কাজ কর্ম্ম যদি একেবারে না কর, তোমার শরীর

যেমন শিথিল হইয়া পড়িবে, তেমন আবার যদি সীমালঙ্ঘন করিয়া কাজ করিতে থাক, তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, —তুমি রুগ্ন হইয়া পড়িবে। এই দেখ না আমরা চোখ দিয়া দেখ্‌তে পাই, যদি কিছুদিন কোন উপায়ে চোখের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেই, চোখকে দেখতে না দেই, তবে কিছুকাল পরে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, অন্যদিকে যদি আবার দিন রাত চোখ খাটাই, তবে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অনেক ছেলে দিন রাত পড়ে পড়ে চোখ নষ্ট করে ফেলে, শোন নাই কি? তাই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শ্রম যেমন আবশ্যক, বিশ্রামও তেমন আবশ্যক। বিশেষতঃ বিশ্রাম কাজের অনেক সাহায্য করে, একটু খানি বিশ্রামের পর আবার কাজ করিতে ইচ্ছা হয়, স্ফূর্ত্তি বাড়ে। রাত্রির বিশ্রামের পর আমরা ভোরে কেমন স্ফূর্ত্তির সহিত, উৎসাহের সহিত কাজ করিতে পারি।

সরোজ। আচ্ছা, বিশ্রামের সময় কি ছেলেদের কোন কাজ কর্ম্ম করতে দেওয়া উচিত নয় মা?

মা। আমি ঘুমের কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিও না, বিশ্রামের কালটা শুধু ঘুমায়ে কাটাতে ছেলেদের অভ্যাস করাবে। বস্তুতঃ অনেক ছেলে মেয়েকেই দিন রাত অবসর সময়টুকু ঘুমে কাটাতে দেখা যায়। ঘুম এক রকমের বিশ্রাম হলেও অধিকক্ষণ ঘুমালে স্বাস্থ্যের বড়ই অনিষ্ট হয়ে থাকে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। ডাক্তারদের মতে ৬।৭ ঘণ্টার বেশী ঘুমান স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। রাত্রি ১০টার সময় শুইয়া ভোর ৫ টার সময় উঠিলে যথেষ্ট

বিশ্রাম করা হইল। বস্তুতঃ ছেলেদের ভোরে জাগিবার অভ্যাস ছেলেবেলা হইতে করা উচিত। পিতা মাতা এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে সহজেই ছেলেদের মধ্যে এ অভ্যাস জন্মিতে পারে। কোন কোন সময়ে দেখা যায়, কোন কোন কারণে ছেলেরা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকেন, কোন কোন মাতা অধিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া থাকে, এই দুই প্রকারে শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়, ছেলে কি মেয়ে খুব কাঁদছে, মা কিছু-তেই শান্ত করতে পারছেন না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শিশুর মুখে কিছু দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এই রকম ভাবে অনিয়মে যখন তখন ছেলেকে ঘুমপাড়াইবার অভ্যাস করিলে ছেলের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়, এবং এই কু অভ্যাসের দরুণ সে ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ঘুমাইয়া কাটাইবার জন্য মানুষের জীবন নহে, জাগিয়া থাকিয়া কাজ করিবার জন্যই মানুষের জীবন,তাই স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত না করিয়া মানুষ যত কম ঘুমাইতে পারে, ততই মঙ্গল। বিশ্রামের সময় ছেলেদের কাজ করিতে দেবে না, ঘুম পাড়ায়ে রাখবে, এ কথা ঠিক নয়। অবসর সময়ও আমাদের এক রকমের বিশ্রামের সময়, অবসর সময়ে নানা নানা রকমের আমোদের বন্দোবস্ত করিতে পার। তবে যে ছেলে যে রকমের পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে আর সেই রকমের কাজ করিতে দিও না। একটী ছেলে হয়ত সারাদিন লেখা পড়া করে এসেছে, সন্ধ্যার সময় যদি তুমি তাকে আবার পড়তে বল, তার সেটা ভাল লাগবে না, তার

বিশ্রাম হবে না। তুমি যদি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে যাও, কি বাগানে কাজ কর, তবে তাতে তার বেশ আমোদ হবে, বিশ্রামও হবে। ছেলেদের অবসর সময় কি ভাবে ছেলেরা কাটাবে, তার বন্দোবস্ত তোমাকেই করিতে হইবে। অবসর সময় নূতন রকমের সামান্য সামান্য আমোদজনক কাজের জন্য ছেলেদের উৎসাহিত করিলে মন্দ হয় না। এক ঘেয়ে এক রকমের কাজ সারাদিন রাত করিলে পর মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, কাজে একটা আমোদ লাগে না, তাই মাঝে মাঝে অবসর সময় সামান্য সামান্য নূতন নূতন আমোদজনক কাজ করতে দিতে পার।

লীলা। আচ্ছা মা, অবসর সময় কি রকম আমোদজনক সামান্য সামান্য কাজের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে? দু একটা উদাহরণ দিয়ে বল না।

মা। তাহা অনেক সময় পিতা মাতার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন দিন অবসর সময়ে পিতা মাতা আপন সন্তানকে নিকটে আনিয়া তাদের সঙ্গে সদালাপ করিতে পারেন। উপদেশপূর্ণ সুন্দর গল্প বলিতে পারেন। সুন্দর সুন্দর গান শিখাতে পারেন। ছেলেদের দ্বারা ছোট ছোট অভিনয় করাতে পারেন। সময়ে সময়ে বাড়ীর ছোট ছোট ভাই বোন মিলে গান গাইতে পারে, পাড়ায় বেড়াতে যেতে পারে, ফুল কুড়ায়ে মালা গাথতে পারে, কোন কোন দিন বালিকারা নিজে রান্না করিয়া ছোট ছোট ভাই বোনদের পরিবেশন করতে পারে। কোথাও বা ছেলেদের ম্যাজিক লেণ্টারণ (ছায়াবাজী) দেখান যেতে পারে। কোন কোন

পরিবারে ছেলেদের নদীতে বেড়াতে নেওয়া যেতে পারে। বড় বড় সহরে যাঁরা থাকেন, যাঁরা ছেলেদিগকে পশুশালায়, (Goological garden), যাদুঘরে (museum) চিত্র গৃহে (Art gallery) বোটানিকেল গারডেন, ও ইডেন গারডেন প্রভৃতি বড় বড় বাগানে ও বড় বড মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। ইহাতে যেমন এক দিকে আমোদ হয়, অন্য দিকে তারা প্রকৃতি হইতে অনেক শিখতে পারে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহাদের মন খুলিয়া যায়, ছেলেবেলা কালে পিতা মাতার সঙ্গে বেড়াইয়া তাহাদের কোমল প্রাণে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কাজ করিয়া থাকে। সরোজ, বিশ্রামের সময় এই কয়েকটী বিষয়ের দিকে বরাবর মনোযোগ রাখিবে।

(১) কুসঙ্গীর সঙ্গে যেন না মিশে।

(২) ঝি চাকরের সঙ্গে একত্র হইয়া কুকথা যেন না শিখে।

(৩) কোন রকমের কুকাজ কি কু অভ্যাস করিবার যেন কোন রকমের সুবিধা না পায়।

সরোজ। আচ্ছা মা, আর কি কি বিষয়ে আমরা মনোযোগী হইলে পর ছেলেদের সুস্থ রাখা যেতে পারে।

মা। আহার, শ্রম ও বিশ্রামের কথা আমি বলেছি। জল বায়ু ও পোষাক পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যরক্ষার অন্য উপকরণ, এ সব বিষয়ে আমি ক্রমে বলছি শোন। শরীর রক্ষার পক্ষে জল একটা আবশ্যকীয় জিনিস। আমরা প্রকৃতি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জল পাইয়া থাকি। কিন্তু জলে নানা জিনিষ মিশিতে পারে, তাই সহজেই জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির জল ও

ঝরণার জল বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সে জল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। নদী, পুকুর ও পাতকুয়ার জলে নানা কদর্য্য জিনিষ মিশিয়া থাকে, তাই সে সব জল না পরিষ্কার করিয়া খেতে দেওয়া উচিত নয়। অপরিষ্কার জলে নানা রকমের কীট জন্মে থাকে, অপরিষ্কার জল খেয়ে নানা রকমের ব্যারাম হতে দেখা গিয়াছে। তাই খাবার আগে জলটা সিদ্ধ করে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল।

লীলা।—জল পরিষ্কার আবার কি করে করতে হয় মা?

মা।—কেন, অতি সহজে অল্প পয়সায় শুধু বালি ও কয়লার দ্বারা জল পরিষ্কার করা যেতে পারে। প্রত্যেক গৃহে অন্য কোন বন্দোবস্ত না করতে পারলেও এই বন্দোবস্ত সকলের করা উচিত। জল পরিষ্কার করিবার জন্য এখন বাজারে নানা রকমের ফিল্টারও বিক্রয় হয়। কিছু অর্থব্যয়ে একটা ফিলটার কিনে রাখ্‌লে সহজে পরিষ্কার জল খেতে পারা যায়। কিন্তু জল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দরকার হইলেও, অতি পরিশ্রমের পর ছেলেদের জল খেতে দিবে না, অতি বেশী জল খাওয়ার অভ্যাস উপকারী বলিয়া মনে হয় না। খাবার সময় কোন কোন ছেলে বারে বারে জল খায়, এ অভ্যাসও দূষণীয়। তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি, মুখের লালা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে যত বেশী মেশে, তত সহজে খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে থাকে, খাবার সময় বারে বারে জল খাইতে দিলে পর মুখের লালার সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য মিশিতে পারে না। খাওয়ার শেষে জল খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে পরিষ্কার শীতল জল

ঔষধের কাজ করে। এই সব সামান্য উপসর্গে ছেলেদের ভোরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দিলে অনেক সময়ে বেশ উপকার হয়ে থাকে।

লীলা।—এ সব ত জানা কথা, জলের দ্বারা স্বাস্থ্যের আর কি রকম উপকার হতে পারে, বল না।

সরোজ।—হাঁ লীলা, তুই অনেক কথাই জানিস, তাইত জিজ্ঞেস করেছিলি, জল কি করে পরিষ্কার করতে হয়।

মা।—জলে যে শুধু তৃষ্ণা নিবারণ করে, তা নয়। জলে আমাদের শরীর পরিষ্কার করে, আমাদের গায়ের ময়লা ধুয়ে ফেলে। শরীর ঠাণ্ডা রাখে। রোজ ঠাণ্ডা জলে ছেলেদের স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত। পরিষ্কার গামছা দিয়া বেশ রগ্‌ড়াইয়া স্নান করিলে পর আমাদের লোমকূপ সকল পরিষ্কার হইয়া যায়, শরীর বেশ ভাল থাকে, ঘা পাঁচড়া হইতে পারে না। অনেক মাতা ছেলেদের ইচ্ছা করিয়া নিয়ম মত স্নান করান না, পাছে ছেলের ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে, কিন্তু তাহা ভুল, স্নানের অভ্যাস না থাকিলে অতি সহজে ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগে, এবং সর্দ্দি কাশী হয়, বিশেষতঃ রোজ গা পরিষ্কার না করলে গায়ে ময়লা জমিয়া নানা রকমের চর্ম্মরোগ হয়ে থাকে। আমাদের এখানে দেখা যায়, ছেলে একটু বড় হলে পর, যখন তারা নিজে জলে নেমে স্নান করতে শেখে, পিতা মাতা তখন এ বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন না। ফলে কোন ছেলে তাড়াতাড়ি জলে এক ডুব দিয়া উঠে আসে, কেহবা অনেক ক্ষণ জলের মধ্যে ডুবে থাকে, ইহাতে স্নানের উদ্দেশ্য রক্ষা হয় না। স্নান করিবার সময় সমস্ত গা বেশ রগড়াইয়া, সমস্ত গা

পরিষ্কার করিয়া স্নান করিতেছে কিনা, সে বিষয়ে মাকে দেখতে হয়।

সরোজ।—মা, বায়ু সম্বন্ধে আমরা কি রকম সাবধান থাকতে পারি, এখন সে বিষয়ে দু একটী কথা বলনা।

মা।—সরোজ, জল যেমন আমাদের শরীরের বাহিরের ময়লা ধুয়ে নেয়, তেমনি বায়ু আমাদের শরীরের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া আনে। পরিষ্কার বাতাস স্বাস্থ্য রক্ষার অতি আবশ্যকীয় উপকরণ, আহার ছাড়া আমরা ২।৪ দিন বাঁচিয়া থাকতে পারি, কিন্তু বাতাস ছাড়া এক দিনও থাকতে পারি না। বোধ হয় জান, বাতাসে এক রকম জিনিষ আছে—অম্লজান বাষ্প, (oxygen gas) তাহা মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। এই বাষ্প আমরা বহির্জগত হইতে শ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করে থাকি। তাই ছেলেদের শোবার ঘর, খেলবার ঘর এমন ভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে। পঁচা দুর্গন্ধময় স্থানে ছেলেদের বেশীক্ষণ থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

লীলা।—বাতাস শরীরের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া কি রকমে আনে, বুঝতে পারলুম না।

মা।—কথাটা পরিষ্কার করে বলছি শোন। তোমরা সকলেই জান, রক্তই আমাদের শরীর রক্ষা করে, আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্তের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। আমাদের হৃদয় হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা যখন রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে থাকে, তখন রক্তের পুষ্টিকর অংশ নষ্ট হয়ে যায়, রক্ত দূষিত হয়। যদি সেই রক্ত পরিষ্কার করা

না হয়, তবে মাংস শীঘ্র রুগ্ন হয়ে পড়ে। বাতাস নিশ্বাসের দ্বারা অম্লজান বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে নিয়া যায় এবং প্রশ্বাসের দ্বারা রক্তের দূষিত অংশ শরীর হইতে বাহির করিয়া আনে। এ রকম ভাবে অহরহ বাতাস রক্ত পরিষ্কারের সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

সরোজ।—তা হলে নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা পরিত্যাগ করি, সে বাতাস আমাদের শরীরের অনিষ্টকর ?

লীলা।—আমরা যে তবে মাথা পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি, তাহাও অনিষ্টজনক ? তা হলে মা, ছেলেদের নাক মুখ ঢেকে ঘুমাতে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উচিত নয় ?

মা।—কখনি উচিত নয়, তাতে যে দূষিত বাতাস তারা এক বার প্রশ্বাসের দ্বারা বের করে,সেই বাতাসই তারা আবার নিঃশ্বাসে টেনে নেয়।

লীলা। বাতাস দূষিত হয় কিসে মা ?

মা।—বাড়ীর চারদিকে গাছ পালা ইত্যাদি পঁচিতে দিলে বাড়ীর বাতাস নষ্ট হয়ে যায়, আগুনেও বাতাস নষ্ট করে।

লীলা।—আচ্ছা মা, কেহ কেহ শোয়ার ঘরে সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখে, তাতেও কি অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

মা।—আছে বই কি। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যে বাষ্পের দরকার, সে বাষ্প না হলে আগুন জ্বলে না, কাজেই যে ঘরে আগুন জ্বলে, সে ঘরের সে বাষ্পটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, কাজেই বাতাসটা দূষিত হয়ে যায়।

সরোজ।—মা, বাস্তবিকই তোমার নিকট অনেক মূল্যবান কথা শিখলুম। তুমি না বললে বোধ হয় এ সব আবশ্যকীয়

কথা আর জানতে পারতুম না। আচ্ছা মা, পোষাকের জন্ত আবার কি রকম সাবধানতার আবশুক ?

লীলা।—লজ্জানিবারণের জন্তই ত পোষাক।

মা।—লীলা, তোমার ধারণা ভুল। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্ত পোষাক নহে। পোষাক স্বাস্থ্যরক্ষারও সাহায্য করে। শীতের দিনে পোষাক না হলে কি আমরা থাকিতে পারি ? পোষাক আমাদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে ও শরীর সুস্থ রাখে। পোষাক লজ্জা নিবারণের প্রধান উপায়, ও সভ্যতার চিহ্ন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ছোট ছেলে মেয়েদের পোষাকের প্রতি মা বাপের যে বড় দৃষ্টি আছে, বোধ হয় না। অনেক পিতা মাতা ছেলে বেলা হতে ছেলে-দের পোষাকের বন্দোবস্ত করা উচিত মনে করেন না, তাহাতে কিন্তু ছেলেমেয়েদের লজ্জাশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। ছেলেবেলা হতেই ছেলেদের কাপড় চোপড় পরান উচিত। কাপড় খুব আঁট করিয়া পরান উচিত নহে।

সরোজ।—আচ্ছা বল দেখি লীলা, মা এ কথা কেন বল্লেন, কেন ছেলেদের এঁটে কাপড় পরান ভাল নয় ?

লীলা।—কেন দিদি, আমি যেন আর বলতে পারব না, এঁটে কাপড় পরলে পর শরীরের ভিতরের যন্ত্র গুলো ভাল করে কাজ করতে পারে না, এ কথা ঠিক নয় কি মা ? দিদি মনে করেছ, আমাকে ঠকিয়ে যাবে।

মা।—হাঁ লীলা, সেই কারণেই ছেলেদের এঁটে কাপড় পরান উচিত নয়।

ছেলেদের কাপড়গুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

সরোজ।—সে কি মা, আমাদের দেশে যদি ছেলেদের পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরান হয়, তবে সকলে ঠাট্টা করে, বলে ছেলেকে বাবু সাজান হচ্ছে; বিলাসিতা শেখান হচ্ছে।

মা।—আমাদের দেশে ঠাট্টা করা কিছুই বিচিত্র নয়। পরিষ্কার ভাবে থাকা আর বাবুগিরি করা এক কথা নহে। পরিষ্কার কাপড় পরলেই যে বিলাসিতা শেখান হয়, আমি তাহা স্বীকার করি না। পরিষ্কার কাপড়টা পরলে মনে একটা স্ফূর্ত্তি হয়, বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে এবং ছেলেরা বরাবর পরিষ্কার থাকিতে ইচ্ছা করে। তাঁহাদের এ ইচ্ছা অত্যন্ত শুভকর। ময়লা কাপড়ের ময়লা অতি সহজে লোম কূপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নানা চর্ম্ম রোগ জন্মাইয়া থাকে। একারণে ছেলেদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। মা যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, রোজ যদি ছেলেদের কাপড় গুলো ধুয়ে রাখেন, তবে ছেলেদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা বড় ব্যয়সাধ্য বলিয়া আমি মনে করি না। সরোজ, জানিও, পিতা মাতার রুচির দ্বারা সন্তান চালিত হয়, যে পিতা মাতা ছেলেকে সতত পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করেন, সে ছেলে কখনও নোংরামি শিখতে পারে না, ধুলা কাদায় থাক্‌তে ঘৃণা করে। কাজেই তার অসুখও কম হয়ে থাকে। শুধু পোষাক পরিচ্ছদে নয়, খাবার সময়, পড়বার সময়, খেলবার সময় ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মা বাপের সতত দৃষ্টি রাখা উচিত। মা বাপের হাতেই ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস জন্মে। অনেক সময় ছেলে দেখে বলতে পারা যায়, মা বাপ কি প্রকৃতির লোক, মা বাপের রুচি কি রকমের। স্বাস্থ্যরক্ষা

বিষয়ে আর একটা কথা বলিয়া আমি আর আজ কিছু বলব না।

লীলা।—সে কি কথা মা ?

মা।—বলছি শোন। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আহার শ্রম বিশ্রাম জল বায়ু ইত্যাদি যেমন দরকার, মিতাচার ও সময়নিষ্ঠা (punctuality) তেমনি দরকার। মিতাচার সম্পর্কে আমি পূর্ব্বে তোমাদের বলিয়া আসিয়াছি, এখন আবার বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। খাওয়া পরা ইত্যাদি সকল বিষয়ে মিতাচারী না হইলে যে সহজে পীড়া জন্মে, সে কথা এখন তোমরা বেশ বুঝেছ। সময়-নিষ্ঠা সম্পর্কে আমি গুটিকত কথা বিশেষ ভাবে বলছি, শোন। আমরা দেখিতে পাই, ইংরেজজাতি কি রকম সময়ের মূল্য বোঝে—ঠিক সময়ে কাজ করে থাকে, ঠিক সময়ে খাবে, ঠিক সময়ে আফিসে যাবে, ঠিক সময়ে খেলবে। তাহাদের সকল কাজ নিয়ম বাঁধা। ইহা ইংরেজের ব্যক্তি বিশেষের গুণ নহে, ইহা জাতীয় গুণ। এই গুণ থাকাতেই ইংরেজেরা বহু কাজ করিতে সময় পায় এবং বহু কাজ করিয়া থাকে। আমরা যেমন সময়ের মূল্য বুঝি না, সময়ের অপব্যবহার করি, কোন শিক্ষিত সুসভ্য জাতির মধ্যে এরকম দেখা যায় না। খাবার সময় হয়েছে, একজন বন্ধুর সঙ্গে হয়ত বসিয়া সময়টা কাটাইয়া দিলাম, আফিসে চাকরী করিতেছি, এক দিন গেলাম না, অন্য দিন রাত ১২টা পর্য্যন্ত হয়ত খাটিয়া আসিলাম। একখানে ১০ টার সময় নিমন্ত্রণ হয়েছে, ১০টা হতে ৪টা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিলাম। একটী বাবুকে বৈকালে

আসিতে নিমন্ত্রণ করিলাম, তিনি হয়ত রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টার সময় সভা হইবে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে, সভা স্থানে ৬টা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম, সভার কাজই আরম্ভ হইল না, এরূপ ঘটনা আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। বস্তুতঃ সময়ের দিকে আমরা মোটেই দৃষ্টি রাখি না, সময়ের কাজ সময়ে করা আমাদের অভ্যাসই নয়, আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহা এক অন্তরায়। আমাদের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ছেলে মেয়েরা অতি সহজে অনুকরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের দেশের বহু কৃতীমান পুরুষ সময়নিষ্ঠা গুণের অভাবে অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। সময়ের কাজ সময়ে করিলে এক দিকে যেমন স্বাস্থ্যের উপকার হয়, অন্যদিকে কাজেরও বিলক্ষণ সুবিধা হয়ে থাকে। যদি আমরা আমাদের ছেলেদের মানুষ করিতে ইচ্ছা করি, তবে ছেলেবেলা হতে সময়ের মূল্য তাহাদের বুঝিতে দেওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা সময়ের কাজ সময়ে করে, এবং সে রকম অভ্যাস যাহাতে তাহাদের মধ্যে জন্মিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক পিতা মাতার সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আমি তোমাদের আর অধিক বলিব না, অনেক কথাই বলিয়াছি, আমি আশা করি, তোমরা আমার সব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে। এখন তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে, পিতা মাতা কি রকম সাবধান হলে পর ছেলে মেয়ে দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারে।

সরোজ।—হাঁ মা, আগে ততটা বুঝতে পারি নাই, এখন যেন

প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব কথা জানলে অনেক পিতা মাতা সাবধান হবেন।

লীলা।—এত গেল স্বাস্থ্য রক্ষার কথা, আচ্ছা কোন দিন কোন কারণে যদি অসুখ করে, তখন পিতা মাতার কি কর্ত্তব্য, মা ?

মা।—যে সব বলেছি, আগে এ সব বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখ, সবটা বোঝ কিনা দেখ। অসুখের বিষয় না হয় অন্য সময়ে বলা যাবে।

সরোজ।—দেখ লীলা, আজ অনেক কথা শুনেছি, চল এসব উপদেশ বিষয়ে চিন্তা করে দেখি। এক সময় আর বেশী কথা শুনলে পর কিছুই মনে থাকবে না। যে কয়টা উপদেশ পেয়েছি, সে সব কাজে লাগাতে পারি কিনা, চল সে চেষ্টা করি।

লীলা।—আমি সব কথা বুঝেছি। আমি আর উপদেশ মত কি কাজ করতে পারি ? তোমার নয় দিদি ছেলে আছে, তুমি উপদেশ মত ছেলেকে চালাবে, ও তাকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করবে।

সরোজ।—কেন তুই আমার সাহায্য করবি, আমি যদি কোন দিন কোন কথা ভুলে যাই, আমাকে মায়ের উপদেশ মনে করিয়ে দিবি। তুই আর কিছু না করতে পারলেও মার উপদেশ মত নিজকে চালাতে পারিস, মার কথা মত আমরা নিজেরাও চল্‌লে আমাদের খুব উপকার হবে।

লীলা।—আচ্ছা তা দেবো।

তৃতীয় প্রস্তাব।

নীতিশিক্ষা বিষয়ক কথা।

সরোজ।—আজ মা, ছেলেদের নীতিশিক্ষা বিষয়ে আমাদের কিছু বল। ছেলে মেয়েদের কি রকমে সুস্থ রাখতে পারা যায়, তা বেশ শিখেছি, কি করে তাদের মানুষ করতে হয়, সে বিষয়ে গুটীকত উপদেশ শুনতে বড় আগ্রহ হচ্ছে। বস্তুতঃ ছেলেদের মানুষ না করতে পারলে সব বৃথা। দুশ্চরিত্র, অপদার্থ ছেলে সুস্থ থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি।

লীলা। মানুষ কি দিদি মানুষ করতে পারে? পৃথিবীতে যারা মানুষ হওয়ার, ঈশ্বরই তাদের মানুষ করে পাঠিয়ে দেন, মা বাপের শক্তি অতি সামান্য। তুমি আমি আর কি করতে পারি, আমাদের শক্তিই বা কত? তোমার কি মত মা?

মা।—হাঁ সরোজ, আজ ছেলেদের নীতি শিক্ষা বিষয়ে কিছু বলব মনে করেই এসেছি। পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি, কি ভাবে ইচ্ছা করিলেই মা বাপ ছেলে মেয়েকে দীর্ঘকাল সুস্থ রাখতে পারেন, আজ তোমাদের দেখাতে চেষ্টা করব, কি ভাবে ইচ্ছা করিলেই মা বাপ আপন ছেলে মেয়েকে মনের মত করে তুলিতে পারেন, তাদের মানুষ করতে পারেন। ছেলে মেয়েদের শারীরিক উন্নতি যেমন পিতা মাতার উপর নির্ভর করে, তাদের নৈতিক উন্নতিও তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, জানিও।

না লীলা, আমি তোমার সঙ্গে এক মত হইতে পারিলাম না। তোমার কথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বর মানুষকে অনেক শক্তি দিয়াছেন। মানুষ বনের বাঘ ভল্লুক, বানর প্রভৃতিকে ধরিয়া নানা শিক্ষা দিয়া নানা মানবীয় গুণ তাদের মধ্যে দিয়ে থাকে। মানুষ ইচ্ছা করলে যে আপন ছেলে মেয়ে-গুলোকে মানুষ করতে পারে না, সেটা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক পিতা মাতা যদি ইচ্ছা করেন, একমনে চেষ্টা করেন, তবে উচিত শিক্ষা ও শাসনের দ্বারা আপন আপন ছেলেকে মনোমত করিয়া তুলিতে পারেন।

সরোজ।—তুমি কি বলতে চাও মা, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ পিতামাতার শিক্ষার ফল, তাঁহাদের ভিতর ঈশ্বরদত্ত গুণ কিছুই নাই?

মা।—সরোজ, ঈশ্বর-প্রদত্ত কিছু নাই মানে কি? আমা-দের সবই ঈশ্বরদত্ত, আমাদের নিজের কোনটা দেখিনা ত। মানুষের বুদ্ধি বল, বল বল, সবই ত ঈশ্বরের দান, তবে মহা-পুরুষেরা শিক্ষার ফল যে মোটেই পান না, শুধু প্রতিভার উপর দাঁড়ান, আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর, ফ্রান্সের সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন, আমেরিকার গারফিল্ড প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতিভা বিলক্ষণ আছে, কিন্তু ছেলেবেলা হতে যদি তাঁহারা তাঁহাদের পুণ্যশীলা জননীর উপদেশ, শিক্ষা ও উৎসাহ না পাইতেন, তবে নিজের প্রতিভা তাঁহাদের উন্নতির পথে কতদূর সাহায্য করিত, জানি না। কোন কোন মহাপুরুষে আমরা অনন্যসাধারণ অমানুষিক প্রতিভা দেখিলেও, অধিকাংশ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা

শিক্ষা ও শাসনের ফল বিলক্ষণ দেখতে পাই। কেবল প্রতিভার উপর দাঁড়াইয়াছেন, এমন মহাপুরুষ আর কয়জন আছেন ?

আমাদের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরদত্ত, তবে সে সব ঈশ্বরদত্ত শক্তিকে নিয়মে চালিত করা, সৎপথে রাখা, শিক্ষা ও শাসনের কাজ। শরীরে বল আছে, সে বলের ব্যবহার আমাদের হাতে, ইচ্ছা হয়, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করতে পারি, ইচ্ছা হয়, তাদিগকে অত্যাচার হতে রক্ষা করতে পারি। ফুলের গাছে সুন্দর কলি বের হয়েছে, ইচ্ছা হয়, সেটাকে অকালে বিনষ্ট করতে পারি, অথবা গাছের গোড়ায় জল দিয়ে এমন ভাবে যত্ন করতে পারি, যাতে কলিটা সুন্দর ফুল হয়ে বাগান আলো করতে পারে। তেমনি সুন্দর কচি কচি ছেলে মেয়েগুলো ঐশ্বরিক শক্তি লয়ে আমাদের কাছে আসে, আমরা ইচ্ছে করলে তাদের সৎ পথে রেখে সৎশিক্ষা দিয়ে তাদের সুকোমল বৃত্তি সমূহ বেশ ফুটিয়ে তুলতে পারি ; অথবা তাদের তুচ্ছ করে ফেলে রেখে তাদের শক্তি সমূহ বিকৃত করে দিতে পারি, তারা ভয়ানক উশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে।

লীলা। মা, তোমার সব কথাই নূতন। মানুষ করাও কি মা বাপের হাতে ? সে কি রকম শিক্ষা হতে পারে, জানি না ত।

মা। অস্থির হইও না লীলা, সে বিষয়েই বলছি শোন। মানুষের মানুষ করিবার শক্তি আছে, এখন স্বীকার করলে ত ?

লীলা। আচ্ছা যেন স্বীকার করলুম।

মা। বেশ, এখন বল দেখি, মানুষ হয় কিসে ? কি কি

গুণ থাকিলে পর ছেলে মানুষ হয়েছে আমরা বলিতে পারি ?

লীলা। কেন মা, ছেলে যদি বেশ ভাল শিক্ষা পায়, তবেইত মানুষ হয়েছে বলতে পারি।

মা। কি উপায়ে তবে তাদের ভাল শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ? বলদেখি, ছোট ছেলে মেয়েরা কি উপায়ে শেখে ? আমরা ত বই পড়ে পরের উপদেশ শুনে শিখি। দেড় দুই বৎসরের ছেলেরা বইও পড়ে না, উপদেশও বুঝে না, অথচ তারা একটু একটু করে অনেক কিছু শেখে। বল দেখি কে তাদের শেখায় ?

লীলা। আমি মা ওসব বুঝি না। তুমি বল না মা, কে তাদের শেখায়।

মা। এ বিষয়ে তুমি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ সরোজ ?

সরোজ। আমার মনে হয় মা, তারা যেন অনেকটা দেখে শুনে শেখে। তা ঠিক কি না, জানি না।

মা। হাঁ সরোজ, ছেলেরা দেখে শুনে অনেক কিছু শেখে তাদের উপদেশ শুনতে হয় না, বইও পড়তে হয় না। ছেলেদের কাজ কর্ম্মের প্রতি যদি তুমি কোন দিন মনোযোগ পূর্ব্বক তাকাইয়া থাক, একটী প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে অতি প্রবল দেখতে পাবে—ছেলেরা বড়ই অনুকরণপ্রিয়। এই অনুকরণ-প্রিয়তা তাদের শিক্ষার ১ম সোপান। তারা যা দেখে, তা নিজ জীবনে গ্রহণ করে, ভালও বুঝে না মন্দও বুঝে না, বই তারা চায় না, উপদেশ তাদের সাহায্য করে না। মা বাপের মুখশ্রী তাদের বইয় কাজ করে, মা বাপের দৈনিক জীবন তাদের উপদেশের কাজ

ক'রে থাকে। মা বাপের মুখের ভাব দেখে তারা কাজ কর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করে, মা বাপের কাজ অনুকরণ ক'রে তারা নিজেরা চল্‌তে থাকে। এ অবস্থায় মা বাপ ইচ্ছা করলেই আপন ছেলেদের ভাল করতে পারেন। সহজে বুঝতে পার।

লীলা। আচ্ছা মা, কি করে ভাল করতে পারে? এক একটা করে বেশ বুঝিয়ে বল না।

মা। আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর কর দেখি, লীলা, তার পর আমি তোমার কথা মত এক একটা করে বেশ বুঝিয়ে বলছি। বল দেখি, ছেলে কি রকম হলে পর আমরা তাকে ভাল ছেলে বলি।

লীলা। কেন মা, ছেলে যদি বেশ কথাবার্ত্তা শোনে, বাধ্য থাকে, নম্রপ্রকৃতির হয়, তাকে সকলে ভাল ছেলে বলে থাকে আর—

মা। আর চাই না। এখন এক একটা করে বলি শোন। সত্যি, লীলা, বাধ্যতাই মনুষ্য জীবনের একটা প্রধান গুণ, উন্নতির সোপান, পরিবারের মধ্যে বাধ্যতা না থাকিলে, পরিবারে ভয়ানক অশান্তি জন্মে, ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, তাই ছেলেদের মানুষ করতে হলে প্রথমেই তাদের বাধ্য করে নিতে হয়। বাধ্যতা, বিনয় ও নম্রতা এক শ্রেণীর গুণ, একটা থাকলেই আর একটা আসে। যে ছেলে সকলের বাধ্য, সে স্বভাবতঃ বিনয়ী ও নম্রপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই একটা বিষয়েই তোমাদের বিস্তৃত ভাবে বুঝিয়ে বলছি। আগে বলেছি, ছেলেরা অনুকরণ করে শেখে, দেখে শুনে শেখে,

ছেলেদের যদি প্রকৃত বাধ্যতা শেখাতে চাও,তবে তাদের সাম্‌নে পরিবারের কাহাকেও অবাধ্যতার কাজ করতে দিও না।

লীলা। সে কি মা?

মা। ছেলেরা মার পেটের থেকে কিছু শিখে আসে না, যা কিছু শেখে সব এখানে। মা বাপ ইচ্ছা করেন, ছেলেরা বেশ বাধ্য হউক, তাঁহাদের কথা মত কাজ করুক, অথচ তাঁহারা নিজে কাহারও কথা কেহ শুনেন না। যে ছেলে মা বাপের কাছে নিত্যি এ দৃষ্টান্ত দেখতে পায়, যে ছেলে সারাদিন দেখছে, বাড়ীতে মা বাপের কথা শোনেন না,বাপ মার কথা শোনেন না, সে ছেলে মা বাপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া যদি এক দিন মার কথা না শোনে, অবাধ্য হতে চায়, তবে ছেলের এ শিক্ষার জন্য কার দোষ বল দেখি? এই অবাধ্যতার জন্য দায়ী কে? তাই বলি, ছেলের সাম্‌নে মা বাপ নিজেরা কোন অবাধ্যতার কাজ করিবেন না, পরিবারে অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না।

সরোজ। আচ্ছা মা, মা বাপ যেন অন্ততঃ ছেলেদের মঙ্গলের জন্য ছেলেদের সাম্‌নে পরস্পর অবাধ্যতার কোন কাজ না কর্‌ছেন, পাড়া প্রতিবেশী আরও ত লোক আছে, তাদের নিকট ছেলেরা অবাধ্যতা দেখে অনায়াসে অবাধ্যতা শিখতে পারে। তার কি উপায়?

মা। হাঁ সরোজ, পারে বই কি। তা যে একটু আধটু পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট হতে ছেলেরা না শেখে, এমন নয়। তবে মা বাপ যদি ঠিক থাকেন, তবে এই বাহিরের কুশিক্ষার প্রতিকার অতি সহজে করিতে পারেন, ছেলেদের উপর মা বাপের প্রভাব অতি বেশী, মা বাপের দৃষ্টান্ত অতি সহজে তাহারা

অনুকরণ করে। বাহিরে কাহাকে কিছু করিতে দেখিলেও যদি ঘরে তাহা তারা দেখিতে না পায়, তারা সেটা গ্রহণ করে না, গ্রহণ করিলেও অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহা পরিত্যাগ করে।

সরোজ। আচ্ছা মা, কেবল মা বাপ পরস্পরের নিকট বাধ্য হলেই কি ছেলেদের বাধ্যতা শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইল? তাত অনেক সময় দেখা যায় না।

মা। না সরোজ, অনেক সময়, শুধু তাতে হয় না। অনেক সময় ছেলেদের দ্বারা কাজ করাইয়া নিতে হয়। অনেক সময় নানা কারণে ছেলেরা অবাধ্য হতে চায়। এ অবস্থায় কয়েকটী কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। প্রথমত তাহাদের দ্বারা কোন কাজ করাইয়া নিবার পূর্ব্বে, কি কাজের জন্য তাদের বলা হচ্ছে, কি কাজে ছেলেরা ব্যস্ত আছে,তাহা দেখ্‌তে হয়। অনেক সময় দেখা যায়,কোন ছেলে বেশ মন লাগাইয়া উৎসাহের সহিত খেলছে, এমন সময় যদি মা বাপ তাকে অন্য কোন কাজের জন্য হুকুম করেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেমন, যদি বই লইয়া পড়িতে বলেন, তবে সেই অবস্থায় ছেলেটী সহজে মার হুকুম মান্‌তে চায় না, খেলা ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা করে না। এখানে তার প্রকৃতি তাকে অবাধ্য করিতে চাহিবে। তাই ছেলেদের কোন কাজে হুকুম করিবার পূর্ব্বে তার প্রকৃতির দিকে, অবস্থার দিকে, পিতামাতা লক্ষ্য করিবেন এবং যাহাতে সে অবাধ্য হবার সুযোগ না পায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

লীলা। তা কি করে হয় মা?

মা। অতি সহজে হইতে পারে। মা বাপ যদি ছেলেদের

একটা কাজের শৃঙ্খলা করিয়া দেন, প্রত্যেক কাজের জন্য একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তবে ছেলেরা অবাধ্য হবার সুযোগ পায় না এবং মা বাপকেও 'একাজ কর,' 'ওকাজ কর' বলিয়া সারাদিন ছেলেদের বিরক্ত কর্‌তে হয় না, ছেলেরা আপন মনে উচিত সময়ে যখন যেটা কর্‌বার, করিয়া যায়। যদি মা নিয়ম করিয়া রাখেন, বিকাল বেলা খেল্‌বার সময় এবং বিকাল বেলা খেলিলে মা বাপ খেল্‌তে উৎসাহ দেন, পড়ার জন্য তাড়া করেন না, ছেলে বিকালেই খেলিবার অভ্যাস করিবে। সুশৃঙ্খলতা অবাধ্যতা নাশের একটা ঔষধ, জানিও। সময়-নিষ্ঠার অন্যদিকে যেমন অনেক উপকার আছে, ইহা অবাধ্যতা নাশেরও একটা উপায়, জানিও।

লীলা। দিদি শুন্‌লে ত?

মা। যখন দেখিবে, ছেলে ভারি নিবিষ্টচিত্তে কোন কাজ আরম্ভ করিয়াছে, কাজে তার বেশ উৎসাহ লাগিয়াছে, অন্য কোন আদেশ করিলে সে বড় আগ্রহের সহিত তাহা পালন করিতে চাহিবে না। সেখানে অবশ্য কোন আদেশ না করাই ভাল, যে কাজে ছেলের মন বসিয়াছে, সেটা যদি অন্যায় কাজ না হয়, তবে সে কাজটা হয়ে গেলে পর, ছেলেকে অন্য কাজে হুকুম করা উচিত হইবে। শিশু প্রকৃতির দিকে একেবারে অন্ধ হয়ে থাকিলে পর শিশুশিক্ষার বড় ব্যাঘাত হয়ে থাকে। যখন দেখতে পাচ্ছ, ছেলে অন্য কাজে লিপ্ত থাকার দরুণ তোমার আদেশ পালন করিতে আগ্রহ করিবে না, তখন তাহাকে হুকুম দিয়া তারপর জোর করিয়া সে হুকুম পালন করাইবার চেষ্টা না করিয়া, একেবারে হুকুম না করাই ভাল। কিন্তু হুকুম

করিয়া কখনও ছেলেকে ছাড়িবে না, অনেক সময় দেখা যায়, মা ছেলেকে যা তা হুকুম করে বসে, ছেলে হুকুমমত কাজ করে কি না করে, সে বিষয়ে মার বড় দৃষ্টি নাই। অনেক সময় হুকুম একটা করে ছেলের অবাধ্যতার জন্য ছেলেকে বেশ শাসাইয়া থাকেন, অনেক রকমের ভয় দেখায়ে থাকেন, কিন্তু কাজে কিছুই করেন না। ছেলেদের যেমন অবাধ্যতা দেখতে দেওয়া উচিত নয়, অবাধ্য হলে পর কি রকম শাস্তি পেতে হয়, তাও তাদের বেশ ভাল করে বুঝতে দেওয়া উচিত। অবাধ্যতার জন্য মা শুধু কথা বলিলে চলিবে না, ছেলেকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া অবাধ্যতা দূর করিয়া দিবেন। মার কথা শুধু ফাঁকা আওয়াজ, এ ধারণা ছেলেদের মনে যেন কখনও স্থান না পায়। অনেক মা বাপ শুধু আব্দার দিয়া ছেলেকে নষ্ট করে ফেলেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই শোন। কোন মা এক দিন ছেলেকে একটা কাজ করতে হুকুম করেছেন, ছেলে সে কাজ করে নাই, মা চোখ মুখ বেশ লাল করে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আর অবাধ্য হবি'? ছেলে ভয়ে উত্তর করিল "না, আর অবাধ্য হব না।" মা ছেলেকে সেবার ছাড়িয়া দিলেন, আর এক দিনও সেই ভাবে গেল, মা শুধু শাসাইয়া ছেলেকে ছাড়িয়া দিলেন, তার পর থেকে ছেলে বরাবর অবাধ্য হয়, আর মা শাসাইতে গেলেই বলিয়া উঠে "না, আর অবাধ্য হব না।" মার এই ফাঁকা শাসনের প্রতি ছেলের কোন রকমের ভয় নাই, এবং এই শাসনেরও কোন ফল নাই। যে শাসনের দ্বারা সংশোধন হয় না, এক অপরাধের জন্য বরাবর শাসন করিতে হয়, সে শাসনে কোন লাভ নাই। শাসন এমন ভাবে

করা উচিত যেন প্রথমবারেই সংশোধন হইয়া যায়। মা বাপের শাসনের প্রতি যদি ছেলের ভয় না থাকে, তবে ছেলে-দের শিক্ষা কি উন্নতি কিছুই হয় না। ছেলেদের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকা নিতান্ত দরকার যে, মা বাপ যখন যেটা বলিবেন, তাঁরা তাঁদের কথা মত কাজ করিবেন। তাদের প্রতি ভাল-বাসা আছে বলিয়া মা বাপ একবার যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহা না করিয়া ছাড়িবেন না, তাদের আপন ইচ্ছা মত চলিতে দেবেন না, মা বাপের ইচ্ছা মত তাদের চলিতে হইবে।

সরোজ। আচ্ছা মা, অবাধ্য হ'লে আমরা কি রকম শাস্তির বন্দোবস্ত করিতে পারি? আমরাত প্রায়ই তাদের কিল চড় দিয়ে থাকি। আর কি গুরুতর শাস্তি দিতে বল?

মা। না সরোজ, শাস্তি যে শাসনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, আমি বলছি না, শাসন করিতে হইলে যে মারিতেই হবে, এ কথা ঠিক নয়। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেকে মারা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমার বিশ্বাস, তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। অবশ্য সংশোধনের জন্য মধ্যে মধ্যে শাস্তির বিধান করা দরকার হয়ে পড়ে, কিন্তু শারীরিক শাস্তি সকলের শেষে দিতে হয়, যখন অন্য কোন প্রকারে সংশোধনের আশা নাই, তখন ২।১টা চড় দেওয়া যাইতে পারে। অন্য সময়ে ছেলেদের জন্য নানা রকমের শাস্তির বিধান করা যাইতে পারে। যে ছেলে মা বাপের নিতান্ত আদুরে, অবাধ্যতার জন্য যদি মা বাপ তাকে একদিন আদর না দেখায়, তবে তার যথেষ্ট শাস্তি হয়। অনেক সময়ে অতি সামান্য রকমের শাস্তিই আবশ্যকীয় সংশোধনের পক্ষে যথেষ্ট মনে হইবে। তাদের

আমোদ বন্ধ করে দেওয়া খেলনাটা কেড়ে রাখা তাদের পক্ষে গুরুতর শাস্তি। কোন কোন ছেলে মা বাপকে চোখ রাঙ্গাতে দেখলেই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠে। ছেলেরা কোন অন্যায় কাজ কর্‌লে মা বাপ প্রথম বার বিরক্তির ভাব দেখাবেন, তাতেও যদি ছেলেরা আবার সে অন্যায়ই করে, তবে দ্বিতীয়বার চোখ রাঙ্গাবেন, তাতেও যদি না হয়, তবে বেশ গম্ভীরভাবে বক্‌বেন। কোন কোন মা ছেলেকে বক্‌তে গিয়ে বা বকুনির পরক্ষণেই ছেলের কাছে হেসে ফেলেন, এ রকম শাসনের কিন্তু কোন ফল নাই। বকুনিতেও যদি আবশ্যকীয় সংশোধন না হয়, তবে ছেলেরা যে খেলাতে লিপ্ত থেকে অবাধ্য হইবার সুযোগ পাচ্ছে, সে খেলাটা বন্ধ করে দেবেন, খেলনা কেড়ে রাখবেন। যদি কোন ফল না হয়, তবে দু একটা চড় দেবেন। অন্য কোনও উপায়ে কৃতকার্য্য না হইলে এই শাস্তির বিধান কর্‌তে হয়। অনেক মা যখন তখন ছেলে মেয়েকে সামান্য সামান্য কারণে কিল চড় মেরে থাকেন। ছেলেরা কিলচড় খেয়ে খেয়ে এমন হয়ে যায় যে, শেষে আর কোন উপায়ে তাঁর সংশোধন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তোমাদের আগে বলেছি, শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন, যে শাস্তিতে সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে শাস্তির কোন মূল্য নাই। রাগের সহিত কখনও ছেলেদের শাস্তি দিও না, তাতে শাস্তির উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়, শাস্তি দেবার সময় বেশ শান্ত অথচ গম্ভীরভাবে অন্যায় কাজের দিকে ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহাকে অন্যায়টা বেশ বুঝিয়ে দেবে। কখন কখনও দেখা যায়, কোন কোন ছেলে অন্যায় কাজ করে তার জন্য নিজেরা খুব

অনুতাপ করে এবং অন্যায়ের প্রতিকার করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। সে অবস্থায় কখনও শাস্তি দিও না বা ছেলের সংশোধন চেষ্টার উপর কোন রকম বিদ্রূপ করিও না। যাহাতে শীঘ্র সংশোধন হইতে পারে, সে রকম সস্নেহ ভাবে ছেলের প্রতি ব্যবহার করিও। শারীরিক শাস্তি যখন তখন দিবে না, ইহার একটা কারণ, ইহা ছেলেদের আত্মসম্মান-জ্ঞানের উপর আঘাত করে। ছেলেদের ভিতর যাহাতে আত্মসম্মান জ্ঞান জন্মাতে পারে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যে ছেলে কখনও মার খায়নি, সে ছেলে এক দিন মার খেলেই ভারি অপমান মনে করে, নিজকে ঘৃণিত মনে করে থাকে। শারীরিক শাস্তি ছেলেকে গোপনে ডেকে এনে দেওয়া উচিত। কেন না যদি ছেলেরা আত্ম-সম্মান-জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, তবে শাস্তিতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হয়।

লীলা। হাঁ মা, অনেক সময় আমরা দেখতে পাই, ছেলে অবাধ্য হতে চাইলে মা বাপ কোন শাস্তির বিধান না করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করিবার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া তাদের নানা আদর আবদার দিয়ে থাকেন, নানা রকমের লোভ দেখান।

মা। লীলা, সত্য কথা, বাধ্য করবার জন্য অনেক সময় মা বাপ ছেলেকে ঘুষ দিয়ে থাকেন। কথা শুনলে মিষ্টি খেতে দেবেন, কেহবা পয়সা দেবেন বলে ছেলেদের লোভ দেখিয়ে থাকেন, কেহবা নানা প্রকারে কাকুতি মিনতি করে থাকেন। ইহাতে হয় কি, যে ছেলের কাজ করবার ইচ্ছা নাই, নিতান্ত মিষ্টি খাওয়ার লোভে পড়ে, পয়সা পাবার আশায়, অনিচ্ছা স্বত্বেও

কাজ করিয়া থাকে। এইরূপ বাধ্যতায় উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হয়ে থাকে। প্রতিবারেই ছেলেরা কথা মত কাজ করিতে হইলেই মা বাপের কাছে কিছু না কিছু দাবী করে বসে। ছেলেদের বাধ্য করতে এ রকম ভাবে ঘুষের বন্দোবস্ত করলে পর ভবিষ্যতে গুরুতর অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে ছেলেকে মিষ্টি জিনিষের লোভ দেখিয়ে কাজ করতে বলা হয়, সে ছেলে লোভী ও পেটুক হয়ে উঠে, যে ছেলেকে টাকা পয়সার লোভ দেখান হয়, সে ছেলের টাকা পয়সার জন্য ভয়ানক আসক্ত হয়ে পড়ে, যে ছেলেকে বারবার লক্ষ্মী সোণা বলে কাজ করাতে হয়, সে ছেলে ভয়ানক আহ্লুরে হয়ে পরিবারে নানা অনর্থ করে। তাই ছেলেকে এমন কোন কাজে হুকুম করবে না, যে কাজ ছেলের দ্বারা হতে পারে না, এবং কোন কাজে হুকুম করে সে কাজ তাদের দ্বারা করাবার জন্য কোন প্রকার ঘুষের বন্দোবস্ত করবে না। তাদের বেশ বুঝতে দেবে, কাজের জন্যই কাজ করা, লোভের জন্য কাজ করা নয়।

সরোজ।—আচ্ছা মা, কোন কোন ছেলে যতক্ষণ সামনে থাকে, ততক্ষণ বেশ কথাবার্ত্তা শোনে, একটু চোখের আড়াল হলে পর আর তাকে কথা শোনান যায় না। সে নিজের ইচ্ছে মত চল্‌তে থাকে।

মা।—তাইত সরোজ, তোমাদের কাছে আগে বলেছিলুম, মা বাপকে বরাবরই গোয়েন্দার মত থাকতে হবে। অন্যায় যা তা সামনে হউক, আর আড়ালে হউক, যাতে ছেলেরা তা না করতে পারে, মা বাপ তার জন্য বিধিমত চেষ্টা করবেন।

অনেক সময় অনেক পিতা মাতা আড়ালের অবাধ্যতা তত গ্রাহ্য করেন না, সামনে তাঁদের কথা বার্ত্তা শুনে কাজ করলেই তাঁরা খুসী, তাতে কিন্তু ছেলেরা পিতামাতাকে ঠকাতে শেখে। সামনে বেশ সাধু হয়ে থাকে, মা বাপের চোখের আড়াল হলে পর আর মা বাপকে বড় ভয় করে না। তাই কোন সময়ই ছেলেদের অবাধ্যতা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ছেলে একটু বয়স্ক হলে পর মা বাপ কাছে ডেকে মিষ্টি কথায় যদি ছেলেদের নিকট উপদেশ দেন, অবাধ্য হলে পর কি রকম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা, মা বাপের কথা শুনে ছেলে বেলা কেন চলা দরকার, ইত্যাদি বিষয় ছেলেদের বুঝিয়ে দেন, অনেক ছেলের আবশ্যকীয় সংশোধন হয়ে যায়। সংশোধনের পক্ষে মিষ্টি কথা একটা ঔষধ বিশেষ, ভালবেসে যদি তুমি ছেলেকে দুটী মিষ্টি উপদেশ দাও, তোমার বকুনি হতে, কিল চড় হতে তাতে বেশী কাজ হবে। আমরা ভালবাসার অপব্যবহার করি বলে কোন সময় আদর করতে হয়, কোন সময়ে মিষ্টি কথা বলতে হয়, জানি না বলে আমাদের কথাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। সে রকম শাসন করতে জানি না বলে আমাদের শাসনেও কোন ফল হয় না। বাধ্যতা সম্পর্কে আর একটা নূতন কথা আমি তোমাদের নিকট বিশেষ ভাবে বলতে ইচ্ছা করি।

সরোজ। সে কি কথা মা?

মা। ছেলেদের বাধ্যতা শেখাতে গিয়ে তাদের ভিতর স্বাধীনতার ভাব টুকু নষ্ট করে দিও না ও তাহাদের স্বাধীন মঙ্গলজনক সদ্‌বৃত্তি গুলোর পূর্ণ বিকাশ হতে বাধা দিও না।

সরোজ। মা, স্বাধীন-ভাব কি বলছ?

মা। সরোজ, জানত প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চায়, তাদের ভিতর একটা স্বাধীনতার প্রবৃত্তি আছে, এই প্রবৃত্তিটা ছেলেদের মধ্যে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে ছেলেদের বড়ই মঙ্গল হয়। চিরদিন মানুষ পরের দাস হয়ে থাকবে, ভগবানের ইচ্ছা নয়, বস্তুতঃ স্বাধীনভাবে চলিতে শেখ্‌বার জন্যই মানুষকে প্রথম বয়সে অধীন হয়ে চলতে হয়। পিতা মাতার ইহা কখনও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় যে চিরদিন ছেলেরা পশুর মত মা বাপের বাধ্য হইয়া থাকিবে। মানব মাত্রেরই স্বাধীন রুচি আছে, চিন্তা করিবার শক্তি আছে, ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে। যে মানুষের ভিতর স্বাধীনতার ভাব নাই, তার ভিতর মনুষ্যত্ব জন্মিতে পারে না। সে অবস্থার দাস হয়ে পরের অধীন হয়ে সংসারে কুকুর বিড়ালের মত জীবন যাপান করে। সে সকল কাজে পরের মতে, পরের হুকুমে, পরের উপর নির্ভর করিয়া চলে। আমরা ছেলেদের মধ্যে ছেলেবেলাই এই স্বাধীনতার প্রবৃত্তিটা দেখতে পাই, ছেলেরা কাজকর্ম্ম করতে শিখলেই স্বাধীন ভাবে কাজ কর্ম্ম করতে চায়, যদি কোন দিন কাহারও সাহায্য ছাড়া একটী ভাল কাজ করতে পারে, তবে তাদের বড় আহ্লাদ হয়, এবং কাজের জন্য গৌরব করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের মা বাপেরা ছেলেদের এই স্বাধীনতা প্রবৃত্তি রক্ষা করবার জন্য আদবেই চেষ্টা করেন না, বরঞ্চ নষ্ট করতে চান। কোন অন্যায় কাজে হুকুম করে যদি মা বাপ দেখতে পান, ছেলে সে কাজ করতে ইতস্ততঃ করছে, কাজের ঔচিত্য বিচার করছে, তাহলেই

তাঁরা তেলেবেগুণে জ্বলে উঠেন, এবং ছেলেকে নানা উৎপীড়ন করে থাকেন। বস্তুতঃ বাধ্যতা ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয়। প্রত্যেক মা বাপ দেখবেন, ছেলেরা যেন বেশ বাধ্য হয়, অথচ তাদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজও ধীরে ধীরে ফুটে উঠে। তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবেন, স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম্ম করবার জন্য খুব উৎসাহ দেবেন, কিন্তু দেখবেন যেন তাহারা স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে। আমরা কি উপায়ে ছেলেদের বাধ্যতা শেখাতে পারি, এখন বুঝলেত? আচ্ছা লীলা, এখন বল দেখি? আর কি গুণ থাকলে আমরা ছেলেকে ভাল ছেলে বলে থাকি?

লীলা। সত্যবাদিতা ভাল ছেলের আর একটী গুণ।

মা। বেশ, এখন আমরা দেখব, আমরা ইচ্ছা কর্‌লে ছেলে মেয়েদের সত্যবাদী কর্‌তে পারি কি না।

লীলা, সত্যবাদিতা ও ছেলেরা আমাদের থেকে অনুকরণ করে শিখে থাকে। অনেক সময় পিতা মাতা আমোদ করে ছেলেদের মিছে কথা শিখিয়ে থাকেন। এ রকম অন্যায় আমোদে যে ছেলেরা মিছে কথা শেখে, মা বাপ তাহা বুঝতে পারেন না।

লীলা। কি রকম মা?

মা। একটী ঘটনা বলি শোন। এক দিন একটী তিন বছরের ছেলে মাকে খুঁজছিল। ছেলের মা কি কাজে অন্য এক ঘরে ছিলেন। ছেলে মাকে অনেকক্ষণ না দেখে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে অস্থির হয়েযাচ্ছিল, ছেলে যতই মাকে ডাকে, আর বাড়ীর সকলেই বলে, "মা কুয়োতে পড়ে গেছেন"। বাড়ীর পাশে

একটী কুয়ো ছিল, ছেলে বাড়ীর লোকদের কথা শুনে কুয়ার পারে গিয়ে চীৎকার করে মাকে ডাক্‌তে লাগিল; ছেলেটী বাস্তবিকই মনে করিল, মা বুঝি সত্যি সত্যি কুয়াতে পড়ে গেছে। বাড়ীর ছোট বড় সকলেই ছেলেকে এই রকম ভাবে কাঁদতে দেখে বেশ আমোদ করিতে লাগিল। মাও ছেলের এ রকম টান দেখে লুকিয়ে বাড়ীর অন্যান্য লোকের সঙ্গে বেশ আমোদ করতে লাগিলেন। ছেলের কান্না যখন কিছুতেই থামে না, তখন মা হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বের হয়ে ছেলেকে কোলে করে খুবই আদর করতে আরম্ভ করলেন। ছেলে কিন্তু মার এ সব কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক্ হয়ে রইল। এ রকম দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। কেবল শুধু যে আমোদ করে ছেলেদের মিছে কথা শেখান হয়, এমন নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেদের যেটা দেবার ইচ্ছা নাই, সেটাকে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়। একা বাড়ীর বের হলে শেয়ালে কাম্‌ড়াবে, কুকুরে তাড়া করবে, ভূতে গলা টিপবে ইত্যাদি নানা রকমের ভয় দেখান হয়। কোন জিনিষ খেতে দেবার ইচ্ছা না থাক্‌লে বলা হয়, এটা বড় ঝাল, ওটা খেলে মুখে ঘা হবে। ঔষধ খাওয়ার সময় ঔষধ খেতে না চাইলে তিক্ত কটু ঔষধটাকে বলা হয় বড় মিষ্টি, বড় ভাল জিনিষ, ইত্যাদি। এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে পরিবারে ছেলেরা অনেকে মিছে কথা শিখে থাকে।

সরোজ। সত্যি মা, এ রকম ঘটনা ত অহরহ পরিবারে ঘটেই থাকে, এতে যে আমাদের ছেলেদের কোন অনিষ্ট হতে পারে, তাত মনে করতে পারি নাই।

মা। কিন্তু সরোজ এই সব ঘটনা থেকেই বাস্তবিক পক্ষে ছেলেরা মিছে কথা বলা ও প্রতারণা করা প্রভৃতি দোষ শেখে। শিশু প্রকৃতি বড় সরল ও বিশ্বাস-শীল। তুমি শিশুকে যা বল্‌বে, সে অতি সহজে তাই বিশ্বাস করবে। তাই ছেলেদের মঙ্গল চাও ত তাদের কাছে প্রতারণা করো না। ছেলেরা যদি একবার প্রতারণা ধর্‌তে পারে, মিছে বলছ বুঝতে পারে, তবে তারা তাই অনুকরণ করবে। ভবিষ্যতে তারা তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে, তোমাদের কাছে মিছে কথা বলবে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে একটী গল্প আছে, বলছি শোন। একবার রাত্ত দুপুরে ৺লাহিড়ী মহাশয়ের ছোট একটী ছেলে ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠেছিল, ঝি কিছুতেই তাকে শান্ত করিতে পারে না, কত আদর করে, কত বকে, ছেলে কিছুতেই শান্ত হয় না। নিতান্ত বেগতিক দেখে শেষে ঝি রসগোল্লার লোভ দেখিয়ে কান্না থামাতে চেষ্টা করে। রসগোল্লার নাম করাতেই ছেলে চুপ করিল। পাশের ঘরে লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, এ দুপুর রাত্রে ছেলেকে রসগোল্লা দেওয়া ঝির আদবেই মতলব নেই, ছেলের কান্না থামাবার জন্য ঝি ছেলের সঙ্গে প্রতারণা করছে। লাহিড়ী মহাশয় ঝিকে ডেকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং সেই দুপুর রাতে ঝিকে ময়রার দোকানে পাঠিয়ে রসগোল্লা আনিয়ে ছেলের হাতে রসগোল্লা দিয়ে তবে ছাড়লেন। এ দৃষ্টান্ত হতে তোমরা সহজে বুঝতে পার, সত্য মিথ্যা বিষয়ে ছেলেদের কি রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

লীলা। আচ্ছা মা, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা মিছে কথা

পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট শিথতে পারে না? এমনও ত দেখা যায়, কোন কোন ছেলে বাড়ীতে মা বাপের কাছে বেশ সত্যবাদী সাধু, কিন্তু বাহিরে মিছে কথা বলা বা প্রতারণা করা, সবই করে।

মা। সেটাই ভয়ানক দোষ জেনো। তার প্রতিকার করতে হবে। মিছে কথা ও প্রতারণার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জন্মিয়ে দেবে, মিছে কথা বললে সকলে ঘৃণা করে, কেউ বিশ্বাস করে না, ইত্যাদি বলে তাদের বেশ বুঝিয়ে দেবে। বাহিরে পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট মিছে কথা শিথতে পারে বলে মা বাপ যদি নিজে নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে তাদের মঙ্গল হবে না। বাড়ীতে যদি মা বাপ সত্য কথা বলেন, মিছে কথা বলা ঘৃণা করেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে ছেলেদেরও সে রকম রুচি হয়ে যাবে। ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদেরও যথেষ্ট ত্রুটী আছে বলে মনে হয়। প্রত্যেক মা বাপ ছেলেদের বিশ্বাস করবেন।

সরোজ। কিন্তু আমরাত মা ঠিক বিপরীত করে থাকি। বাড়ীতে কোন রকমের কোন অনিষ্ট হলে, কোন জিনিষ ভেঙ্গে গেলে, কি হারিয়ে গেলে, অথবা কোন রকমের কোন গোলমাল হলে প্রথম হইতেই ছেলেদের ধরে থাকি, সন্দেহ করতে প্রথমেই ছেলেদের সন্দেহ করে থাকি।

মা। সেটা ভয়ানক দোষ। বরাবর একজন লোককে সন্দেহের চক্ষে দেখলে পর সে ভাল থাকলেও খারাপ হয়ে যায়। বিশিষ্ট কারণ ছাড়া কোন দিন কোন কাজের জন্য ছেলেকে সন্দেহের চক্ষে দেখা উচিত নহে। প্রত্যেক ছেলে

মেয়েকে বেশ বুঝতে দেবে যে, তাহার উপর তার পিতা মাতার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সে যাহা বলে, তাহার পিতা মাতা তাহা সত্য বলে গ্রহণ করে থাকেন। এ রকম ভাবে বললে পর ছেলেদের মধ্যে আত্মসম্মান-জ্ঞান জন্মিবে, সহজে মিথ্যাবাদী হইয়া পিতা-মাতার নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে ইচ্ছা করিবে না!

লীলা। মা তোমার কথামত ছেলেদের শেখান যে বড় কঠিন ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

মা। হাঁ লীলা, আমি ত আগেই বলেছি, আমার শিক্ষা উপদেশের শিক্ষা নয়, বই মুখস্থ করিয়ে শিক্ষা দেওয়া নয়। ছেলেদের মানুষ করিতে হলে শুধু বক্তৃতা দিলে চলে না, স্তূপে স্তূপে উপদেশপূর্ণ বই পড়তে দিলে কাজ হয় না, প্রত্যেক মা বাপ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছেলে মেয়েদের হাতে ধরে চালিয়ে নেবেন, নিজে করে এবং ছেলেদের দ্বারা করিয়ে ছেলে-দের শিখিয়ে নেবেন। 'মিছে কথা বলা বড় দোষ' দিন রাত ছেলের কাণে এ মন্ত্র দিলে উপকার হয় না; মা বাপকে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণকে সত্যবাদী হতে হয়, যেন তাঁরা নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ছেলেদের বলতে পারেন "এই দেখ, আমরা কখনও মিছে কথা বলি না, লোককে প্রতারণা করা ঘৃণা করি, তুমিও মিছে কথা কখনও বলো না।

সরোজ। মা, আমার মনে হয় এ রকম শিক্ষা এখন আমাদের দেশে দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা ঢের ভাল কথা জানে, কিন্তু নিজ জীবনে ভাল কাজ বড় একটা করত পারে না। আচ্ছা মা, যদি কোন কারণে ছেলেদের উপর সন্দেহ হয়, তবে কি করা যেতে পারে?

না। কেন, বেশ আস্তে আস্তে আদর করে ঘটনাটা কি, ছেলেদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেবে। হঠাৎ চোখ মুখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলে পর ছেলেরা ভয়ে সত্য কথা গোপন করে ফেলে, মিছে কথা বলতে শেখে। দেখ সরোজ, আর একটী কথা তোমরা বিশেষ ভাবে মনে রাখ্‌বে। উৎসাহ উত্তেজনা ছাড়া আমাদের কোন বৃত্তিই ফুটতে পারে না। মিছে কথা বললে যেমন শাস্তির বিধান করবে, অবিশ্বাস করে সকলের সাম্‌নে ছেলেকে অপমানিত করবে, সত্য কথা বললেও তেমনি তার পুরস্কার করতে হবে। উৎসাহ চাই, সত্য কথা বলে যদি মা বাপের কাছে ছেলেরা উৎসাহ না পায়, তবে সত্য কথা বলিবার জন্য ছেলেদের বিশেষ আকর্ষণ না হওয়ারই কথা। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের বাল্য জীবনের ঘটনাটিত তোমরা বোধ হয় জান।

লীলা। মা, তুমি কি সেই চেরী (cherry) গাছ কাটার কথা বলছ?

মা। হাঁ লীলা, একবার মনে করে দেখ দেখি, ওয়াশিংটনের পিতা কি রকম ভাবে সত্যবাদিতার জন্য ছেলেকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এ জন্যই ত বলি, আদর করে শিক্ষাও দেওয়া যায়, শাসনও করা যায়।

লীলা। তুমি দেখি, মা বাপের প্রাণান্ত করে ছাড়বে।

মিষ্টার ওয়াসিংটনের কথা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"Come to my arms, my boy! You have paid for the cherry-tree a thousand times over. Such an act of heroism is worth more to me than a thousand trees."

George Washington. Page 19

যত অপরাধ শুধু মা বাপের ঘাড়ে চাপাচ্ছ। তোমার উপদেশ মত কাজ করতে গেলে মা বাপের পা ফেলবার সাধ্য নাই। ছেলে মানুষ করা ত নয়, প্রকৃত পক্ষে মা বাপ নিজেদের মানুষ হওয়া।

মা। লীলা আমিত আগেই বলেছি, তুমি কেন এ সব কথা মনে রাখতে পার না? তুমি কি মনে কর, মা বাপ যদি পরিবারটাকে একটা নরককুণ্ড বিশেষ করে রাখেন, সে পরিবারে ছেলেরা কখনও মানুষ হতে পারে? ছেলেরা মা বাপের দোষ শিখবে না, সে দিকে তারা দৃষ্টি করবে না, এও কি কখনও সম্ভব? দুর্গন্ধময় পঁচা ডোবার জলে সুন্দর সুন্দর রুই কাতালের ছানা ছেড়ে দিয়ে চাও খুব বড় বড় মাছ হ'ক; তা হবে কেন, মানুষ তৈয়ার করা যদি এমনি সহজ হ'ত, তবে আর দেশের এত দুর্গতি কেন?

সরোজ। লীলা এত সহজ কথাও বুঝিস্ না? মা বাপেরা সাবধান না হলে, মা বাপেরা নিজেরা ছেলেদের গড়ে না তুললে, ছেলেরা মানুষ হয় কি করে। সত্যবাদিতা কি করে শেখাতে হয়, তা বেশ বুঝেছি মা। এখন অন্যান্য গুণের বিষয় দু একটা কথা বল।

মা। অন্য কি গুণ জানতে চাও?

সরোজ। সভ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ে কিছু বল।

মা। আগে সভ্যতাশিক্ষা বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে পরে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ে তোমাদের বলব।

লীলা। সভ্যতাও কি ছেলেদের শেখাতে হয়?

সরোজ। সে কি বলছিস, লীলা, সভ্যতা কি শেখাতে হয়

না? একটা ছেলে নিয়ে কি আমরা কেহ কোন ভদ্র সমাজে যেতে পারি? একজন ভদ্র লোক বাড়ীতে এলে, তার সঙ্গে কি শান্ত-ভাবে দু একটা কথা বলতে পারি? কথা একটা বলবার সময় কোন ছেলে এদিকে কাপড় টানে, কেহ বা চীৎকার করে, কেহ বা খাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠে, কেহ বা ভদ্র লোকের গায়ে লাফায়ে উঠতে চায়।

মা। সত্যি লীলা, ছেলেদের যে রকম অবস্থা, বড় দুঃখের কথা, আমরা তাদের কোন ভদ্রসমাজে লয়ে যেতে পারি না। এমন কি, দেখা যায়, বাড়ীতে কোন ভদ্র লোক এলে, অথবা কাহাকে খেতে বললে, ছেলেদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করতে হয়, কোন একটা কিছু দিয়ে হয়ত তাদের বাড়ীর বের করে দিতে হয়, অথবা কোন একটা খেলাতে তাদের নিয়োজিত করে রাখতে হয়, নিতান্ত পক্ষে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়।

লীলা। এ রকম ঘটনা ত প্রতিগৃহে দেখতে পাই, তা কি করা যায়?

মা। ওটা কি শিক্ষার দোষ নয়?

লীলা। ছেলেরা যে রকম অনর্থ করে, তাদের ঐ রকম ভাবে না রাখিলে ত হয় না।

মা। আচ্ছা তাদের যদি ঐ রকম ভাবে রাখ, কোন সভা সমিতিতে যদি লইয়া না যাও, কোন এক ভদ্র লোক বাড়ীতে এলে ছেলেদের বাড়ীর বাহির করিয়া দাও, তবে তারা ভদ্রতা শিখবে কোথায়? কি করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, কি করে সংযত হয়ে ভদ্র সমাজের নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়, তা জানিবে কি করে?

লীলা। আচ্ছা কি করা যায় মা?

মা। আগেইত বলেছি, বরাবর ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বে এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের ভদ্রতা শেখাবে, একজন ভদ্র-লোক এলে কি রকম ভাবে চলতে হয়, কি রকম বিনয় ও নম্রভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়, কি রকম শান্তভাবে থাক্‌তে হয়, তাদের দেখাবে। প্রথম কয়েকবার একটু বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহাদের চালালে পর তারা শেষে বেশ ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করতে শিখবে। শুধু আগন্তুক ভদ্র লোকের সহিত, কি সভা সমিতিতে ব্যবহারের সময় তাদের দিকে দৃষ্টি রাখিবে, এমন নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেরা বাড়ীতে হুর হাঙ্গামা করে মহা গোলমাল করে বাড়ীটাকে একটা বাজারের মত করে ফেলে। বাড়ীতেও তাদের বেশ শান্তভাবে চলতে শেখাবে, শান্তভাবে খেলবে, শান্তভাবে কাজ করবে, এবং পরিবারের সকলের সহিত বেশ ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করবে। যে ছেলে পরিবারে ভদ্রতা শেখে না, পরিবারে কারো সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে দেখে না, সে ছেলে সভা সমিতিতে কি বাড়ীতে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জানবে না। তাই ছেলে বেলা হতে ভদ্রতা শেখাতে চেষ্টা করিও। এখন সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ে বলছি, শোন। এ দুটা গুণও ছেলেরা অল্প বয়স থেকে শিখতে থাকে। অল্প বয়স থেকে যাতে ছেলেরা পরের জিনিষে লোভ না করে, পরের ন্যায্য প্রাপ্য না রাখে, এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

লীলা। কি করে শেখাতে হবে মা?

মা। প্রথম উপায়, মা বাপ নিজেরা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাবেন।

নিজের যে জিনিষ নয়, সেটা তাঁরা নিজেরা রাখেন না, সেটা নিজের বলে রাখতে ঘৃণা করেন, পরের জিনিষ নিজের কাছে থাকলে পর সে জিনিষের যথাসম্ভব যত্ন তাঁরা নিয়ে থাকেন, এবং সময় মত সেটা যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দেন। ছেলেরা যদি বরাবর দেখতে পায় যে পরিবারে মা বাবা পরের জিনিষ রাখেন না, পরের যাহা, সময় মত তাকে তাহা ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে ছেলে মেয়েদেরও সে রকম স্বভাব দাঁড়িয়ে যাবে।

সরোজ। সে কি মা, পরের জিনিষ কি কেউ না নিয়ে পারে? এক পরিবারের মধ্যে থাকলে একজনকে অন্য জনের জিনিষ প্রায়ই ব্যবহার করতে হয়।

মা। সরোজ, তুমি আমার উদ্দেশ্য বোঝ নাই। আমরা সাধারণতঃ কি দেখ্‌তে পাই? আমি হয়ত তোমার একটা জিনিষ নিয়ে ব্যবহার করছি, তুমি তা মোটেই জান না, তুমি সেটা খুঁজে খুঁজে অস্থির হয়ে পড়েছ। হয়ত তোমার একটা জিনিষ আমি ব্যবহার করিতে এনেছি, আর সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছি না, যেমন তেমন করে আমার ইচ্ছামত আমার নিজের জিনি-ষের মত ব্যবহার করছি। পরিবারে একে অন্যের জিনিষ ব্যবহার করবে না, বা করা উচিত নয়, তা আমি বলছি না, তবে আমরা সাধারণতঃ এ রকম দৃষ্টান্তই বেশী দেখতে পাই। এ রকম দৃষ্টান্ত ছেলেদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে হয় না। তাদের বেশ পরিষ্কার করে বুঝতে দেওয়া উচিত, কোন্ জিনি-ষটা তার নিজের, কোন্ জিনিষটা অন্যের, তার নিজের জিনি-ষটা কি ভাবে ব্যবহার করবে, পরের জিনিষটা কি ভাবে ব্যব-হার করবে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারে একটি ছেলে

হয়ত অন্য একজনের একটা খেলনা ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে, খেলনাটা তার হাত ছাড়া করবার চেষ্টা করলেই সে কেঁদে ওঠে, এ অবস্থায় মা, কি পরিবারের অন্য কেহ বলে থাকেন "কি হবে থাক, ছেলে মানুষ খেলুক, ওটাত অন্য কাহারও নয়, বাড়ীর লোকেরইত জিনিষ, খেল্‌না এক ছেলে না এক ছেলে ত ভাঙ্গবেই। ছেলেকে কাঁদিয়ে দরকার নেই। খেলনাটা নিয়েছে একটু খেলুক, ক্ষণিকক্ষণ পরেই ভুলে যাবে, তখন না হয় খেলনাটা লুকিয়ে রেখে দেওয়া হবে।" এ রকম ভাবে অনেকেই ছেলেদের অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

লীলা। আচ্ছা মা, এ অবস্থায় তুমি কি করতে বল ?

মা। কেন ছেলেকে বেশ বুঝতে দেবে এ জিনিষ তার নয়। যার জিনিষ সে না বললে তার সেটা নেবার কোন অধিকার নেই। যার জিনিষ তার অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে শেখাবে। বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করে তাদের কোন জিনিষ ব্যবহার করা আমরা আবশ্যক মনে করি না এবং ছেলেদেরও সে ভাবে শিক্ষা দেই না, এতে ফল হয়, ছেলেরা আপন পর ভেদ করতে শেখে না, পরের জিনিযে লোভ করে বসে, নিজের বলে দাবি করে। অনেক সময় দেখা যায়, মা ছেলেকে কোন বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গেলে, ছেলে সে বাড়ীর জিনিষের উপর দাবি করে বসে, সে বাড়ীর ছেলের সঙ্গে জিনিষ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, শেষটা মাকে ভারি লজ্জিত হতে হয়। এমনও দেখা যায়, একজনের হয়ত একটা জিনিষ নিয়ে এসেছে, সেটা আর ফিরিয়ে দেয়নি, অথবা এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে, যে সেটা আর ব্যবহারের উপযোগী নয়।

সরোজ। আচ্ছা আর কি উপায় আমরা গ্রহণ করতে পারি।

মা। অনেক সময় কোন একটা জিনিষ কোথাও কুড়িয়ে পেলে বা অন্য কেহ অব্যবহার্য্য বলে ফেলে দিলে আমরা সেটা ছেলেদের হাতে দিয়ে আপন ইচ্ছা মত খেলতে বলে থাকি।

লীলা। তাতেও কি দোষ হয়ে থাকে মা?

মা। দোষ হয় বই কি। তাতেও পরের জিনিষে লোভ হয়ে থাকে। ছেলেরা যদি দেখতে পায়, অন্য কেহ কোন একটা জিনিষ হারিয়ে ফেলে, সেটা সে যদি পায়, সেটা তার হবে, সে ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে পারবে, তবে তার মনে এ ইচ্ছাটা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, পরে জিনিষ হারিয়ে ফেলুক, আর সে তাহা পাক। অন্যের কাছে একটা সুন্দর জিনিষ দেখলে পর সে হয়ত মনে মনে ভাববে "আহা! জিনিষটা যদি সে হারিয়ে ফেলে, আর আমি যদি তাহা পাই, তবে বেশ হয়।" অনেক সময় দেখা গিয়াছে, কোন কোন ছেলে ইচ্ছা করে অন্যের খেলনা লুকিয়ে রাখে এবং কিছু দিন গেলে পর বের করে এনে বলে 'কুড়িয়ে পেয়েছি।' তাই কুড়ান জিনিষেও ছেলেদের কোন দাবি করতে দেওয়া উচিত নয়। অন্য পক্ষে প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করতে তাকে উৎসাহিত করবে। বস্তুতঃ এই ভাব থেকেই আমাদের দেশে একটা রীতি হয়েছে, কোন লোক যদি কোথাও কোন জিনিষ কুড়িয়ে পায় তবে সেটা সে নিজে নিতে পারে না, প্রকৃত মালিক দাবি না করলে কোন ভিক্ষুক কিম্বা অন্য কোন গরীবকে দান করতে হয়।

লীলা। পরের ত্যাজ্য জিনিষ ব্যবহার করতে দিলে কি দোষের সম্ভাবনা মা ?

মা। তাতে ছেলেদের আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি থাকে না। বরাবর পরের ছেড়া, ভাঙ্গা জিনিষ ব্যবহার করিতে করিতে পরের ত্যাজ্য জিনিষের প্রতি ঘৃণার ভাব ছেলেদের মন হতে উঠে যায়। ছেলেদের বুঝতে দেওয়া উচিত, তার যে জিনিষ নাই, সে সে জিনিষ ছাড়া থাকিতে অভ্যাস করিবে, পরের ব্যবহৃত কদর্য্য, পরিত্যক্ত জিনিষ তার ব্যবহার করা উচিত নয়। পরের জিনিষের প্রতি বিশেষতঃ পরিত্যক্ত জিনিষের প্রতি তার একটা ঘৃণা হওয়া উচিত। অনেক সময় গরীব মা বাপ প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেদের ত্যাজ্য নষ্ট খেলনা ইত্যাদি কুড়ায়ে আপন ছেলেদের দিয়ে থাকে। এতে কিন্তু ছেলের প্রকৃতি বড় নীচ হয়ে উঠে বলে মনে হয়।

সরোজ। মা, তোমার কথা শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে, অনেক সার কথা তোমার কাছে শিখছি, কত নূতন কথাই তুমি বলছ! আহা! এ সব সার কথা যদি মা বাপ মনে রাখেন, তবে ছেলেদের কত মঙ্গল হয়! আমরা স্কুল কলেজে পৃথিবীর কত কাণ্ড কারখানার কথা পড়ে থাকি, কি করে বেলুন শূন্যে উঠে, কি করে রেলগাড়ী চলে, কি করে জোয়ারভাঁটা হয়, কি করে দিন রাত হয়, কি করে বৃষ্টি পড়ে ইত্যাদি কত সৃষ্টি-রহস্যই পড়ে থাকি, অথচ কি করে আমাদের ছেলে মানুষ হয়, কি করে তাদের শরীর সুস্থ রাখতে হয়, সে সব একটুও পড়ান হয় না।

মা। দেখ সরোজ, আরও একটা বিষয়ে আমাদের বিশেষ

মনোযোগী হওয়া উচিত। ছেলেদের প্রতি আমাদের কখনও অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

লীলা। তার মানে কি মা?

মা। ছেলেদের যেমন অন্যের কোন জিনিযে লোভ করা উচিত নয়, অন্যের কোন জিনিষ পেলে যেমন তাকে তা ফিরায়ে দিতে উৎসাহিত করা উচিত, তেমন অন্য কাহাকেও তাদের জিনিযে লোভ করতে দেওয়া উচিত নয়। বিনা কারণে তাদের কোন জিনিষ অন্যকে দেওয়া উচিত নয়, তাদের জিজ্ঞাসা না করে তাদের জিনিষ অন্য কাহাকে দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন সময় দেখা যায়, ছেলে তাহার নিজের হাতের খাবারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে, অন্য ছেলের হাতের খাবারটা পাবার জন্য জিদ্ করে কেঁদে আকুল হয়ে যায়। সে ছেলে তার খাবা-রটা দিতে না চাইলে মা জোর করে অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে দিয়া থাকেন। এ রকম ব্যবহারে কিন্তু ছেলেদের নীতি শিক্ষার প্রত্যবায় ঘটে।

একটী ছেলের খিদে পেয়েছে, সে জন্য হয়ত সে খুব কাঁদছে, মা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, খাওয়াতে সময় পাচ্ছেন না, ছেলের কান্নাতে অস্থির হয়ে ছেলেকে দু একটা চড় দিয়ে শান্ত করে দিলেন। এ রকম ঘটনাও আমরা দেখতে পাই। এতে কিন্তু ছেলেদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার বিভ্রাট জন্মে। ন্যায়ের পুরস্কার, অন্যায়ের শাস্তি, এ দুটা না দেখলে পর ছেলেরা ন্যায়পরায়ণতা গুণ শেখে না। ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন অন্যায় কাজ না করিলে ছেলেকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, অনেক সময় দেখা যায়, ছেলের কোন অন্যায় করিবার ইচ্ছা ছিল না, ঘটনাক্রমে একটা

অন্যায় হয়ে পড়েছে, মা বিচার না করিয়া ছেলেকে ছুটার ঘা লাগিয়ে দিলেন। দুজন ছেলে ঝগড়া করে মার কাছে নালিশ করলে মা বিনা বিচারে কে দোষী সাব্যস্ত না করে, বড় জনকে খুব বকে দিলেন, ফলে ছোট জনের অন্যায় ব্যবহারে প্রশ্রয় দিলেন, বড় জনের ন্যায় ব্যবহারে বাধা দিলেন।

সরোজ। আচ্ছা এ রকম অবস্থায় কি করা যেতে পারে?

মা। ছেলেদের সামনে বরাবর ন্যায়ের সম্মান করবে। অন্যায়ের শাস্তি দেবে। পক্ষপাতিতা কখনও তাদের দেখতে দেবে না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ছেলে তার খেলনাটা হারিয়ে ফেলেছে, অন্যেরটা নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করেছে। অথবা অন্যের জিনিষ দিয়া খেলতে গিয়ে অন্যেরটা ভেঙ্গে ফেলেছে কি হারিয়ে এসেছে, এ অবস্থায় তোমাকে যদি বিচার করতে হয়, তুমি যার জিনিষ তাকে দেবে। ভাঙ্গা খেলনার পরিবর্ত্তে, যে ভেঙ্গেছে, তার ভাল খেলনাটা, যার খেলনা ভেঙ্গেছে, তাকে দেবে। যদি কোন অপরাধ করে থাকে, বিচার করে শাস্তি দেবে, যদি কোন অপরাধ না করে থাকে, শুধু শুধু কখনও তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে না। এভাবে ছেলেদের শিক্ষা দিলে পর তাদের মধ্যে অতি সহজে ন্যায় অন্যায়ের বিচারশক্তি ফুটে উঠে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বোধ হয় তোমাদের আর বিশেষ কিছু বলতে হবে না, এখন আমি আর একটী গুণের কথা তোমাদের নিকট বলছি শোন।

লীলা। সে কি গুণ মা?

মা। সে হচ্ছে সাহস, আমি সাহস বিষয়ে তোমাদের দু একটা কথা বলব মনে করেছি। অন্যান্য গুণের মত ইহাও মনুষ্যত্বের একটা বিশেষ লক্ষণ।

সরোজ। সত্যি মা, সাহস মনুষ্য জীবনের অতি আবশ্যকীয় একটী গুণ। শুধু জ্ঞান থাকলে কিছু হয় না, সাহসের অভাবে অনেক সময় অনেকে অনেক ভাল কাজ করতে পারেন না। আমার বোধ হয়, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা আবশ্যক।

মা। সরোজ, তুমি ইহার আবশ্যকতা যেন বেশ বুঝেছ, বোধ হচ্ছে।

সরোজ। হাঁ মা, আবশ্যকতা বেশ বুঝি, তবে ছেলে মেয়ে-দের শেখাতে জানি না। এই দেখ না, আমার খোকা কেমন দিন দিন ভীরু হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে ঘরের বাহিরে একা পা দিতে চায় না, লোকের সঙ্গে মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, কোন একটা কাজ করে সাহস করে বলতে পারে না।

মা। সরোজ, আমাদের ছেলে মেয়েরা ভারি ভীরু। শুধু ছেলে মেয়েরা বলি কেন, যুবক যুবতীরাই বা কোন্ সাহসী। আমাদের বদনাম আছে, আমাদের সাহস নাই, সাহস করে কোন কাজ করতে আমরা পারি না। বস্তুতঃ এখনকার দিনে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই কি, অনেক সময় আমরা যাহা ভাল বুঝি, সাহস করে তাহা করতে পারি না।

সরোজ। আচ্ছা মা, এ রকম ভীরুতার মূল কোথায় বলতে পার কি? কেন আমাদের ছেলে মেয়েরা এত ভীরু হয়ে যাচ্ছে?

মা। সরোজ, কারণ খুঁজতে আমাদের বেশী দূরে যেতে হবে না। প্রত্যেক ঘরেই যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাবে। আমরা অতি অল্প বয়স হতে ছেলেদের মধ্যে সাহস জন্মিতে দেই না, সরল ভাবে কাজ করতে দেই না, তাতেই তারা এত ভীরু হয়ে পড়ে। পূর্ব্বে বলেছি, শিশু প্রকৃতি নিতান্ত সরল, তারা কুটিল- তার ধার ধারে না। যাহা বুঝবে, তাহা করবে, যাহা দেখবে তাহা বলবে, ইহাই তাহাদের স্বভাব। এই সরল প্রকৃতির জন্য শিশুরা সর্ব্বত্র আদৃত, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়া থাকে। শিশুরা ঘটনা বিকৃত করতে জানে না বলেই শিশুদের সামনে লোকে কোন অন্যায় কাজ করিতে সাহস করে না।

লীলা। হাঁ মা শিশুরা বেশ সরল, তাত জানি, ভীরু হয় কেন? সরল হলে কি ভীরু হতে পারে না?

মা। না লীলা, সরল প্রকৃতির লোকের ভীরু হওয়া স্বাভাবিক নহে। ক্রমে সব বুঝিয়ে বলছি শোন। আমরাই ছেলেদের ভীরু করে থাকি, সরল ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দেই না, তাতেই তারা ভারি ভীরু হয়ে উঠে। নিজে কোন কাজ করলে, কি কোন কথা বল্লে আমরা তাদের বকে দিয়া থাকি, স্বাধীন ভাবে তাদের কোন কাজ করতে উৎসাহ দেই না, সাহস জন্মাবে কি করে? ছেলেদের ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখবার জন্য আমরা কত ফন্দি না আঁটিয়া থাকি। কত ভূত প্রেত জুজুর আবিষ্কার করে থাকি। ছেলে একটুখানি ঘরের বের হলে পর "শেয়ালে কামড়াবে" 'পাগলে ধরবে' 'মা মারবে' 'বাবা বকবে' ইত্যাদি কত অলীক কথাই বলে থাকি। রাত্রে অন্ধকারে একটু বের হলে পর 'ওমা অন্ধ-

কারে ভূত আছে' 'জুজু ধরে নেবে' কত কি বলি। এই অকারণ ভূত প্রেতের সৃষ্টিতে আমাদের ছেলেদেরই কি মহা অমঙ্গল হয়ে থাকে সহজেই বুঝিতে পার, তারা নিজেরাই এক একটী ভূত প্রেত সেজে ঘরের কোণে বসে থাকিতে ভালবাসে, ছেলে বেলার এই ভূতের ভয় জীবনে আর কখনও যায় না। এই পাশের বাড়ীর রামরতনের বয়স এখন ৫০ বৎসর, অথচ সে এখনও রাত্রে একা বাড়ীর বাহির হতে সাহস করে না।

সরোজ। আচ্ছা মা, ছেলেরা যে রকম অশান্ত প্রকৃতির, এ রকম কোন একটা কৌশল উদ্ভাবন না করলে তাদের যে ঘরে রাখা যায় না। কোন ছেলে কোন দিন, কোথায় ছুটে যায়, তার কি ঠিক আছে!

মা। এতেই সরোজ তোমাদের অপটুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তোমরা যে ছেলেদের শাসনে রাখতে পার না তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হচ্ছে। এখন দেখ সরোজ, উচিত সময়ে ছেলেদের একটা সৎশিক্ষা না দেওয়াতে কি অনর্থটা না হচ্ছে, কত মিছে কথা বলতে হচ্ছে, কত ফন্দি আঁটিতে হচ্ছে?

লীলা। একটী কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়েছে মা। এই যে দিদি বল্লে প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা আবশ্যক, তার মানে কি? সাহস ছাড়া কি গুণ থাকতে পারে না?

মা। সরোজ, তোমার কথা তুমিই লীলাকে বুঝিয়ে বল।

সরোজ। এত মোটা কথা তুই বুঝলি না লীলা, শোন বুঝিয়ে বলছি। এই যে আমার খোকা পুলু, জানিস ত তার প্রকৃতি বড়ই সরল। যেখানে যেটা দেখবে, যেখানে যেটা করবে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সে ঠিক সেটা বলে দেবে।

লীলা। হাঁ দিদি সত্যিই ত। সেই দিন টেবিলের উপর একটা কাচের গ্লাস রেখে দিয়েছিলুম, পুলু হয়ত মনে করেছিল সেখানে কিছু খাবার আছে, টেবিলের উপর থেকে গ্লাস নামাতে গিয়ে গ্লাসটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই এসে আমাকে বল্লে "মাসীমা, গ্লাস ভেঙ্গে ফেলেছি।"

সরোজ। এটা যে কেবল পুলুর বিশেষ গুণ তা নয়, ছোট ছেলেরা সকলেই এ রকম করে থাকে।

লীলা। তাই যদি হবে, তবে আর সাহসের দরকার কি? পুলু যে সরল ভাবে আপনার দোষ স্বীকার করলে, এটা কি একটি গুণ নয়?

মা। লীলা, তুমি সরোজের কথা ঠিক বুঝতে পারলে না। সরল ভাবে ব্যবহার করা ছেলের প্রকৃতি, কিন্তু নানা কারণে ছেলেরা আপন প্রকৃতি অনুসরণ করতে পারে না। নানা ভয় নানা প্রলোভন এসে বাধা দেয়। সে সব অতিক্রম করিবার জন্য সাহস পেছনে থাকা চাই। এই মনে কর, একটী ছেলে বেশ বুঝতে পারলে, সত্য কথা বলা ভাল, কিন্তু একদিন একটা গুরুতর অন্যায় করে তাহা যদি প্রকাশ্যে স্বীকার না করতে পারে, তবে তার 'সত্য কথা বলা ভাল' এই জ্ঞান থাকায় কি উপকার হ'ল? তাই সরোজ বলছে, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা দরকার।

লীলা। সাহসও কি একটা গুণ নয়, সেটাও কি ছেলে-দের প্রকৃতিগত নয়?

মা। হাঁ লীলা, সাহস একটা গুণ বই কি। সেটা বাহিরের কিছু নয়, মানুষের প্রকৃতিগতই বটে। সাহস একটা শক্তি

বিশেষ। প্রত্যেক শক্তি যেমন চালনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, সাহসও তেমনি, যতই সাহসের কাজ করবে, ততই সাহস বেড়ে যাবে। যে ছেলে সর্ব্বদা যাহা বুঝে, তাহা যদি করতে চেষ্টা করে, উত্তর কালে সে সাহসের সহিত পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ছেলে মেয়েদের মধ্যে সাহস জন্মিতে দিই না, এই যে পুলুর কথা বল্লে, তার যদি সাহস না থাকত, সে যদি বকুনি খাবার ভয় করত, তবে সে সরল ভাবে দোষ স্বীকার করতে কখনও পারত না। গল্পে ও ইতিহাসে অসাধারণ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তোমরা পড়েছ। নৈতিক সাহস জীবনের উন্নতির পক্ষে বিশেষ দরকারী। এই সাহসের উপর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। যে ছেলে যাহা ভাল বুঝে, তাহা যদি সাহস করিয়া প্রকাশ্যে না করিতে পারে, সাহস করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারে, তবে তার শিক্ষা কি জ্ঞানের দ্বারা কি কাজ হতে পারে? একটী নৈতিক সাহসের দৃষ্টান্ত বলি। তোমরা সকলেই জান, পরলোকগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতুল বিভবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর নানা কারণে তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। একটা দলিল লইয়া আদালতে এক মোকদ্দমা উঠে। তাঁহার সাক্ষ্যের উপর মোকদ্দমার ফলাফল নির্ভর করে। মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষগণের জিত হইলে তাঁহার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি প্রতিপক্ষগণের হস্তগত হয়। তিনি যদি সত্য কথা বলেন, প্রতিপক্ষগণেরই জিত হইবার সম্ভাবনা। একটা মিছে কথা যদি বলেন, তবে তাঁহার পিতার অতুল বিভ-

বের অধিকারী হয়ে তিনি সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। সকলেই মনে করিয়াছিল, মহর্ষি মিথ্যা কথা বলিবেন। অনেকে হয়ত সে পরামর্শও দিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যপ্রিয় মহর্ষি পিতার অতুল সম্পত্তির লোভ উপেক্ষা করিয়া সত্য কথা বলিয়া সৎ সাহসের পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। ঈশ্বর অবশ্য তাঁহার সাহসের পুরস্কারও দিলেন,—তিনি অতুল বিভবের অধিকারী হইয়া সুখে কাল কাটাইয়া গেলেন। সত্য অনুসরণ করিবার জন্য, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ছেলেদিগকে বরাবর উত্তেজিত করবে। বিনা কারণে ছেলেদের যতই ভয় দেখাবে, যতই তাদের সৎকাজের বাধা দেবে, ততই তারা ভীরু হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আমাদের দেশে অতি সত্য পুরাতন এক শ্লোক আছে—

ভয় করিলে ভয় বাড়ে
নিদ্রা বাড়ে শয়নে,
মন্থনে নবনী বাড়ে
আহার বাড়ে ভোজনে।

অনেক বাড়ীর ঝি চাকর, এমন কি, অনেক বুড় মানুষও, ছেলেরা যদি কোন অনিষ্ট করে, তবে নানা ভয় দেখিয়ে তাদের প্রাণ শুকিয়ে দেয়। ছেলেরা যদি কিছু ভাঙ্গে, অনেকেই বলে থাকেন, 'কি সর্ব্বনাশ, এমন সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে ফেল্লে, এখন যদি মা দেখেন, তবে মেরে হাড় গুড়ো করে দেবেন।' কেহ কেহ আবার বলে থাকেন "মাকে বলিস না, বল্লে মা বক্‌বেন।" এ রকম ভাবেই আমরা ছেলেদের প্রকৃতি নষ্ট করে ফেলি।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা কি করতে পারি?

মা। কেন কথনও ছেলেদের ভয় দেখাবে না, প্রত্যেক ভাল কাজে বুক ফুলিয়ে সাহসের সহিত অগ্রসর হতে উৎসাহ দেবে, অন্যায় করলে পর সাহসের সহিত অন্যায় স্বীকার করতে বলবে। এ রকম সাহস যদি তাদের মধ্যে জন্মাইয়া দিতে পার, তবে মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নানা দোষের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে, ভয় এক জিনিষ তাদের কাছে আসতে পারবে না। মহাবীর নেলসন্ সম্পর্কে একটী গল্প আছে, বলছি শোন। ছেলেবেলা একবার তিনি একা এক পাখীর অনুসরণ করতে করতে বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলেন। বাড়ীর সকলে তাঁহাকে অনেক খোঁজ করেও পাইল না, তাঁহার ঠাকুর মা অনেক জায়গা খুঁজে, অনেক্ষণ পরে শেষে এক নির্জ্জন মাঠে একটা গাছের তলায় দেখতে পেলেন, এবং তাঁহাকে দেখে কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠলেন, "হাঁরে ছোক্‌রা, তোর কি একটুও ভয় নেই? একলা কোন্ সাহসে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে বসে রয়েছিস, তোর ভয় করে না?" সরল শিশু ঠাকুরমার কথার মানে না বুঝে, সরল ভাবে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "ভয় কি রকম ঠাকুর মা বল না?" উত্তর কালে উক্তবালক অসীম সাহসী বীর পুরুষ হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁহার সাহসের জন্য ইংলণ্ড আজ গৌরবান্বিত। উদ্ভিদ যেমন জল বাতাস ছাড়া বাড়িতে পারে না, তেমন উৎসাহ না পাইলে মানুষের কোন গুণ ফুটিয়া উঠিতে পারে না; সাহস বিশেষ রকম উৎসাহ চায়। তোমরা জান, রাজ সরকার থেকে সাহসী ব্যক্তিকে

বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। বিলাতে অনেক সভা সমিতি রয়েছে, সে সব সভার থেকে সাহসের জন্য বিশেষ বিশেষ পুরস্কারের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। সাহস বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার কথা গুলো মনে রেখে যদি তোমরা কাজ কর, আমি আশা করি, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করতে পারবে।

লীলা। এখন মা বেশ বুঝতে পারি, আমরা কেন অনেক সময় অনেক ভাল কাজ করতে পারি না। দিদি ঠিকই বলেছিল, প্রত্যেক গুণের পেছনে সাহস থাকা দরকার।

মা। আমি আজ আর একটা নূতন কথা তোমাদের বলতে ইচ্ছা করি। যে গুণের কথা আমি তোমাদের বলতে ইচ্ছা করেছি, বঙ্গ-সমাজে, বঙ্গ-পরিবারে অনেকেই তাহা কি, জানেন না।

লীলা। সে কি গুণ মা বল না, তোমার সব কথাই নূতন, এ সব কথা ত আর কোথাও শুনিনি।

মা। আমি যে গুণের কথা বলতে ইচ্ছা করেছি, সে গুণ আত্মনির্ভরশীলতা, ইহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভিত্তি। যার ভিতর এই গুণ নাই, সে কখনও সংসারে প্রকৃত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবে, এ গুণটা কি করে তাঁদের বেলুনের মত উপর দিকে তুলে নিয়েছে, আমাদের কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বিলাতের বেনজামিন ডিস্‌রেলী, রবার্টপিল, আমেরিকার এব্রাহেম লিন্‌কোলন, জেমস গারফিল্ড * প্রভৃতি

* উল্লিখিত প্রত্যেক মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে আত্মনির্ভর-শীলতা

মহা পুরুষগণের জীবনে আত্মনির্ভরশীলতা গুণ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে এ গুণটা কি, অনেকেই জানেন না।

সরোজ। সত্যি মা, এ গুণটা একেবারে নূতন, অন্যান্য গুণ গুলির একটু আধটু জ্ঞান অনেক পিতা মাতার আছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সকলে সমান অজ্ঞ।

লীলা। মা, গুণটা কি বুঝিয়ে বল না।

মা। যে গুণে মানুষ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে শেখে, পরের সাহায্য ভিক্ষা না করে, পরের অনুগ্রহের জন্য পরের কাছে কাকুতি মিনতি না করে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখে, নিজের কাজ নিজে করে, নিজের সাহায্য নিজে করে, নিজের বুদ্ধি ও নিজের বলের উপর নির্ভর করে সংসারে নিজের উন্নতি নিজে করে থাকে, আত্মনির্ভরশীলতাই সেই গুণ। এ গুণের উপর আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নির্ভর করে। স্বাবলম্বন মনুষ্য চরিত্রের বিশেষত্ব, যার আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, নিজের দিকে দৃষ্টি নাই, সে বরাবর প্রতি কাজে পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেবেলা থেকে যে ছেলে এ ভাবে শিক্ষা পাইয়া থাকে, বড় হলে যে সে নিজের উন্নতি নিজে করতে পারবে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারবে, সে আশা

গুণের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে হইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ পরিবারে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন-দিগকে উল্লিখিত মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলিবেন আশা করিয়া এ গ্রন্থে উক্ত গুণের দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করা হইল না।

মুখা। তাই প্রত্যেক পিতা মাতার কর্ত্তব্য, ছেলেদের আত্ম-নির্ভর-শীল হইতে শিক্ষা দেওয়া।

সরোজ। সে শিক্ষা কি করে দেওয়া যেতে পারে মা?

মা। প্রত্যেক ছেলেকে এক একটা কাজের ভার দিও এবং সে কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চেষ্টা করিও। তুমি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সাহায্য করিও না, আবশ্যক বোধে দু একটা উপায় বলে দিতে পার। এ ভাবে ছেলে বেলা হতে কাজ করতে করতে ছেলেরা আপনাদের শক্তির উপর নির্ভর করতে শিখবে। পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজের কাজ নিজে করতে চেষ্টা করবে। ছেলেদের হাঁটবার বয়স হলে তাদের বরাবর কোলে করে রাখলে যেমন তারা হাঁটতে চায় না, বরাবর পরের কোলে কোলে থাকতে চায়, তেমনি যদি প্রতি কাজে ছেলেকে তোমার মুখাপেক্ষী করে রাখ, তোমার সাহায্য ছাড়া কোন কাজ করতে না শেখাও, সে কখনও নিজের উপর নির্ভর করে চলতে শিখবে না, আজীবন পরের গল-গ্রহ হয়ে থাকতে চাবে। আত্মসম্মানজ্ঞান তার থাকবে না। জীবনে সে উন্নতি লাভ করতে পারবে না। লীলা, তুমি ইংরাজীতে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট গারফীল্ডের জীবনচরিত (From Log-cabin to White House) নামক বই খানি কি পড়নি?

লীলা। হাঁ পড়েছি, বেশ সুন্দর বইত। কেন মা, সে কথা জিজ্ঞেস করলে?

মা। তুমি জান গারফিলড্ যে বাড়ীতে চাকুরী করতেন, সে বাড়ীর একটী মেয়ে এক দিন রাত্রে গারফিল্ডকে (hired servant) 'মাহিনার চাকর' বলে বিদ্রূপ করেছিল।

লীলা। হাঁ মা জানি বই কি? তার জন্যই ত গারফিল্ড পরদিন সকালে চাকুরী ছেড়ে চলে যান।

মা। গারফিল্ড কি বলেছিলেন মনে আছে?

লীলা। সব কথা মনে নেই, তবে এ কথা বেশ মনে আছে, গারফীল্ড বলেছিলেন "আমি আর মাইনার চাকর (hired servant) হয়ে থাকব না, আমি মাহিনা দিয়ে নিজে চাকর রাখতে পারি কিনা একবার দেখাব।"*

মা। সার কথা গুলোই তোমার মনে আছে। গারফীল্ডের যদি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান না থাকত, তবে তিনি নিতান্ত গরীব অবস্থায় থাকিয়াও তার পর দিন অমন সুবিধার চাকুরী ছাড়তে পারতেন না। যদি নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস না থাকত, নিজের অবস্থার উন্নতি নিজে করতে পারবেন, এ সাহস তাঁর যদি না থাকত, তিনি কখনও সাহস করে বলতে পারতেন না—"আমি নিজেই মাহিনা দিয়ে চাকর রাখব (I'll hire servants yet") উন্নতিশীল জাতির মধ্যেই এই গুণটা বিশেষ ভাবে দেখতে পাবে। জাপানের কথা কি তোমরা শোন নি?

সরোজ। শুনেছি বইকি মা। এই ত অল্পদিনের মধ্যে জাপান জাতি কেমন বাতাসের মত উঠে গেল। কিছু দিন আগেই ত আমাদের হেমবাবু জাপানীদের "অসভ্য জাপান"

* গারফীলডের কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"Hired servant"! I can rise above that I know, and I *will.* I'll not stay in this place another day, let what will happen. I'll leave tomorrow. The trollope shall see whether I am a 'hired sarvant' or not. "I'll hire servants yet." *From Log-cabin to white house, Page* 122.

বলে কবিতা লিখেছিলেন না? এত শীঘ্র যে জাপান উন্নতি করে পৃথিবীর সুসভ্য জাতির সমকক্ষ হতে পারবে, কেহ বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নাই।

মা। হাঁ সরোজ, জাপানের উন্নতি দেখে এখন পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দেশের লোকের ভিতর প্রাণ থাকলে দেশ উঠিতে আর কয় দিন লাগে? তুমি যদি জাপানের উন্নতির ইতিহাস পড়, দেখতে পাবে রমণীরা কেমন জাতীয় উন্নতির সাহায্য করেছে। জাপানে আত্মনির্ভর-শীলতা গুণটা বেশ দেখা যায়।

সরোজ। মা, জাপানে আত্মনির্ভরশীলতা গুণটা কি করে শেখা হয়?

মা। জাপানে যদি কারো অবস্থা খারাপ হওয়ায় বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করতে হয়, জাপানের সঙ্গতিশালী কোন ব্যক্তি বা কোন সদাগর তাকে কিছু টাকা কিম্বা ব্যবসায়ের জিনিষ দিয়া থাকেন, সে ভিক্ষা না করে ঐ জিনিষ দিয়া ব্যবসা করে নিজ জীবনের উন্নতি করতে চেষ্টা করে।

সরোজ। সত্যি মা, এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অতি বিরল। পরের উপর নির্ভর করে থাকতে পারলে আমাদের দেশের লোকেরা নিজের উপর আর নির্ভর করতে চায় না।

মা। সরোজ, যত দিন তোমরা ছেলেদের আত্মনির্ভরশীল হতে না শেখাবে, যত দিন ছেলেরা আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি না করবে, ততদিন দেশের উন্নতি হবে না। ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা, পরের অনুগ্রহ দ্বারা কারো কখনও উন্নতি হতে পারে না। নিজের পায়ের উপর না দাঁড়াতে পারিলে কোন

জাতি কি কোন ব্যক্তি উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারে না। অতএব ছেলেদিগকে বরাবর আত্মনির্ভর-শীল হতে উৎসাহ দেবে। আরও একটা কাজ তোমরা করিতে পার ?

লীলা। কি কাজ মা ?

মা। ছেলেদের সামনে বরাবর উচ্চ আদর্শ ধরিও।

সরোজ। কি রকম মা ?

মা। দেশের মহাপুরুষগণের আদর্শ তাহাদের সামনে ধরিও। মহাপুরুষদের চরিত্রের কথা বলিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। সময় সময় মহাপুরুষগণের চিত্র-সম্বলিত পুস্তক (album) তাহাদের হাতে দিও। তাহাতে ছবি দেখে ছেলেদের এক দিকে যেমন আমোদ হবে, মহাপুরুষের কথা শুনতেও তাদের বেশ আগ্রহ হবে।

সরোজ। আচ্ছা মা আর কোন্ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক ?

মা। অর্থ ব্যবহার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া তোমাদের পক্ষে আবশ্যক। আমি অর্থ ব্যবহার বিষয়েই এখন দু একটা কথা বলতে চাই।

লীলা। সে কি মা! অর্থ ব্যবহারও কি আবার ছেলেদের শেখাতে হয়। তাত কখনও শুনিনি। তুমি যে মা কত নূতন কথাই শেখাচ্ছ। কি করে টাকা রোজগার করতে হয়, কি করে টাকা খরচ করতে হয়, এও আবার ছেলে মেয়েদের শেখাতে হয়!!

মা। শেখাতে হয় বই কি। অর্থ ব্যবহার শেখাটা কি নিতান্ত অনাবশ্যক বলে মনে কর ? জীবনের সুখ-

স্বচ্ছন্দতা অনেকটা অর্থের উপর নির্ভর করে। টাকা পয়সার ব্যবহার না জানাতে টাকা পয়সা থাকা স্বত্বেও অনেককে বড় কষ্টে জীবন যাপন করতে দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ টাকা পয়সা বিষয়ে মানুষ ঠিক থাকতে না পারলে, মানুষ বেশীদিন অন্যান্য গুণ জীবনে রক্ষা করতে পারে না। দেশের যত পাপ—চুরি, ডাকাতি, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদির মূলে অর্থ রয়েছে। এসব কারণেই ছেলে বেলা হতে ছেলেদের অর্থ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আমি উচিত মনে করি। সত্যি লীলা, এটাও আবার ছেলে মেয়েদের শেখাতে হয়, আমাদের অনেক যুবক যুবতী তাহা কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু বিষয়টা কি রকম গুরুতর, এখন বোধ হয় তোমরা বুঝেছ।

লীলা। সত্যি মা, আমি এখন তোমার কথার গুরুত্ব বেশ বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন শুধু অর্থ ব্যবহার বলছিলে, তখন আমি ঠিক তোমার ভাবটা ধরতে পারি নাই। অর্থ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই দরকার বলে মনে হয়। কলিকাতার বড় ধনী বিনোদ বাবু এই সে দিন মারা গেলেন, তাঁর সম্পত্তি যে কত ছিল, তাত জানই। বিনোদ বাবুর একটী পুত্র—পুলিন চন্দ্র। পুলীন বাবুর বয়সও বেশী নয় ২০, ২২ বৎসর হইবে; বাপ মরবার পর ২।৩ বছরের মধ্যে তিনি সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে এখন অতি কষ্টে কোন মতে দিন কাটাচ্ছেন। আমার এখন মনে হয়, যদি বিনোদ বাবু ছেলে বয়স হতে পুলিন বাবুকে অর্থ ব্যবহার শেখাতেন, তবে পুলিন বাবু এরকম ভাবে সম্পত্তিটা নষ্ট করে শেষে নিজে এত দুঃখ পেতেন না।

সরোজ। লীলা, তুই ঠিক দৃষ্টান্তই দিয়েছিস। টাকা পয়সা হিসাব করে ব্যবহার করতে না শেখাতে, অনেক লোক বড় কষ্ট, বড় অশান্তি ভোগ করে।

লীলা। অর্থ ব্যবহার কি করে ছেলেদের শেখাতে হয় মা বুঝিয়ে বল না।

মা। তোমাদের হয়ত মনে আছে, আমি পূর্ব্বে বলেছি, অনেক সময় টাকা পয়সার লোভ দেখায়ে ছেলেদের বাধ্য করা হয়ে থাকে।

লীলা। মনে আছে বই কি মা। আরও মা বলেছিলে, তাহাতে ছেলেরা টাকা পয়সার জন্য আসক্ত হয়ে পড়ে ?

মা। ঠিক লীলা, টাকা পয়সার বিশেষত্ব কখনও ছেলেদের জানতে দেবে না। একজন সংসারী লোক যেমন টাকাকে পৃথিবীর সার জিনিষ মনে করে, প্রাণ মন দিয়ে টাকার দিকে ছোটে, সে রকম উৎকট টাকার লিপ্সা কখনও ছেলেদের মধ্যে ঢুকতে দিওনা।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা কি করে তা করতে পারি ?

মা। বলছি শোন, তোমরা সকলেই জান, ছেলে মেয়েরা টাকা পয়সাকে বিশেষ ভাবে দেখে না, আমরা যেমন টাকা অতি মূল্যবান মনে করি, তারা তেমন মনে করে না। একটী ছেলের হাতে একটা টাকা দাও, সে সেটা তার অন্যান্য খেলবার জিনিষের মত যেমন তেমন ভাবে ব্যবহার করবে, সেটার জন্য যে বেশী মমতা করবে তা নয়। তাই ছেলে পিলেদের হাতে টাকা পয়সা দিতে অনেকেই বারণ করে থাকেন।

সরোজ। ছেলের হাতে টাকা দিলাম, টাকার বিশেষত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলাম না, ছেলে অন্য খেলবার জিনিষের মত টাকাটা কোথায় ফেলিয়া দিল, তা কি ভাল মা? তার চাইতে টাকার বিশেষত্ব বেশ করে বুঝিয়ে তাকে একটু সাবধান করে দিলে ভাল হয় না?

মা। দেখ সরোজ, টাকা কি জিনিষ, সেটাও ছেলেকে বুঝিয়ে বলবে না, আমি সে কথা বলছি না, তুমি আমার উদ্দেশ্যটা ভাল করে বোঝনি। অনেক পিতা মাতা টাকার নানা মোহিনী শক্তি ছেলেদের কাছে বলে, ছেলেদের পাগল করে তোলেন। আমি ছেলেদের কাছে টাকার সে রকম বিশেষত্ব দেওয়াটা ভাল মনে করি না। ছেলেদের টাকা কি এবং টাকা কি রকম ভাবে ব্যবহার করতে হয়, অবশ্য বুঝিয়ে বল্‌বে। তাদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবে, আমাদের জামা জুতা কাপড় চোপড় ইত্যাদি সংসারের দশ আবশ্যকীয় জিনিষের মত টাকাও এক আবশ্যকীয় জিনিষ। একটা গায়ের জামা হারিয়ে ফেল্লে বা ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ফেল্লে যেমন কষ্ট পেতে হয়, তেমন টাকার অপ-ব্যবহার করলে অভাবে কষ্ট পেতে হয়।

সরোজ। তবে কি তুমি ছেলে মেয়েদের হাতে টাকা দিতে বলছ?

মা। বলি বই কি। তাদের হাতে যদি টাকা না দাও, তবে তারা তার ব্যবহার শিখবে কি করে?

লীলা। ছেলের হাতে টাকা দিলে যে তারা যা তা কিনে টাকা নষ্ট করে ফেলে।

মা। তাই ত লীলা, তাদের টাকা ব্যবহার শেখান দর-

কার। তাদের হাতে টাকা দিয়ে, টাকা কি করে ব্যবহার করতে হয়, শেখাতে হয়। প্রতি মাসে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করবার জন্য ছেলেদের হাতে কিছু জলপানি দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু প্রথম ৩।৪ মাস মা বাপ বেশ সতর্ক ভাবে, ছেলেরা জলপানির কি রকম ব্যবহার করে, দেখবেন। প্রথম কয়েক মাস সঙ্গে বাজারে নিয়ে তাদের রুচি পরীক্ষা করবেন। ছেলেরা অনেক সময় বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে আকৃষ্ট হয়ে টাকার অপব্যবহার করে, যা তা অনাবশ্যকীয় জিনিষ কিনে আনে। মা বাপ বাড়ীতে বসে টাকার অপব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ না দিয়া, যদি পিতা ছেলের সঙ্গে বাজারে যান এবং যে জিনিষ ছেলে কিন্‌তে চায়, তার ব্যবহার ও উপকারিতা বুঝিয়ে দেন, তবে ছেলে তত সহজে সে জিনিষ কিন্‌বে না। পিতা সঙ্গে সঙ্গে থেকে যদি ছেলেদের দ্বারা আবশ্যকীয় জিনিষ কেনান, তবে নিজের টাকা দিয়া জিনিস কেনার জন্য তাদের বেশ একটা আমোদও হবে এবং অন্যপক্ষে টাকার ব্যবহারও তারা বেশ শিখে যাবে। ৪।৬ মাস পিতা মাতা একটু সাবধান থাকলে পর টাকা খরচ বিষয়ে ছেলেদের একটী রুচি জন্মে যায়, একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। তার পর তাদের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে।

সরোজ। হাঁ মা, এ রকম করলে মন্দ হয় না। বিলাতেও এ রকম করে অর্থ ব্যবহার ছেলেদের শেখান হয়ে থাকে শুনেছি। কিন্তু মা আমাদের দেশ যে গরীব, সংসারের সমস্ত খরচ চালিয়ে মাসে মাসে ছেলেদের হাতে কিছু জলপানি দেওয়া অনেকের পক্ষে সহজ নহে।

মা। আমাদের দেশ যে গরীব সে বিষয়ে সন্দেহ কি। অনেকেই ছেলেদের হাতে জলপানি দিতে পারেন না সত্য, কিন্তু একটা কাজ বোধ হয় অনেকেই করতে পারেন। সংসারের জন্য ত বাজার সকলকে করতে হয়, ছেলেদের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদের দ্বারা বাজারটা করিয়ে নিলেও তাদের অনেক শিক্ষা হয়। একটা বিষয়ে তাদের বরাবর সাবধান করে দেবে ধার যেন কখনও করে না।

সরোজ। সেটা কি করে শেখাব মা?

মা। ধার করা অভ্যাস প্রথমে ছেলেরা কি করে শেখে, বলছি শোন। তা যদি জান, তবে ধার করা অভ্যাস কি করে দূর করতে হয়, সহজে বুঝবে। আমাদের যদি কিছু ধার করবার আবশ্যক হয়, আমরা অনেক সময়ে কোন ছেলে কি মেয়েকে পাঠিয়ে ধার করে থাকি। অনেক মা অনেক সময় ছেলে কি মেয়েকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন—'দেখ, রামবাবুর স্ত্রীর থেকে এক শিশি তেল নিয়ে আয় ত।' 'শ্যাম বাবুর স্ত্রীর থেকে একটী টাকা নিয়ে আয় ত' ইত্যাদি। এ রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে ছেলেরা ধার করতে শেখে, অনেক সময় দোকানে জিনিষ কিনে পয়সা বাকী রাখা হয়, ছেলেরা দেখতে পায়, এতেও কিন্তু ছেলেরা ধার করতে শেখে।

সরোজ। হাঁ এ রকম ঘটনা ত পরিবারে ঘটেই থাকে। গরীব সংসার হলে কি করা, অন্য কোন উপায় আছে কি?

মা। আমি সে বিষয়ে কোন মতামত দিতে চাই না। তবে এ কথা আমার মনে হয়, নিতান্ত ধার করতে হলেও ছেলে-

দের দ্বারা এ কাজটা না করান ভাল। কিন্তু সরোজ, অনেক বড় লোকের ছেলেও ত ধার করতে অভ্যাস করে। তারা ধার করতে শেখে, অভাবে পড়ে নয় কিন্তু আমোদে পড়ে। বাবা হয় ত বাজারে গেলেন, ১০ টাকা সঙ্গে ছিল, ১৫ টাকার বাজার করে দোকানদারকে বলে ৫ টাকা বাকী রেখে দিলেন। হয় ত কোন দিন ছেলেকে পাঠিয়ে ৫০ টাকার জিনিষ দোকানদারের থেকে বাকী করে নিয়ে এলেন। এ সব যদিও সামান্য সামান্য ঘটনা, কিন্তু ইহাদের ফল ছেলেদের জীবনে বিষের মত কাজ করে। ছেলেবেলা হতে এ রকম ভাবে কাজ করতে করতে, ছেলেরা শেষে বড় বেহিসাবি হয়ে দাঁড়ায়। তাই পিতা মাতার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জীবনী হতে একটা ঘটনা বলি, তা হলে তোমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝবে, ছেলেদের কি করে অর্থ ব্যবহার শিক্ষা দিতে হয় এবং কি করে যাতে তাদের মধ্যে ধার করবার অভ্যাস জন্মিতে না পারে তার চেষ্টা করা যেতে পারে।

লীলা। মা সকলের অবস্থা কি মহারাণীর অবস্থার মত।

মা। সে তোমার বুঝবার ভুল, অবস্থা এক না হলে তাতে কি। কিন্তু এক নিয়ম ত সব জায়গায় খাটবে। ভাল যাহা, মহারাণীর পক্ষেও ভাল, তোমার পক্ষেও ভাল।

সরোজ। লীলা, দৃষ্টান্তটা আগে শোন, অনর্থক বাজে কথা তুলে কি লাভ?

লীলা। হাঁ দিদি, বাজে কথা নয়, বুঝতে পারিনি বলেই ত জিজ্ঞেস করি; আচ্ছা মা দৃষ্টান্তটা বল না।

মা। মহারাণীর যখন অল্প বয়স, তিনি সরকার হতে নিয়ম

মত জলপানি পেতেন এবং আপন খুসী মত তাঁহার জলপানির টাকা খরচ করে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিতেন। এক দিন জলপানির টাকা নিয়ে মহারাণীর শিক্ষয়িত্রী ও মহারাণীর সঙ্গে বাজারে গিয়েছেন। রাজকুমারী এক দোকানে আপন পছন্দ মত জিনিষ কিনে জলপানির সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন, শেষে তিনি অন্য দোকানে সুন্দর একটী বাকস দেখতে পেলেন এবং বাক্সটা কিনতে চাইলেন। দোকানদার রাজকুমারীর ইচ্ছা দেখেই রাজকুমারীর অন্যান্য জিনিষের সহিত বাকসটা বেঁধে দিতেছিল। তাহা দেখে রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী দোকানদারকে বলিলেন—'দেখ, রাজকুমারীর আর টাকা নেই, তিনি বাকস কিনতে পারবেন না।' বাকস ফিরিয়ে নাও। তবে তুমি যদি এক মাস অপেক্ষা করবে, স্বীকার কর, তবে এ বাকসটা রাজকুমারীর জন্য রেখে দিতে পার, আগামী মাসে তিনি যখন জলপানি পাবেন, তখন টাকা দিয়ে তোমার বাকস নিয়ে যাবেন।' দোকানদার সম্মত হইল। এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের পিতা মাতা কি অনুকরণ করতে পারেন না? এ রকম ঘটনা বোধ হয় প্রায়ই ঘটে থাকে। আমার মনে হয়, পিতা মাতা যদি এ ভাবে ছেলেদের চালান, তবে ছেলেরা ঋণ করাকে ঘৃণা করবে।

লীলা। রাণীর ত মা টাকার অভাব ছিল না, শিক্ষয়িত্রী রাণীকে বাকসটা কিনে দিলেই পারতেন। যাদের ঢের টাকা আছে, দেবার শক্তি আছে, তারা যদি দু এক দিনের জন্য ধার করে, তবে বোধ হয় দোষের হয় না। যাদের দেবার শক্তি নাই, তাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা।

মা। লীলা, তুমি এখনও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারনি।

রাণীকে বাকস কিন্‌তে না দিয়ে শিক্ষয়িত্রী অতি ভাল কাজ করেছিলেন। দোষ যাহা, তাহার প্রশ্রয় কখনও দেবে না। দেবার শক্তি থাকলে কি হয়, কু অভ্যাস একটা দাঁড়িয়ে গেলে পর দিয়ে দিয়ে আর কুলিয়ে ওঠা যায় না। তুমি ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়, রাজা জন ও ১ম চার্লসের কথা জান না কি? এত টাকা তাঁদের দরকার হয়েছিল যে, রাজভাণ্ডারের টাকাতে কুলিয়ে উঠতে পারে নাই। আমি আগেই বলেছি, এ কু অভ্যাসটা ধনী পরিবারেই বেশী। পয়সা যাদের আছে, পরন্তু তাদেরই বেশী সাবধান হওয়া উচিত। গরীবেরা অনেক সময়ে ভয়ে ধার করে না, কিন্তু টাকা পয়সাওয়ালা লোকদের ত সে ভয় নেই।

সরোজ। মা, নীতি শিক্ষা বিষয়ে অনেক নূতন কথা তোমার মুখে শুনেছি। তুমি যে আগে বলছিলে মা বাপ ইচ্ছা করেলেই ছেলেকে মনের মত করে তুলতে পারেন, তা অতি সত্য কথা। তুমি যে ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দিতে বলছ, সে ভাবে শিক্ষা পেলে অতি কম ছেলেরই খারাপ হওয়ার কথা।

মা। সরোজ, আমি যে বিশেষ নূতন কোন কথা বলেছি, বোধ হচ্ছে না। নীতি সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা জানেন, তবে ছেলেদের সে ভাবে শিক্ষা দেওয়া বড় শক্ত বলে মনে ক'রে থাকেন, কারণ ছেলেদের শেখাতে হলে নিজেকে অনেকটা সতর্ক হয়ে চলতে হয়, বরাবর নানাদিকে মন রাখতে হয়।

সরোজ। আমি মা, আমার পলুকে তোমার উপদেশ মতই শিক্ষা দেব। এই কিছু দিন আমি তাহাকে তোমার কথা মতন

চালাচ্ছি কই আমার ত তেমন কোন বিশেষ অসুবিধা মনে হচ্ছে না।

মা। প্রথম প্রথম অনেকের কাছে একটু অসুবিধা লাগ্‌তেও পারে, কিন্তু শেষে কোন রকমের কোন অসুবিধা থাকবে না।' তুমি যদি, সরোজ, সহিষ্ণুতার সহিত পুলুকে উচিত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা দাও, দেখিবে, পুলু তোমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার দেবে,—সে কালে সংসারে মানুষ হয়ে দাঁড়াবে, এবং পরিবারের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। সরোজ, তোমরা এ সব বিষয়ে চিন্তা করে দেখ আজ আর বেশী কিছু বলব না। আমি এখন অন্য কাজে যাই।

লীলা। দেখ্‌ দিদি, তুই পুলুকে মার কথামত শিক্ষা দিস্‌। মা যে ভাবে শিক্ষা দিতে বলছেন, সে ভাবে শিক্ষা দেওয়া ত তেমন কিছু কষ্টের কথা নয়। তবে অনেক সময় অনেক সহিতে হবে, বিশেষ সতর্ক হয়ে চলতে হবে, তাও যদি না করতে পারিস, তবে আর ছেলেকে মানুষ করবি কি করে।

সরোজ। আচ্ছা লীলা, আমি যদি কোন সময়ে কোন উপদেশ ভুলে যাই মনে করে দিস্‌ ত।

মা বলছেন, পিতা মাতা ইচ্ছা করিলেই ছেলেকে মানুষ করতে পারেন। চল লীলা, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি, পুলুকে মানুষ করতে পারি কি না।

লীলা। তোরা চেষ্টা করলে অবশ্য পুলু মানুষ হবে, আমার খুব বিশ্বাস। আমি এ বিষয়ে শশী বাবুকেও বলব। তিনি সময়ে সময়ে পুলুকে বড় অন্যায় আবদার দিয়ে থাকেন। বরাবর চাকরী উপলক্ষে বিদেশে থাকেন, বছরে দু একবার বাড়ীতে

আসেন, বাপ বাড়ী এলে ছেলের আর আবদারের সীমা থাকে না।

সরোজ। আচ্ছা বলিস্। তিনি একটু অতিরিক্ত আহলাদ দিয়ে থাকেন, তা ঠিক।

চতুর্থ প্রস্তাব।

স্কুল-শিক্ষাবিষয়ক কথা।

সরোজ। মা, তুমি নীতিশিক্ষা বিষয়ে যে সব কথা বলেছ, সে সব কথা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, অনেক চিন্তা করেছি যতই ঐ বিষয়ে চিন্তা করি, ততই আমাদের কষ্ট হয়। আমাদের অজ্ঞতার দরুণ আমাদের কি সর্ব্বনাশই না হচ্ছে। আমার কিন্তু মা মনে হয়, এ সব শিক্ষা বিষয়ে পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক দায়ী। পিতা কাজ কর্ম্মে প্রায়ই বাহিরে থাকেন, মা সারাদিন ছেলেদের কাছে থাকেন, মা ইচ্ছা করলে অনেকটা করতে পারেন।

মা। হাঁ সরোজ, আমারও সে বিশ্বাস। মাতার যত্ন ও চেষ্টার উপর ছেলেদের মঙ্গল নির্ভর করে; আমি আশা করি, তুমি বিশেষ ভাবে এ সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে।

সরোজ। আচ্ছা মা, স্কুল-শিক্ষা বিষয়ে তুমি আমাদিগকে কিছু বলবে বলে আশা দিয়েছিলে। এখন সুবিধা আছে, সে বিষয়ে দুচারটা কথা বল না। তুমি না এক দিন বলেছিলে, ছেলে-

দের স্কুলে পাঠিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। আমাদের আর কি করতে হবে, জানতে ইচ্ছে করে।

মা। বেশত, তোমরা সব কথা মনে রেখেছ দেখ্‌তে পাচ্ছি!! তাইত, কোন রকমে ছেলেটীকে স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়ে দিতে পার্‌লে আমাদের ভাবনা চিন্তা শেষ হ'ল বলে আমরা মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, স্কুল-শিক্ষকগণ ছেলেদের শিক্ষা দেবেন, আমাদের আর কিছু করতে হবে না। তা নয় কি সরোজ?

সরোজ। হাঁ, তাত মনে করেই থাকি, আমরা আর কি করতে পারি মা?

মা। দেখ সরোজ, আমাদের এ রকম ধারণা মঙ্গলজনক নহে। তাহাতে ছেলেদের সুশিক্ষার বড় ব্যাঘাত হয়। আমরা এ রকম করে ফেলে রাখি বলেই ছেলেদের যেমন ভাবে শিক্ষিত হওয়া উচিত, তেমন ভাবে হচ্ছে না।

সরোজ। এ রকমেই ত মা বছর বছর অনেক ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করে আসছে।

মা। কিন্তু সরোজ, ঐ শিক্ষা বড় যে ফলপ্রদ হচ্ছে বোধ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ কি দেখতে পাই, প্রায় ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সংসারের কাজের সময় একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহার শরীর কি মন অন্য কোন কাজের উপযোগী থাকে না—স্ফূর্ত্তির সহিত অন্য কোন কাজ করতে পারে না, একটু স্বাধীন চিন্তা করতে পারে না, প্রায় সব কাজে ভীরুতার পরিচয় দিয়া থাকে। অন্যান্য সুসভ্য দেশে, বিলাতে কি জাপানে, কি আমেরিকায়, সাধারণতঃ কি দেখা

যায়? যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে এক একজন এক একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সংসারে প্রবেশ করে, যেমন তাদের উৎসাহ তেমন তেজ, তেমন চিন্তা শক্তির প্রখরতা, যে কাজে হাত দেয়, সে কাজেই কৃতকার্য্য হয়ে উঠে। কিন্তু আমাদের দেশে কি দৃশ্য দেখা যায়? সংসারে স্বাধীন ভাবে বুদ্ধি ও তেজের সহিত কাজ করবার উপযুক্ত শক্তি উপার্জ্জনের জন্য আমরা আমাদের সুন্দর সুন্দর কচি কচি ছেলে মেয়ে গুলোকে স্কুল কালেজে পাঠিয়ে থাকি। পড়া শেষ করে যখন ছেলেরা বাড়ী ফিরে আসে, তখন অনেকের শরীর কঙ্কাল সার হয়ে পড়ে, স্বাধীন চিন্তা বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। উৎসাহ উদ্যম লেশ মাত্র থাকে না, যে রকম অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ অবস্থায় আমাদের ছেলেদের লেখা পড়া শেখা বিড়ম্বনা মাত্র, শিক্ষা লাভ তাদের পক্ষে সংসারের কাজ কর্ম্মের উপায় স্বরূপ না হয়ে যেন একটা অন্তরায় বিশেষ হয়ে পড়েছে। ইহা দেশের পক্ষে যেমন অমঙ্গলজনক, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেও তেমন অনিষ্টকর।

সরোজ। সত্যি মা, আমাদের দেশের যুবকগণের অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তারা লেখা পড়া শেষ করে মরার মতন ফিরে আসে, তাদের দিকে তাকালে নিরাশায় চোখ ফিরে আসে।

লীলা। শরীরের অবস্থা যেমন হ'ক না কেন, তারা বেশ শিক্ষিত হয়ে আসে, সন্দেহ নাই।

মা। আচ্ছা লীলা, স্বীকার করলেম, যেন তারা বেশ শিক্ষিত হয়ে আসে। কিন্তু যে শিক্ষা ছেলেদের সংসারের কর্ত্তব্য

কাজের জন্য অনুপযুক্ত করে ফেলে, সে শিক্ষার কি ফল? অমনতর শিক্ষা দ্বারা কি লাভ হবে বল দেখি। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি বোঝনি, তাই অমন কথা বলছ। সংক্ষেপে বলতে গেলে শিক্ষার তিনটী উদ্দেশ্য—প্রথম উদ্দেশ্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা, দ্বিতীয় চরিত্র গঠন, তৃতীয় উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জ্জন করা। আমাদের ছেলেদের মধ্যে শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জ্ঞানের পথ খুলিয়া দেয় মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করবার পর প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনের সময় আসে, তখন স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করতে হয়। কিন্তু আমাদের যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করে এক এক জন মস্ত পণ্ডিত বলে অহঙ্কার করে থাকে, ক্লাসে ২।৪ খান বই পড়ে যে জ্ঞান উপার্জ্জন হয়েছে, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করে। অন্যান্য দেশে চিন্তাশীল পণ্ডিতের সংখ্যা কত।

লীলা। মা, আমাদের দেশে কি চিন্তাশীল পণ্ডিত নেই? আমাদের জগদীশ বোস, প্রফুল্ল রায়, গুরুদাস বাণার্জি, আশুতোষ মুখার্জ্জি, তাঁরা কি কম চিন্তাশীল? তাঁদের পাণ্ডিত্যও ত কম নয়।

মা। হাঁ তাঁরা আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন, সন্দেহ কি, কিন্তু তাঁদের মত আমাদের কয়টী ছেলের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ও চিন্তাশীলতা আছে?

সরোজ। নাই যে, আমরা কি করব?

মা। আমাদেরই দোষে থাকে না।

সরোজ। কেন মা?

মা। আমরা কি কখনও তাদের চিন্তা করিতে শেখাই ?

সরোজ। স্কুলেই ত শেখে।

মা। তার ফলেই ত ও রকম হচ্ছে।

সরোজ। তবে কি হবে মা ?

মা। যাতে শেখে তার চেষ্টা করবে, জ্ঞান লাভ হয় কিসে জান ?

লীলা। কিসে মা ?

সরোজ। পড়াতে নয় কি ?

মা। শুধু পড়াতে নয়।

সরোজ। তবে কিসে ?

মা। অনুসন্ধিৎসা, চিন্তা ও পাঠ, এ তিনটা দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন হয়। আমরা একটা মাত্র আমাদের ছেলেদের হাতে দি, গাদা গাদা বই তাদের হাতে দি, দিন রাত তারা সে সব মুখস্ত করে থাকে, শরীরের দিকেও চায় না, মস্তিষ্কের দিকেও চায় না। বাড়ীতে কোন দিন চিন্তা করতে ত শেখেনি, কোন দিন স্কুলে কোন বিষয় চিন্তা করতে হলে কোন রকমে নোট বই কিনে সেরে দেয়। নোট পড়ে পড়ে আমাদের ছেলেগুলোর চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনুসন্ধিৎসা ত এক জিনিষ নাই, কোন দিন যে কোন একটা নূতন প্রশ্ন করে, চিন্তা করে সেটার মীমাংসা করবে, সে অতি কদাচ হয়ে থাকে।

সরোজ। স্কুলে এসব শেখান হয় না কেন ?

মা। সব কি আর স্কুলে হতে পারে ? শিক্ষা প্রণালীরও একটু দোষ আছে।

সরোজ। মা, আমরা কি ঘরের কোণে বসে শিক্ষা প্রণালীর সংশোধন করতে পারি?

মা। সংশোধন নাই বা করলে। কিন্তু যা পার তাওত কর না।

সরোজ। কি পারি মা?

মা। ছেলেদের কোন দিন পড়াতে চেষ্টা করেছ?

সরোজ। আমরা কি রকম চেষ্টা করব?

মা। কোন দিন চিন্তা করিতে শেখাও?

সরোজ। কি করে শেখাতে হয়, তাও জানি না।

মা। কোন দিন তাদের ভিতর অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগায়ে তুলতে চেষ্টা করেছ?

সরোজ। না মা।

মা। তোমরা পার না কি? সবই ত পার।

সরোজ। পারি না, জানি না বলেইত করি না, তা যদি জানতুম, ছেলেদের শেখাতুম না কি?

লীলা। মা এক একটা করে বল না।

মা। আমার বিশ্বাস, দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের মা ও শিক্ষকগণকে প্রথম ভাল করিতে হয়, তাঁরা যদি তাঁদের কর্ত্তব্য কাজে ত্রুটি না করেন, নেহাত দায় সারামত কাজ না করেন, তবে দেশের ছেলে মেয়ে নষ্ট হতে পারে না।

সরোজ। সে কথা কেন মা? শিক্ষকেরা কি তাঁদের কর্ত্তব্য কাজ করেন না?

লীলা। মা তুমি যে এক একটা করে বলতে ভুলে যাচ্ছ।

মা। বলছি লীলা, এখনকার শিক্ষার কি দোষটা বুঝতে পেরেছ?

সরোজ। এই না বল্লে মা, ছেলেরা খালি মুখস্থ করে।

মা। হাঁ সরোজ, এটা বড় দূষণীয়।

লীলা। কেন মা, মুখস্ত করা কি দোষ?

মা। মুখস্ত করা দোষ নয়, তবে আমাদের ছেলেরা যে ভাবে মুখস্ত করে, সেটা বড় দোষ। দেখ লীলা মুখস্ত করাও একটা শক্তি, চালনার দ্বারা পরিপুষ্ট করতে হয়। খাওয়া কি একটা দোষ, না খেলে শরীর থাকে না, কিন্তু যদি অপরিমিত ভাবে পেটুকের মত খেতে আরম্ভ কর, তবে তোমার হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, আর খেতে ইচ্ছা করবে না, আহারে রুচি থাকবে না। আমাদের ছেলেদের অবস্থাও সেইরূপ, স্কুল কলেজে তারা এত পড়া পড়ে, এত সব বাজে কথা মাথায় জমিয়ে রাখে যে, তারা যখন স্কুল কলেজ থেকে বের হয়ে আসে, তখন আর পড়াতে আমোদ পায় না, মন চিন্তা করতে চায় না, খাটতে খাটতে মস্তিষ্ক শিথিল হয়ে যায়, শরীর যে কি হয় দেখতে পাও। এ অবস্থায় কাজেই প্রকৃত উন্নতির সময়ে তারা কিছু করতে পারে না। এ রকম ভাবে মুখস্থ করতে গিয়ে তাদের পরিশ্রমও বেশী হয়, অথচ কাজ কিছু হয় না।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা কি করতে পারি, এ সব বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকেরা দেখতে পারেন না? তাঁরাইত ছেলেগুলোকে নষ্ট করেন, দেখতে পাচ্ছি।

মা। এ সব শিক্ষকগণের দেখা কর্ত্তব্য। তা বলে

তোমাদের না দেখবার কোন কারণ নাই, তোমাদের বিশেষ ভাবে দেখা উচিত।

সরোজ। আমরা কি রকম ভাবে দেখতে পারি, আমরা কি পড়াতে জানি? আমরা কিই বা বুঝি?

মা। চেষ্টা করলেই জানতে পার, মনোযোগ কর না বলেইত জান না। তোমরা যদি, ছেলেদের কি করে পড়াতে হয়, শেখ, ছেলেদের অনেক উপকার হয়, শিক্ষকগণেরও সুবিধা হয়। আমরা মুখস্থ করি কি করে জান? আমরা কি যা তা মুখস্থ করতে পারি?

লীলা। তাত পারি না মা। যে সব কথা বুঝি না, সে সব কথা মুখস্ত করতে বড় সময় লাগে, বড় বিরক্তি লাগে, বার বার পড়েও মনে থাকে না, কিন্তু যে সব কথা বুঝি, ২।১ বার পড়লেই সে সব কথা মনে থাকে।

মা। ঠিক লীলা।

সরোজ। ইহার কারণ কি মা?

মা। বলছি শোন। মুখস্ত করবার শক্তিটা আমাদের শিক্ষার প্রধান সহায়, মুখস্ত শক্তি না থাকলে আমরা কিছু শিখিতে পারতুম না। ঠিক কথা লীলা,যে সব বিষয় আমরা বুঝি, যে সব বিষয়ে আমরা আমোদ পাই, সে সব বিষয় সহজে মনে রাখতে পারি। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়?

লীলা। কেন মা, কোন বিষয় না বুঝলে, কোন বিষয়ে আমোদ না পেলে সে বিষয় মুখস্থ করা যায় না, এইত আমরা দেখতে পাই, এইত প্রমাণ হচ্ছে।

মা। হাঁ লীলা, কোন বিষয়ে আমোদ পেলে সে বিষয়ে

আমরা মনোযোগ দেই, সে বিষয় বার বার দেখে থাকি এবং এভাবে সহজে সে বিষয় আমাদের মনে থেকে যায়, ইহা একটা সাধারণ নিয়ম, মনোবিজ্ঞানের সত্য। * এবং এই সত্যের উপর আমাদের শিক্ষা প্রণালীর কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। পূর্ব্বকালের শিক্ষা প্রণালীতে আমরা মুখস্তের ভাগ খুব বেশী দেখতে পাই। আমাদের দেশের টোলের শিক্ষার কথা শুনেছ, টোলে শুধু মুখস্তই করান হত, ২।৪ বছর কেবল ব্যাকরণের শ্লোক মুখস্ত করা হত, তার পর সাহিত্য মুখস্ত করা হত, বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষা প্রণালীতেও অনেকটা মুখস্ত করতে হয়। তাই এই অবৈধ ভাবে খাতা মুখস্ত করবার অভ্যাস যাতে ছেলেরা না করতে পারে, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং আমোদের মধ্য দিয়া ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তোমরা হয়ত জাননা, শিক্ষা বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মণী খুব উন্নত, জর্ম্মনীতে শিশুশিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। বোধ হয় তোমরা কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালীর নাম শুনেছ।

লীলা। কি এক নূতন প্রণালী বের হয়েছে মা, সে দিন আমাদের একজন এম-এ পাশ শিক্ষক সে প্রণালী শিখে এলেন।

সরোজ। সে কি প্রণালী মা?

মা। শিশু শিক্ষার পক্ষে ইহা অতি সুন্দর প্রণালী মনে হয়।

---

* "Interest creates attention, this attention and detention lead to retention. It is, by fixing attention for an appreciable time on a presentative element that we are able to connect it with, or bring it into relation to, other elements to secure its subsequent reproduction". Psychology.

আমাদের দেশে যদি এ প্রণালী প্রবর্ত্তন হতে পারে, অনেক ছেলের অনেক সময় ও পরিশ্রম বেঁচে যাবে, অথচ শিক্ষাও সহজে হবে। ফ্রোবেল* নামক জনৈক জার্ম্মেনীর লেখক এই প্রণালীটা আবিষ্কার করে ছিলেন। সেই মনোবিজ্ঞানের সত্য অনুসরণ করে এই প্রণালী বের করা হয়েছে।

সরোজ। একটী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও না মা? ঐ প্রণালী কি আমাদের কোন সাহায্য করবে মনে কর?

মা। তোমরা যদি শিখতে চাও, তবে সাহায্য করবে বই কি। মোটামুটী আমি তোমাদের প্রণালীটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই মনে কর, ঝরণা একটী শব্দ, ইহার ইংরেজী অর্থ spring। আমাদের ছেলেরা কি করে? 'spring ঝরণা' এরকম করে অর্থ বই হতে কোন মতে শব্দটা মুখস্ত করে রাখে। শেষে দুচার দিন পরে ভুলে যায়। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে শেখাতে হলে তোমাকে প্রথমত বালকটীকে ঝরণাটা দেখতে হবে এবং ঝরণা দেখিয়ে তাকে বলবে, 'ইহাকে ইংরেজীতে spring বলে, বাঙ্গালাতে ঝরনা বলে' এ রকম ভাবে যদি তাকে দু এক দিন ঝরণা দেখাও, তবে আর তার অর্থ পুস্তক মুখস্ত করতে হবে না, সে ঝরণা দেখে বেশ আমোদ পাবে, বার বার দেখে spring নামটা তার বেশ মনে থেকে যাবে। এ রকম ভাবে খেলার

---

* Friedrich Wilhelm August Frœbel.

পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে Paradise of Childhood নামক ইংরাজী গ্রন্থখানি পড়িতে পারেন।

মধ্য দিয়া প্রায় সব জ্ঞাতব্য বিষয় ছেলেদের শেখান যেতে পারে।

সরোজ। মা, শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ইহা বড় উৎকৃষ্ট প্রণালী বলে মনে হয়।

মা। হাঁ সরোজ। এখন উন্নত জাতিগণের মধ্যে অযথা মস্তিষ্কের চালনা যাতে না হতে পারে, তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা কি রকম কার্য্য করে, আমরা সহজে বুঝতে পারি।

সরোজ। কি রকমে মা।

মা। দেখ সরোজ, তোমার পুলুকে এখন যদি বিলাত পাঠাও, বিলাতের কোন পরিবারের মধ্যে রেখে দাও, এখন তার ৩ বৎসর বয়স, সে কি বিলাতের ভাষা শিখবে না, তার কি স্কুলে কালেজে পড়ে ইংরেজী ভাষা শিখতে হবে?

লীলা। বিলাতের কথা কেন বলছ মা? আমাদের দেশের কথা দিয়েই বলনা, পুলু যখন প্রথম কথা বলতে শিখছিল, তখন তার পক্ষে আমাদের ভাষা যেমন, বিলাতের ভাষাও তেমন ছিল।

মা। ঠিক লীলা। তুমি বেশ সুন্দর কথা বলেছ, হাঁ আমি দেশের কথা দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাস্তবিক সরোজ, আমরা যদি শিশুদের শিক্ষা প্রণালী বিশেষ মনোযোগের সহিত তাকিয়ে দেখি, তা হলে প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে আমরা অনেকটা শিখতে পারি।

সরোজ। কি রকম মা?

মা। দেখ সরোজ, তোমার পুলুর এখন ৩ বছর বয়স, সে বেশ কথা বলতে শিখেছে, তার মনের ভাব তোমার কাছে

বলতে পারে, কোনটা কোন্ জিনিষ দেখায়ে দিতে পারে। বাড়ীর সকলকে ডাকতে জানে।

সরোজ। হঁা মা, জানেইত।

মা। তুমি কি সরোজ, তাকে কখনও স্কুলে পাঠিয়ে ছিলে? অথবা তার শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করেছিলে?

সরোজ। না মা।

মা। আচ্ছা তার যখন ৩।৪ মাস বয়স, সে কি কিছু বলতে পারত? কোন একটা জিনিষ চিনত কি?

লীলা। তা কি করে চিন্‌বে মা?

মা। কেন এখন কি করে চিনে? এখন সে কি করেই বা আমাদের ভাষা শিখ্‌ল? কি করেই বা এত সব জ্ঞান তার হয়ে গেল?

লীলা। কি জানি মা।

মা। চিন্তা কর, অবশ্য জানবে। আমরা তাহাদের প্রণালী অনুসরণ করি না বলেই অনেক সময় আমাদের প্রণালীতে আশানুরূপ ফল হয় না।

সরোজ। তাদের প্রণালীটা কি, মা বুঝিয়ে বল না।

মা। আমি ইচ্ছা করি, সরোজ, তুমি চিন্তা করে তা বের কর। তুমি যদি তা বের করতে পার, তুমি দেখবে, আমরা তাদের প্রণালীর অনুসরণ করি না বলেই, আমরা পরিশ্রমও করি বেশী, অথচ ফলও কিছু করতে পারি না। আচ্ছা সরোজ, তারা কি করে শেখে জান?

সরোজ। কেন মা, দেখে শুনেই ত শেখে।

মা। শুধু কি দেখে শুনেই শিখে, মুখস্ত করে না?

সরোজ। না, মা মুখস্ত করতে কোন দিন দেখিনি ত।

মা। ঠিক কথা সরোজ, তেমন ভাবে তারা মুখস্ত করে না। কোন একটা জিনিষ নূতন দেখলে পর তারা আগে খুব আগ্রহের সহিত বেশ মনোযোগ দিয়ে জিনিষটা দেখে, পরে আমাদের মুখে নাম শুনেই তারা জিনিষের নাম শিখে রাখে। এ রকম করে তাদের জ্ঞান জন্মে, এ রকম করে তারা ভাষাও শিখে। তাইত আমরা দেখতে পাই, নূতন জিনিষের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ বেশী। শিশুরা তাহাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে উচিত মত চালিত করে চোখ দিয়া দেখে, মাথা দিয়া চিন্তা করে, কাণ দিয়া শুনে, মুখ দিয়া বলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহাই প্রাকৃতিক শিক্ষা প্রণালী। স্কুলে অনেক সময় বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করা হয় বলে শিক্ষা-কাজ তেমন সন্তোষজনক হচ্ছে না।

সরোজ। কি রকম মা?

মা। স্কুলে আমরা বইর পাতার ভিতর দিয়া সব জ্ঞান ছেলেদের ভিতর ঢুকাতে চাই? স্কুলে আমরা আগে জিনিষের নামটা শেখাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, একটা (ball) বল্ বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হলে আমরা স্কুলে তাদের বলে থাকি 'বল্ (ball)গোলাকার এক রকম জিনিষ।' তারা প্রকৃত জিনিষ কখনও দেখে না, শুধু ঐ শব্দ মুখস্ত করে রাখে। তারা এ শিক্ষাতে আমোদ পায় না, চিন্তা করবারও জিনিষ পায় না, কাজেই প্রকৃত শিক্ষাও তাদের হয় না। ইংরেজীতে পড়ে 'ball' অর্থ বই হতে অর্থটা শিখে রাখে—"বল্" এক রকম গোলাকার জিনিষ।" তোমরা জানিও, যে বিষয় যে ছেলে চিন্তা করতে পারবে না, সে বিষয় সে ছেলে শিখতে পারবে না, সে বিষয়ে তার

প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে না। তুমি যদি তোমার ছেলেকে এমন একটা নূতন জিনিষের কথা বল যা সে কখনও দেখে নাই, তোমার কথার উপর তার কোন জ্ঞান জন্মিবে না, তুমি যদি তাকে সমুদ্রের কথা বল, ভূগোলের সংজ্ঞা পড়িয়ে বল—'যে বৃহৎ জলভাগ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র, তার কি জ্ঞান হবে?' সমুদ্র বিষয়ে সে কিছু চিন্তা করতে পার্‌বে, মনে কর? এ রকম সব বিষয়ে। ভাষা শিক্ষা বিষয়েই ঠিক সেই রকম, আমরা প্রকৃত পথ অনুসরণ করি না। আমরা চোখ দিয়ে ভাষা শিখতে চাই, কাণ দিয়ে জিনিষ চিন্তে চাই। তাতে ফল হয়, আমাদের শিশুরা স্বাভাবিক উপায়ে যা এক বছরে শেখে, আমাদের যুবকেরা ৭।৮ বছরে তা ভাল শিখতে পারে না। একবার দেখেই শিশুদের মধ্যে যে জ্ঞান জন্মে, ২০।২৫ বার মুখস্ত করে সে জ্ঞান আমাদের ছেলেদের মধ্যে জন্মিতে পারে না। এখন বোধ হয় সরোজ, তোমরা বেশ বুঝতে পার্‌লে, প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালীটা কি রকম হওয়া উচিত।

সরোজ। হাঁ মা, এখন বুঝেছি। একটু চিন্তা করলেই আমরা অনেক নূতন কিছু শিখতে পারি, দেখতে পাচ্ছি মা। চিন্তা ও মনোযোগের সহিত ছেলেদের চাল চলনের দিকে দেখলে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা হতে পারে।

মা। শিক্ষার প্রথম উপায় তোমাদের আগেই বলেছি, ছেলেদের মধ্যে জিনিষটার প্রতি কৌতূহল জন্মান।

সরোজ। আচ্ছা মা এও দেখা যায়, কোন কোন পাঠে কিছুতেই ছেলের আগ্রহ কি কৌতূহল জন্মে না। তখন কি উপায় করা যেতে পারে?

মা। যখন দেখতে পাও, কোন একটা বিষয়ে ছেলে মন লাগাতে পাচ্ছে না, বিষয়টা জানবার জন্য তার আগ্রহ কি কোন রূপ কৌতুহল হচ্ছে না, সে বিষয়টা জানাবার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি না করে বরং বিষয়টা ছেলের অনুপযুক্ত মনে করে ছেড়ে দিও। পীড়াপীড়ি বেশী করলে সে কোন মতে ভয়ে ভয়ে বিষয়টা মুখস্ত করে মাথা নষ্ট করবে। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার সময় ছেলেদের রুচির দিকেও দেখতে হয়।

লীলা। সে কি রকম মা?

মা। সকলের কি সকল জিনিষ ভাল লাগে? যার যে জিনিষ ভাল লাগে না, তাকে জোর করিয়া সে জিনিষ দিলে, সে তাহা বেশী দিন রাখবে না। আমাদের দেশে শিক্ষা বিষয়ে আমাদের পিতা মাতার আর একটা উদাসীনতা দেখতে পাই। ছেলেরা একটু বড় হলেই সকলকে বই হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠান হয়। ছেলেদের রুচির দিকে একটীবার দেখা হয় না। ছেলের হয়ত পড়ার দিকে মোটেই মন নাই, শিল্পের দিকে বেশ আকর্ষণ আছে, শিল্প শিক্ষা দিলে হয়ত সে ২।১ বছরে সুন্দর সুচতুর শিল্পী হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু তাকে অনর্থক চার পাঁচ বছর বই হাতে দিয়ে স্কুলে বেঁধে রাখা হচ্ছে। কোন ছেলের হয়ত কৃষির দিকে টান বেশী, কোন ছেলের হয়ত ড্রইংয়ের দিকে ঝোঁক, পিতা মাতা এ সব গ্রাহ্য না করে সকল ছেলেকে সমান ভাবে বই হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেন। এতে ফল হয়, তাঁদের অনেক অর্থ এবং ছেলেদের জীবন ও শ্রম ব্যর্থ হয়। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিবার আশায় স্কুলে পাঠাবার আগে পিতা মাতার এ সব বিষয়ে একবার চিন্তা করে দেখা

উচিত। সব ছেলে যে উচ্চশিক্ষার উপযোগী হবে, তার কোন মানে নাই।

সরোজ। মা, এ বিষয়ে আমরা একটুও চিন্তা করি না সত্য। আচ্ছা, লিখাপড়া বিষয়ে আমাদের কি রকম সাবধান হতে হবে?

মা। পড়বার সময় আস্তে আস্তে বেশ শব্দ করে পড়তে শিক্ষা দিও। তাতে উচ্চারণ ভাল হয়, পড়বার একটা নিয়ম শেখে। সংসারের নিয়ম, যে যাকে ভালবাসে, সে তার কথা শোনে, ছেলেরা মার কথা খুবই শোনে। লেখাপড়াতে মার উৎসাহ পাইলে তারা বেশ স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহের সহিত কাজ করতে পারে। লিখাপড়ার জন্য ছেলেকে বরাবর উৎসাহ দেওয়া মায়ের উচিত। একটা বিষয়ের দিকে বরাবর দৃষ্টি রাখবে, উৎসাহ তাদের দিও, কিন্তু তাদের সাম্‌নে তাদের প্রশংসা করিও না। তাহাতে ছেলেদের বড় অহঙ্কার হয়।

লীলা। তাই নাকি মা? ছেলেরা যদি নূতন কিছু শিখে, যদি কোন কবিতা কি গান মুখস্থ করতে পারে, আমরা ত তাদের কত্ প্রশংসা করি, বাড়ীতে কেও এলে কবিতা বলবার জন্য তাদের নিকট ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়ে থাকি।

মা। না লীলা, এরকম করা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ীতে কোন ভদ্র লোক বেড়াতে এলে, মা বাপকে খুসী করিবার জন্য তিনি ছেলেদের সামনে ছেলেদের অযথা প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহাতে কিন্তু ছেলেদের অনিষ্ট হয়। নিজে কখনও ছেলেদের প্রশংসা করিও না ও অন্যকেও কখন করিতে দিও না।

সরোজ। তাহাতে কি দোষ হয় মা?

মা। তাহাতে তাহাদের বৃথা অহঙ্কার জন্মে এবং যখন তখন সকলের নিকট অযথা প্রশংসা পাইয়া, তাদের বিদ্যা পরের নিকট প্রকাশ করিবার লোভ তাহারা সামলাতে পারে না। বাড়ীতে কেহ এলেই তাঁকে অস্থির করিয়া তোলে। ছেলেদের সামনে যেমন তাদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা উচিত নয়, অযথা নিন্দা বা বিদ্রূপ করাও ভাল নয়।

লীলা। নিন্দা কি রকম মা ?

মা। অনেক পিতামাতা অহরহ ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন—"এছেলের কিছু হবে না" "এছেলে অধঃপাতে গেছে" "যে মোটা বুদ্ধি এছেলের কি কোন দিন কিছু হবে।" সারাদিন যদি ছেলেরা পরিবারে এ রকম নিন্দা শুনে, লেখাপড়াতে তাহারা উৎসাহ পাবে না, পাঠে মন বসবে না। যে টুক কাজ তারা করে, তাহা স্বীকার করবে। তুমি যদি সেটা স্বীকার না করতে পার, তোমার মধ্যে সহানুভূতি নাই। সহানুভূতির অভাব শিশুশিক্ষার একটা অন্তরায়। যাঁরা ছেলেদের ভালবাসতে পারে না, তাঁরা শত পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারা আশানুরূপ সুশিক্ষা হইতে পারে না। তাই যে কাজ তারা করে, তাহা স্বীকার করিয়া তাহাদের সুখী করিও, এবং আরও অধিক কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করিও। কর্ত্তব্য যাহা, তাহা করার দরুণ অযথা প্রশংসা করিও না, প্রশংসার কোন কাজ করিলে প্রশংসা করিও।

সরোজ। পড়া বিষয়ে আমাদের আর কোন্ দিকে মনোযোগ রাখা দরকার ?

মা। শুধু বই একটা ছেলেদের হাতে দিলে বা বইর পাঠ

গুলো ছেলেদের কাছে আমোদজনক করে বল্লে চলবে না। আরও কয়েকটা বিষয়ে তোমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

লীলা। কি কি বিষয় মা।

মা। ১। শৃঙ্খলা।

২। একাগ্রতা।

৩। সম্পূর্ণতা।

এ তিনটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। পড়ার একটা শৃঙ্খলা চাই, কখন কি বই পড়বে, তার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম চাই। কোন ছেলে হয়ত দুমিনিট সাহিত্য পড়ে, সাহিত্য শেখা না হইতে ভূগোল ধরে, ভূগোলে দু একটা দেশের নাম পড়ে আঁক কষতে থাকে। এ সব কারণে একটা শৃঙ্খলা চাই, একটা নিয়ম চাই। যখন যে বই পড়বে, বেশ একাগ্রতার সহিত পড়ে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করে ফেলবে। যে ছেলের শৃঙ্খলা নাই, পড়বার নিয়ম জানা নাই, সে সহজে পড়া আয়ত্ত করতে পারে না। বাড়ীতে ছেলেদের পড়বার একটা আলাদা ঘর থাকা উচিত। পড়বার সময় যেন কোন গোলযোগ হতে না পারে। বইগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছায়ে রাখতে ছেলেদের অভ্যাস করাবে। কোন কোন ছেলে স্কুল হতে এসে কোথায় বই ফেলে, কোথায় কাপড় ফেলে ঠিক থাকে না। পড়বার সময় বই খুজে পায় না, স্কুলে যাবার সময় কাপড় পায় না। পোষাক পরিচ্ছদে, আহার বিহারে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দরকার, পড়বার সময়ও সেটা নিতান্ত দরকার, বইগুলো পরিষ্কার করে যথাস্থানে গুছায়ে রাখলে অনেক সুবিধা হয়। এ বিষয়ে মা যদি

ছেলেবেলা হতে সন্তানদের শিক্ষা না দেন, তবে ছেলেদের অভ্যাস হতে পারবে না। কাজে একাগ্রতা ও সম্পূর্ণতা গুণ সব ছেলের থাকে না, যদি কোন ছেলের মধ্যে না থাকে, তবে মা শিখায়ে নেবেন। শুধু পড়বার জন্য ছেলেদের হাতে কোন বই দিও না, উদ্দেশ্যহীন পাঠে একাগ্রতা কি সম্পূর্ণতা গুণ জন্মিতে পারে না।

সরোজ। আচ্ছা মা, পড়ার কথা কিছু শিখলুম, এখন চিন্তা শক্তি বিষয়ে কিছু বলনা।

মা। পড়াটা বাহিরের জিনিষ, চিন্তাটা ভিতরের জিনিষ। শুধু পড়াতে কোন লাভ নেই, যদি চিন্তা দ্বারা সেটা আয়ত্ত না করতে পার। অভিধানের শব্দ মুখস্ত করলে যেমন কোন উপকার হয় না, শুধু গণ্ডায় গণ্ডায় বই পড়লেও কোন লাভ হয় না। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ চিন্তাশীল পণ্ডিতের এক অতি সুন্দর উপদেশ আছে। যা পড়বে চিন্তা করে সেটা সার করে নেবে, না হয় পড়া বৃথা। (১)

লীলা। সে কি রকম মা?

মা। বই পড় কেন?

লীলা। শিখিবার জন্য।

মা। কি শিখিবার জন্য?

---

(১) Reading without purpose is sauntering, not exercise. More is got from one book on which the thought settles for a definite end in knowledge, than from libraries skimmed over by a wandering eye. A cottage flower gives honey to the bee; a king's garden none to the butterfly.—Bulwer.

লীলা। কেন?

মা। কি শেখ?

লীলা। কেন মা?

মা। কি শেখ তবে? শব্দ?

লীলা। তা কেন হবে?

মা। তবে কি?

লীলা। গল্প পড়ি।

মা। তাত বুঝলুম, শেখ কি?

লীলা। গল্প শিখি।

মা। গল্প কি শেখ? গল্পের শব্দ না ভাষা, না ভাব?

সরোজ। মা, ভাবই শিখি।

লীলা। ঠিক মা ভাব শিখি।

মা। তাই যদি হবে, ভাব কি আর লিখা থাকে, ভাব ভাবিয়া নিতে হয়; একটা গল্প পড়া শেষ করলে, চিন্তা করে দেখবে, কেন গল্পটা লিখা হয়েছে, গল্পটার কি উপদেশ, গল্পের ঘটনা এখন ঘটিলে কেমন হয়। এ রকম ভাবে চিন্তা না করলে কেহ কি ভাব ধরতে পারে? চিন্তাহীন পাঠে শুধু সময় ও শ্রম নষ্ট করা হয়।

সরোজ। কি রকম মা?

মা। এই দেখ সরোজ, তোমার ছেলে যদি শিশুশিক্ষার (১) সেই মেষপালকের গল্পটী পড়ে এবং গল্পটীর উদ্দেশ্য বিষয়ে একটীবারও চিন্তা করিয়া দেখে না, আর তুমিও যদি একটীবার তাকে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে না শেখাও, তবে বল দেখি, এই

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃত শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ।

গল্প পাঠে তার কি উপকার হইল, তার কি জ্ঞান হইল? তাই ছেলেদিগকে বরাবর চিন্তা করতে শেখাবে।

সরোজ। কি করে শেখাব?

মা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার বিষয় তাদের কাছে উপস্থিত করবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন করে তাদের চিন্তার পথ খুলে দেবে। হঠাৎ একটা বিষয় ছেলেদের কাছে উপস্থিত করে যদি তুমি তাকে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে বল, তবে সে মহা ফাঁপরে পড়ে যাবে, কিছু ঠিক করতে পারবে না। এই মনে কর একটী দোয়াত দেখায়ে যদি তোমার ছেলেকে বল, "দোয়াত বিষয়ে চিন্তা কর।" সে মহা বিপদে পড়ে যাবে। তাই প্রথম প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা প্রশ্ন করে তার চিন্তার পথ খুলে দিতে হবে। দোয়াতের বিষয়ে তাকে চিন্তা করতে বলে তুমি তার নিকট কতগুলো প্রশ্ন দিতে পারঃ—দোয়াত কি দিয়া তৈয়ার হয়েছে? কে তৈয়ার করেছে? কখন তৈয়ার করেছে? কোথায় তৈয়ার করেছে? আমরা কি ভাবে ব্যবহার করি? দোয়াত না থাকিলে কি অসুবিধা হত? ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তাকে একটু একটু চিন্তা করিতে হবে। এই ভাবে ধীরে ধীরে তাদের চিন্তা শক্তি পরিপুষ্ট হয়ে তুলিবে। যদি চোখের কার্য্য বন্ধ করে দাও, তবে চোখে আর দেখিবে না, তেমন যদি মস্তিষ্ককে চিন্তার উপকরণ না দাও, তবে মস্তিষ্ক আর চিন্তা করিতে চাহিবে না। যদি ছেলেদের ভিতর স্বাধীন চিন্তা শক্তি না জাগায়ে তুলতে পার, তবে তাদের উন্নতি হবে না জানিও।

সরোজ। এখন তা বুঝতে পেরেছি।

মা। চিন্তা শক্তির উপরই মানুষের মানবত্ব ও পাণ্ডিত্য

নির্ভর করে, সুসভ্য দেশে চিন্তাশক্তি বড়ই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। আমাদের দেশে যাঁরা বি-এ এম-এ পাশ, তাঁরাই চাকরী পাইয়া থাকেন, কিন্তু জার্ম্মেনীর নিয়ম আন, সেখানে যিনি যত বেশী স্বাধীন চিন্তা শক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তাঁকেই উচ্চ বেতনের কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। উপাধির দিকে দৃষ্টি করা হয় না। আমাদের দেশে চিন্তা শক্তির তেমন আদর নাই বলেই আমাদের দেশের যুবকেরা কোন মতে পরীক্ষায় পাশ করে উপাধি লাভ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবনের উন্নতির জন্য শিশু জীবন হতে চিন্তা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা প্রত্যেক পিতা মাতার কর্ত্তব্য। একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "পাঠ আমাদের জ্ঞানের উপকরণ মাত্র দিয়া থাকে। আমরা যাহা পাড়, চিন্তার দ্বারা তাহা আমাদের নিজস্ব করিয়া লই। আমরা অনেকটা রোমন্থনকারী জন্তুর মত; বেশী খাদ্য খাইয়া গলার মধ্যে জমায়ে রাখলে যেমন কোন উপকার হয় না, শরীরের বল কিম্বা পুষ্টিসাধন কোনটাই হয় না, সেরূপ অধিক বিষয় পুন পুন চিন্তা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করিতে পারিলে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিতে পারে না।" *

সরোজ। আচ্ছা মা, চিন্তা করা অভ্যাসটা ছেলেদের মধ্যে

---

* Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours. We are of the ruminating kind; and it is not enough to cram ourselves with a great load of collections; unless we chew them over of again they will not give us strength and nourishment:—Locke.

কি করে জন্মাতে হয়, এখন বেশ শিখলুম। এখন অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বিষয়ে কিছু বল না।

লীলা। মা সে আবার কি প্রবৃত্তি? কিসে লাগে?

মা। দেখ লীলা, আমাদের যদি ইচ্ছা না হয়, আমরা কি আহার খুঁজি? সে রকম আমাদের মধ্যে যদি জানবার একটা ইচ্ছা না থাকে, তবে আমরা কিছু জানতে পারি না, আমাদের কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

লীলা। কি রকম মা, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও না।

মা। লীলা তবে বলছি শোন। তুমি কি নিউটনের কথা শোননি?

লীলা। শুনেছি বই কি।

সরোজ। যিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তত্ত্ব আবিষ্কার করে-ছিলেন তিনি ত?

মা। হাঁ সরোজ সে তোমরা জান তিনি কি ভাবে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন?

লীলা। একটা আতা ফল মাটীতে পড়তে দেখে তিনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, শুনেছি।

মা। ঠিক লীলা। আচ্ছা, আমরা কি কেহ গাছ থেকে ফল পড়তে দেখি না?

লীলা। দেখি না? জ্যৈষ্ঠ মাসে আম গাছ হতে কত আম পড়ে।

মা। আম কুড়াতে যেয়ে তোমাদের কি কখনও মনে হয়, আম কেন মাটীতে পড়ে?

লীলা। না, মা।

মা। তবে তোমাদের সে বিষয়ে জ্ঞান হবে কি করে?

লীলা। কেন মা?

মা। নিউটন কি করেছিলেন?

লীলা। একটা আতা ফল মাটীতে পড়তে দেখেছিলেন।

মা। তার পর কি হয়েছিল?

লীলা। তারপর তিনি সে বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন।

মা। কি চিন্তা করেছিলেন?

লীলা। কি জানি মা, সে সব বিষয় কি আমরা কল্পনাও করতে পারি!

মা। কেন পারবে না? নিউটন ত কোন শক্ত বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই, অতি সহজ বিষয় তিনি জানতে চেয়েছিলেন।

লীলা। সে কি বিষয় মা?

মা। 'আতা ফলটী নীচের দিকে এল কেন?' এই প্রশ্নটী নিউটনের মনে উঠেছিল। তিনি সে প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য কত হাজার প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন এবং শেষে ঠিক করিলেন যে, পৃথিবীর এমন কোন একটা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সকল বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এখন বুঝলে লীলা? অনুসন্ধিৎসা কি? জানবার জন্য যে একটা ইচ্ছা নানা ভাবে অনুসন্ধান করে, প্রকৃত বিষয় জানাবার যে প্রবৃত্তি, সেটাই অনুসন্ধিৎসা।

লীলা। হাঁ মা, এখন বেশ বুঝতে পেরেছি।

মা। আতা ফল মাটীতে পড়ল কেন? উপর দিকে গেল

না কেন? ইত্যাদি নানা বিষয় জানবার জন্য নিউটন ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তা যদি না হতেন, তিনি কখনও মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব বের করতে পারতেন না। নিউটনের জন্মের পূর্ব্বে কি কেউ ফল মাটীতে পড়তে দেখে নি?

লীলা। কত হাজার জনে দেখেছে।

মা। কিন্তু কই হাজার জনের ত সেই মাধ্যাকর্ষণ জ্ঞানটা হয় নি।

সরোজ। হাঁ মা এখন বুঝেছি, অনুসন্ধিৎসা জিনিষটা কি এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের পক্ষে ইহা কত উপকারী।

লীলা। আচ্ছা দিদি, বুঝলেত, কি করে এখন ছেলেদের সে প্রবৃত্তি শেখাবে বল দেখি?

সরোজ। কেন নিউটন কি করে শিখেছিল?

লীলা। হাঁ দিদি নিউটনকে কি কেউ শিখায়েছে? সে প্রবৃত্তি যে তাঁর নিজের ভিতরই ছিল।

সরোজ। সত্যি মা, কি করে শেখাব?

মা। এবার সরোজ, লীলা তোমাকে ঠকালে, তুমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে না?

লীলা। কিন্তু মা অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ছেলেদের শেখান বড় সহজ মনে হয় না।

মা। মহাপুরুষগণের ভিতর এই প্রবৃত্তি খুবই আছে, এ প্রবৃত্তি না থাকলে লোক বড় হতে পারে না, প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য এই প্রবৃত্তি বালক বালিকাদের মধ্যে উত্তেজিত করা।

সরোজ। মা আমরা অনেক সময় যেন উল্টা করে থাকি বলে এখন ভয় হচ্ছে। কোন দিন কোন ছেলে যদি প্রশ্ন করে, আমরা অনেক সময় বলে থাকি:—'ও সব বিষয়ে এখন জেনে দরকার নাই, ওসব বিষয় এখন তুই বুঝবি না।'

মা। হাঁ সরোজ,অনেক সময়ে মা বাপেরা এরূপ করে থাকেন বই কি, কিন্তু তাহাতে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়। তাদের জ্ঞানের পথে বাধা দেওয়া হয়। সরলভাবে জানবার জন্য যদি ছেলেরা কোন প্রশ্ন করে, আর যদি তুমি তাকে উৎসাহ না দাও, তবে সে আর জানতে চাইবে না।

সরোজ। এ অবস্থায় উপায় কি মা, ছেলেরা যে আমাদের অহরহ বিরক্ত করে তুলবে, আমরা কি এত সব বুঝি। ছেলেরা কত কি জিজ্ঞেস করে, আমরা কি বলব?

মা। শিখে নাও, যেন ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পার। তোমরা যদি না শেখাও, তবে তারা শিখবে কি করে। তোমরা যদি কোনটা না জান, তবে বলবে বড় হলে জান্‌তে পারবে। এরূপ ভাবে চেষ্টা করিয়া জানবার জন্য উৎসাহ দেবে। কখনও বলো না 'ওসব তোমাদের জেনে দরকার নেই' 'ওসব তোমরা বুঝবে না।'

সরোজ। আচ্ছা মা, অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি শেখাব কি করে?

মা। কেন, অতি সহজেই শেখাতে পার, খেলার মধ্য দিয়ে অনেক নূতন প্রশ্ন তোমরা ছেলেদের দিতে পার। শিখিবার উপকরণ ত অনেক আছে, আমরা চোখ খুলে দেখি না বলেই ত শিখি না।

সরোজ। কি রকম মা?

মা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর যেন বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি দেখে ছেলেদের আহ্লাদ হয়, জান।

সরোজ। জানি।

মা। এখন তুমি ছেলেকে প্রশ্ন করিতে পার, বৃষ্টি হয় কেন? বৃষ্টির জল কোথা হতে আসে? বৃষ্টির জল কোথায় যায়? এক সময়ে বৃষ্টি হয়, আর এক সময়ে হয় না কেন? তুমি ছেলেকে কোলে লইয়া যদি আদর করে খেলতে খেলতে ছেলেকে এ সব প্রশ্ন কর, এ সব প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য তার ভারি আগ্রহ হবে এবং সে চিন্তা করতে চেষ্টা করবে এবং অন্য সময়ে সে অন্য বিষয়ে নিজেই নূতন নূতন প্রশ্ন তুলবে। এরকম কত উপায়ে তুমি ছেলেদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করতে পার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে একবার যদি তুমি তার চোখ, কাণ খুলে দাও, সে নিজের পথ নিজে বের করে ফেলবে। এ রকমভাবে অল্প বয়স হতে সামান্য চেষ্টায় খেলায় খেলায় অনেক জ্ঞান তোমরা ছেলেদের মধ্যে দিতে পার। এমন কোন জিনিষ প্রকৃতিতে নাই, যে জিনিষের দিকে তোমরা ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পার না, এবং যে জিনিষের বিষয় চিন্তা করে ছেলেরা কিছু না কিছু শিখতে না পারে। যত শিখবে, তত তারা আমোদ পাবে, তত তাদের শিখতে ইচ্ছা করবে, এবং তারা ততই মনে করবে, তাদের জ্ঞান অতি সামান্য। যার অনুসন্ধিৎসা নাই, চিন্তা করবার শক্তি নাই, তারাই যা শিখেছে, তাতেই খুসী, তা নিয়ে তারা বড়াই করে। প্রকৃত জ্ঞানীরা কখনও জ্ঞানের অহঙ্কার করতে

পারে না। সরোজ, তুমি দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিসের নাম শোন নাই?

সরোজ। হাঁ মা শুনেছি।

লীলা। তাঁর কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে মা?

মা। তিনি একজন বিচক্ষণ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি নিজে কি বলেছিলেন জান।

সরোজ। কি বলেছিলেন মা?

মা। তিনি বলেছিলেন—'লোকেরা আমাকে জ্ঞানী বলে, কারণ আমি যে কিছু জানি না, এই জ্ঞান আমার হয়েছে।'

লীলা। মা নিউটনও নাকি সে রকম কিছু বলেছিলেন বলে মনে হয়।

মা। এই সুবিশাল প্রাকৃতিক জগত সম্মুখে রাখিয়া কেহই জ্ঞানের অহঙ্কার করিতে পারেন না।

আশা করি, স্কুল শিক্ষা বিষয়ে আমরা কি কি করতে পারি, তা এখন তোমরা বেশ শিখেছ। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, কি উপায়ে শিক্ষা দিলে শিক্ষা সফল হতে পারে, আমি তোমাদের সংক্ষেপে বলে এসেছি।

সরোজ। হাঁ মা বুঝেছি।

মা। আমি এ বিষয়ে অধিক কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। যে কয়টী কথা বলেছি, সে সব কথা তোমরা বেশ চিন্তা করে দেখ। অন্য আর এক সময়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে তোমাদের কিছু বলব। আজ আর না। এখন যাই।

লীলা। দিদি, তুমি মার কথা কি মনে কর ?

সরোজ। কেন লীলা ? বেশ ভাল কথাইত বলেছেন, ও রকম করে না শেখালে কি প্রকৃত শিক্ষা হয় ?

লীলা। তাত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের দেশের মা বাপেরা যে অজ্ঞ, তুমি কি আশা কর, তাঁরা এ রকম ভাবে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতে পারবেন ?

সরোজ। দেখ লীলা, ইচ্ছা থাকিলে অজ্ঞতা দূর করিতে কত দিন লাগে ? আমাদের মেয়েদের বেশ উৎসাহ আছে, ছেলে মেয়ের জন্য তাঁরা যা তা করতে প্রস্তুত। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মা অন্ততঃ এ সব বিষয়ে মনোযোগী হবেন। ধর্মের ষাঁড়ের মত আমরা ছেলেগুলোকে ছেড়ে দেই বলে ছেলেগুলো উশৃঙ্খল হয়ে উঠে।

লীলা। ইচ্ছা কি করে না ?

সরোজ। তবে আর কি। মা যে ভাবে ছেলেদের শেখাতে বলে গেলেন, এ রকম ভাবে শেখাতে হলে মার বি-এ এম-এ পাশ করা দরকার হয় না, সাধারণ বুদ্ধি ও সামান্য জ্ঞান থাকলেই সহজে এ কাজ হতে পারে। এখন ত প্রায় ঘরের মেয়েরা শিক্ষিতা, তাঁহারা চেষ্টা করলে কেন পারবেন না বল দেখি।

লীলা। কেন ?

সরোজ। তাঁরা চিন্তাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ত সহজে ছেলে মেয়েদের মধ্যে উত্তেজিত করে দিতে পারেন। তবে ইংরেজী বই পড়া বিষয়ে,মা ইংরেজী না জানলে একটু অসুবিধা হবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু মা কাছে বসে সে ভাবে পড়বার জন্য ছেলেদের উৎসাহ দিতে পারেন। সত্যি লীলা, মা অতি সত্য

কথা বলছেন, তুই ভেবে দেখ, আমাদেরই যত দোষ। ছেলের শিক্ষার দিকে আমরা কি বাস্তবিক মনোযোগ দেই? আমরা কি কোন দিন কিছু ভাবি? যদি এটুকুও না করতে পারি, তবে আর ভাল শিক্ষিত ছেলে পাব কি করে আশা করতে পারি?

লীলা। তা কি দিদি সকল ছেলে সমান ভাবে শিক্ষিত হবে?

সরোজ। সমান ভাবে শিক্ষিত হওয়ার ত কোন কথা উঠে না। কিন্তু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াও উপযুক্ত শিক্ষিত না হওয়াই ত আমাদের দোষ।

লীলা। এতদিন দিদি মনে এক প্রকার ধারণা ছিল, এখন মার কথায় সব উল্টে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, সর্ব্ব প্রথমেই আমাদেরই মানুষ হতে হয়, আমরাই আমাদের অনিষ্ট করে থাকি।

সরোজ। ও সব কথা আর ভেবে কি হবে, এখন হতে কাজ করতে চেষ্টা কর না। চল মার থেকে ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে কিছু উপদেশ নেই।

লীলা। হাঁ দিদি সুবিধা মত সে বিষয়ে মাকে জিজ্ঞেস করব।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ক কথা।

মা। সরোজ ও লীলা এস, এখন বিশেষ কাজ কর্ম্ম নেই, ছেলে মেয়েদের ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটী কথা তোমাদের বলি।

লীলা। মা, ছেলেদের কি ধর্ম্মও শেখাতে হয়?

মা। হাঁ, লীলা, হয় বই কি?

সরোজ। আমাদের দেশের সাধারণের ধারণা, ছেলেদের ধর্ম্মের কথা শেখাতে নেই, বৃদ্ধ বয়সই ধর্ম্ম চর্চ্চার সময়। ছেলেদের মুখে ধর্ম্মের কথা শুনলে লোকেরা হেসে উঠে, বিদ্রূপ করে।

মা। আমরা সব বিষয়ে যেমন উদাসীন, ধর্ম্ম বিষয়েও সেরূপ। আমরা উৎসাহের সহিত কোন্‌টা ছেলেদের শেখাই?
...দের ছেলেবেলা হতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার।

...রোজ। ধর্ম্মের কথা বুড়ো বয়সেই অনেকের কাছে
...লাগে না, ছেলে মানুষের কাছে সে সব ভাল লাগবে
...? অনেকেই মা, ধর্ম্মের নামে শিহরে উঠেন।

মা। কারণ আছে, সরোজ।
ঠিক কথা অনেকেই ধর্ম্ম বিষয়ে এখন বড় উদাসীন। শিক্ষিত
...প্রায় বার আনা ধর্ম্মের ধার ধারে না, কিন্তু তুমি যদি একটু
...রে দেখ, ইহার কারণ সহজেই বুঝতে পারবে। মানু-
...ন বিষয়ে স্পৃহা জন্মে কিসে? আমরা বড় বড় দার্শনিক

ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের যে সব গল্প শুনতে পাই, কেহ হয়ত দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিবিষ্ট আছেন, কেহ হয়ত কোন এক কূট প্রশ্ন লইয়া সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এ সবের মূলে আমরা কি দেখতে পাই? এডিসন সাহেব যদি ছোট কাল হতে বিজ্ঞান চর্চ্চায় আমোদ না পাইতেন, যদি সে বিষয়ে চিন্তা না করতেন, তুমি কি মনে কর, তিনি বুড়ো বয়সে আহার নিদ্রা ভুলে কারখানায় (laboratory) পড়ে থাকিতে পারতেন। কোন বিষয়েই হঠাৎ কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না, চিন্তা চাই। আমরা ছেলে বয়স হতে কোন দিন ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মের কথা শোনাব না, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শেখাব না, বুড়ো বয়সে তারা ধর্ম্মের নামে শিহরে উঠবে না তবে কি করবে? আমাদের দেশ একদিন ধর্ম্ম-বিষয়ে বড় উন্নত ছিল, এখন যে আমরা উদাসীনতা দেখতে পাচ্ছি, আমরাইত তার কারণ। আমাদের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা সব রকম শিক্ষা পায়, সব বিষয়ে চিন্তা করতে বেশী কম শেখে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন্ শিক্ষা আমরা তাদের দিয়ে থাকি? বাস্তবিক ধর্ম্ম চর্চ্চটা বুড়ো কালের জন্যই আমরা রেখে দিয়েছি, তার ফলও আমরা পাচ্ছি।

লীলা। আচ্ছা মা, ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়ার আবার দরকার কি?

মা। খুবই দরকার আছে। ধর্ম্মপরায়ণতা মানুষের প্রকৃতি। ইহাই মানুষের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য সমাজের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইত। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় যদি না থাকিত, দেশে নানা রকমে মহা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বহিত। অবিশ্বাসীদের জীবনের শোচা-

মীর পরিণামের কথা তোমরা কি শোন নাই? যার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, সংসারের লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতে পারে না, সে কাহাকেও বিশ্বাস করে না।

লীলা। কেন মা?

মা। এ রকম দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখতে পাই। তুমি কি কাউণ্ট টলষ্টয়ের নাম শুনেছ?

সরোজ। লীলা, তুই কি জানিস না কাউণ্ট টলষ্টয় রুশিয়ার একজন মহাচিন্তাশীল পণ্ডিত।

লীলা। না, দিদি।

সরোজ। তাঁহার কৃত "Forty years" চল্লিশ বৎসর নামক পুস্তকখানা কি সরোজ তুমি পড়েছ?

সরোজ। না মা।

মা। ঐ বইখানার সুন্দর এক অনুবাদ বের হয়েছে, * ঐ বইখানা তোমরা একবার পড়িও, অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণাম গ্রন্থকার জ্বলন্ত ভাষায় দেখাতে চেষ্টা করিয়াছেন। বইখান পড়িয়া তোমরা উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

সরোজ। হাঁ মা বইখান কিনে পড়ে নেব।

লীলা। আচ্ছা মা, অবিশ্বাসীদের লোকে ভয় করে কেন?

মা। তাহার পাপ পুণ্য বিচার নেই, ন্যায় অন্যায় বিচার নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নেই।

লীলা। কি রকম মা বুঝিয়ে বল না।

মা। দেখ লীলা, পরিবারে যদি একটী ছেলে মনে করে,

* পাঠক পাঠিকারা কাউণ্ট টলষ্টয় কৃত ক্ষুদ্র রূপ উপন্যাস (Forty years) নামক পুস্তকের শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ—"চল্লিশ বৎসর" খানা পড়িয়া প্রীতি লাভ করিবেন, আশা করি।

সে নিজেই নিজের কর্ত্তা, তার উপরে আর কেহ নাই, তার শাসন কেহ করতে পারে না, তাকে কাহারও হুকুম মেনে চলতে হবে না, তার হুকুম মেনে সকলকে চলতে হবে, এ রকম যদি হয়, পরিবারের কি অবস্থা হয়?

লীলা। পরিবার সুখ-শান্তি কিছুমাত্র থাকিবে না, লোকটী ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠিবে, মাকে মানবে না, বাপকে গ্রাহ্য করবে না, ভাই বোনদের উপর অত্যাচার করবে, শুধু নিজের সুখের, নিজের স্বার্থের দিকে চাবে। সকলে তাকে ভয় করে চলবে।

মা। ঠিক কথা লীলা, সেইরূপ মনে কর দেখি, একজন লোক যদি মনে করে ঈশ্বর নাই, তার কাজের জন্য সে কারো কাছে দায়ী নয়, এমন কেহ নাই যে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, সে আপন ইচ্ছামত সংসারে যাহা তাহা করতে পারে, এ ধারণা যদি একজনের মনে থাকে, তবে কি সে আর পৃথিবীর কা'কেও ভয় করবে?, তার স্বার্থের জন্য সে পরের দুঃখ সুখ গ্রাহ্য করবে না, যথেচ্ছা ব্যবহার করবে। ও রকম লোককে ভয় না করে কে? এজন্যই পূর্ব্বে অবিশ্বাসী নাস্তিকের হাতে দেশের শাসন ভার দেওয়া হত না। কোন রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁদের হাতে দেওয়া নিষেধ ছিল।

লীলা। বাস্তবিকই মা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা নিতান্ত দরকার দেখতে পাচ্ছি।

সরোজ। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস নিতান্ত আবশ্যক।

মা। তা কেন সরোজ? ঈশ্বর কি নেই মনে কর?

সরোজ। না মা, ঈশ্বর অবশ্য আছেন, না হলে এত সব কাণ্ড কারখানা কি করে হচ্ছে? কারণ ছাড়া কি কোন কাজ হয়? একজন কেহ পেছনে না থাকলে কি প্রাকৃতিক এত কাজ হতে পারত?

মা। যদি ছেলেদের ভাল করতে চাও, তবে ছেলেদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিও। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখতে শিক্ষা দেও।

সরোজ। মা, কি করে শেখাব।

মা। ছেলেদের মন অতি সরল, বুদ্ধি নিতান্ত কোমল, তুমি যদি এই শিশু বয়সে কিছু কিছু করে ঈশ্বরের কথা তাহাদের নিকট বল, তাহাদের মন ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হবে। মানুষের ভিতর এমন একটা বৃত্তি আছে, সেটা আমাদিগকে স্বতঃই ঈশ্বর দিকে নিয়ে যেতে চায়।

সরোজ। আচ্ছা মা ঈশ্বর আছে, এ কথা কি করে ছেলেদের শেখাব?

মা। শোন সরোজ, একটা দৃষ্টান্ত বলি—জর্জ ওয়াসিংটনের পিতা কি করে ওয়াসিংটনকে ছেলে বয়সে ঈশ্বর আছেন, ইহা বিশ্বাস জন্মায়ে ছিলেন, সে দৃষ্টান্তটাই বলি, তাহা হলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে, কি করে ছেলেদের বিশ্বাস জন্মাতে হয়।

লীলা। মা, ছেলেরা কি দেখে দেখে শেখে না?

সরোজ। গল্পটী বল না মা?

মা। বলছি শোন। ওয়াসিংটনের পিতার একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল, সে বাগানে পিতা পুত্র দুই জন একত্রে ভোরে ও সন্ধ্যা বেলা বেড়াইতেন। একদিন পিতা, ঈশ্বর আছেন, তিনি

সকলের স্থষ্টিকর্ত্তা, এ জ্ঞান পুত্রের মধ্যে জন্মাবার জন্য বাগানের এক দিকে—যেখানে পুত্র ওয়াশিংটন বেড়াতে ভালবাসিত, মাটী বেশ পরিষ্কার করিয়া মাটীর মধ্যে কপির বিচি পুতিয়া 'জর্জ ওয়াশিংটন', এই নাম লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিছু দিন পরে যখন এক সঙ্গে সব বিচি হতে গাছ বের হইল, এক দিন তিনি ওয়াশিংটনকে বাগানে লইয়া গেলেন, পুত্র ওয়াশিংটন বাগানের মধ্যে তাহার নাম লেখা রয়েছে দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। আহ্লাদের সহিত তাড়াতাড়ি পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার নাম দেখাতে লাগিল। পিতা বালকের অবস্থা দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়'!*

পুত্র। আচ্ছা বাবা কে করেছে?

পিতা। কেন, গাছ নিজেই উঠেছে।

পুত্র। না বাবা, তা কি হয়, কেহ অবশ্য বিচি পুতেছিল।

পিতা। তবে কি মনে কর ঘটনাক্রমে গাছ ঐ ভাবে উঠ্‌তে পারে না?

পুত্র। কথনি না, বাবা, কেহ অবশ্য ঐ রকম করেই বিচি পুতেছে।

পিতা। কেন এ ভাবে কি গাছ উঠতে পারে না?

পুত্র। তুমি কি পিতা কখন দেখেছ, এ রকমে আপনা হতে গাছ উঠে মানুষের নাম বানান করে থাকে?

পিতা। আমি না দেখলে গাছ এ রকম ভাবে উঠিতে পারে না কি?

---

* George Washington, page 14.

পুত্র। কি জানি বাবা, কিন্তু আমি কখনও দেখি নাই। আমার বোধ হয়, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমিই এ রকম করেছ।

পিতা। হাঁ আমিই করেছি, তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য নয়, কিন্তু স্বর্গে আমাদের পিতা আছেন, এ কথা শেখাবার জন্য।

পুত্র। তুমি ঈশ্বরের কথা বলছ, বাবা?

পিতা। হাঁ, কেহ বিচি না পুতলে এমন শৃঙ্খলার সহিত আপন থেকে গাছ এ ভাবে উঠতে পারে, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না। আমরা যে আমাদের চার দিকে কেমন শৃঙ্খলা দেখতে পাই। আমাদের শরীর কেমন শৃঙ্খলার সহিত চলছে, সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন একটার পর একটা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কি ঘটনা-চক্রে হতে পারে?

পুত্র। না বাবা, ঘটনা চক্রে কখনও এ সব হতে পারে না, অবশ্য কেহ করে দিয়েছেন।

পিতা। কে করেছেন মনে কর?

পুত্র। ঈশ্বরই করেছেন।"

এ ভাবে পিতা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল শিশুর নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া তাহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী করিয়া তুলিলেন।

সরোজ। আচ্ছা মা, আমরা ত ছেলে মেয়েদের ধর্ম্ম শেখ-বার কোন বন্দোবস্তই করিনা?

লীলা। ধর্ম্ম শিক্ষা কি স্কুল কলেজে হতে পারে না?

সরোজ। স্কুল কলেজে সব সময়ে ধর্ম্ম শিক্ষা বোধ হয় সম্ভব নয়। কেন না আমাদের স্কুলে অনেক সম্প্রদায়ের লোক পড়ে।

মা। পরিবারই ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান এবং পরিবারেই ছেলে মেয়েদের ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত।

সরোজ। পরিবারে কি রকম বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে মা?

মা। একটী সময় আলাদা করে রেখে, সে সময় ছেলেদের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে আলাপ করলে, ভক্তগণের বিষয়ে গল্প করলে ধীরে ধীরে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিবে।

আরও নানা রকমে তোমরা ঈশ্বর-বিশ্বাস ছেলেদের মধ্যে জন্মাতে পার। পূর্ণিমা রাত্রে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের দিকে দেখে ছেলেকে নানা প্রশ্ন করতে পার, ঈশ্বরের কথা তাহাকে বুঝিয়ে দিতে পার। ভোরে উঠিয়া ছেলেকে নূতন সূর্য্য দেখায়ে তাকে ঈশ্বরের কর্ম্মশীলতার ভাব বুঝিয়ে দিতে পার। যখন চার দিক অন্ধকার করিয়া ভয়ানক মেঘ ডাকিতে থাকে, বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, গাছ পালা ভাঙ্গিয়া ঝড় উঠে, তখন ঈশ্বরের অসাধারণ শক্তির কথা তাকে বুঝিয়ে দিতে পার। পরিবারের কাহারও উপকার করিয়া যখন ছেলেরা আমোদে নৃত্য করিতে থাকে, তখন ঈশ্বরের দয়ার কথা তাহাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পার। ডাক্তার বর্ণার্ডো ও জর্জ মুলারের * গল্প করিয়া সৎকাজে ঈশ্বর কি রকম ভাবে আমাদের সাহায্য করেন, বুঝিয়ে দিতে পার। বিপদে পড়িয়া সরল প্রাণে

Dr Bornardo, the father of Nobody's children, George Muller, the modern apostle of faith, পাঠক পাঠিকাগণ ইংরেজী ভাষায় এ দুখানি বই পড়িলে তাঁহাদের কথা সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

ঈশ্বরের সাহায্য চাইলে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করিয়া থাকেন, এবের কথা বলিয়া এ বিশ্বাস ছেলেদের মধ্যে জন্মাইতে পার। প্রহ্লাদ উপাখ্যান বলিয়া, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে দিতে পার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, শুধু গল্প বলিলে চলিবে না, ঈশ্বর আছেন, এ বিশ্বাস রাখিয়া তোমাদের নিজেদেরও চলিতে হইবে। তোমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি না দেখাও, শুধু গল্প শুনিয়া ছেলেরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান হইবে না, জানিও। ধর্ম্ম বিষয়ে ও নিজেরা করিয়া ছেলেদের দেখাতে হবে।

সরোজ। হাঁ মা ঈশ্বর-বিশ্বাস কি করে জন্মাতে হয়, বুঝতে পেরেছি।

ঈশ্বরের আদেশ পালতে কি করে শেখাব? শুধু ঈশ্বর আছেন, এ কথা শেখালেই কি হল?

মা। না সরোজ, তা নয়। ঈশ্বর আছেন, এ কথা শেখাবে, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, ঈশ্বরের আদেশ পালিতে হয়, এ বিশ্বাসও ছেলেদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে।

সরোজ। কি উপায়ে তাহা শেখাব?

মা। কেন, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কারের দিকে ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ছেলেদের আনতে দেবে, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। বাড়ীতে যদি কেহ কোন অন্যায় করে, পিতা মাতার নিয়ম লঙ্ঘন করে, পিতা মাতা যেমন তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, ঈশ্বরের নিয়ম যদি তারা অমান্য করে, তবে ঈশ্বরও তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন,—স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রোগে ভুগতে হয়, নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে

পাপে যন্ত্রণা পাইতে হয়। এ সব কথা ছেলেদের বুঝিয়ে বল্‌বে।

লীলা। ঈশ্বরের আদেশ কি করে পালন কর্‌তে হয়, সে শিক্ষা কি করে দেওয়া যেতে পারে মা?

মা। শুন লীলা, একটী গল্প বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি থিওডোর পার্কারের নাম শুনেছ? তাঁহার জননী কি করে তাঁহাকে ছেলে বয়সে ঈশ্বরের আদেশ পাল্‌তে উৎসাহ দিয়েছিলেন, জান না?

লীলা। না মা?

মা। সরোজ, তুমি জান?

সরোজ। হাঁ মা, বইতে পড়েছি, বালক থিয়োডোর একদিন একটা কচ্ছপের গায়ে লাটির ঘা দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ভিতর হতে তিনি বাধা পাইলেন, কে যেন ভিতর হতে তাঁকে বলে দিলেন, "মারিও না।"

মা। গল্পটা তোমার বেশ মনে আছে। তারপর কি হয়েছিল, মনে আছে?

সরোজ। তিনি তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটে গেলেন, এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা আমাকে কে নিষেধ করিল?

লীলা। দিদি, মা কি উত্তর করিয়াছিলেন?

সরোজ। মিসেস পার্‌কার বলেছিলেন—"অন্যায় কাজে ঈশ্বরই তোমায় বাধা দিলেন। তুমি যা শুনেছ, লোকে তাকে বিবেক বলে, আমি কিন্তু তাকে ঈশ্বরের বাণী বলি। তুমি যদি ঈশ্বরের এই বাণী শুন এবং এই মতে কাজ কর, তবে ইহা তোমাকে সৎপথে চালাইবে, যদি না শোন, যদি

এই বাণী অগ্রাহ্য কর, তবে ইহা ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইবে, তোমার জীবনের উন্নতি, এ বাণী শুনা না শুনার উপর নির্ভর করে? *

মা। দেখ সরোজ, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে বিবেক দেখতে পাই। এবং আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম্ম-জীবন, আমাদের বিবেকবাণী শুনা না শুনার উপর নির্ভর করে।

লীলা। সত্যি মা, প্রথমতঃ কোন অন্যায় করিতে আমাদের কেমন বাধ বাধ লাগে, তবুও যদি করি, নিজকে বড় অপরাধী মনে করে থাকি।

মা। ঠিক লীলা, প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক ছেলে মেয়ে কোন অন্যায় কাজে হাত দিলেই বিবেকের বাধা পেয়ে থাকে। প্রথম প্রথম অন্যায় কাজ করতে সাহস হয় না। মা বাবা যদি এই বিবেকবাণী ছেলেদের মধ্যে পরিষ্কার করে তুলতে পারেন, ছেলেদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যাহাতে বিবেকের আদেশ মত ছেলে জীবনে কাজ করিতে পারে, তজ্জন্য পিতামাতার সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। এই বিবেকের কথা বলিয়াই তোমরা

* থিওডোরের জননী কি বলিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল:— "That voice that you have heard some men call conscience but I prefer to call it the voice of god in the soul of man. If you listen to it and obey it, it will speak clearer and clearer and always guide you right, but if you turn a deaf ear and disobey, then it will fade out little by little and leave you all in the dark. Your life depends on your heeding this little voice". The story of Theoder Parkar.

ছেলেদের বুঝিয়ে দিও, ঈশ্বর কি ভাবে আমাদের ভিতর দিয়া আমাদের শাসন করিতেছেন, আমাদের সৎপথে চালাইতেছেন। বিবেকের কথা শুনিলে, বিবেকের বাণী মত কাজ করিলে আমাদের মনে কেমন সুখ হয়। না শুনিলে আমরা কি রকম লজ্জিত হই। বিবেকের কথা না শুনিয়া গোপনে কোন কাজ করিলে, আমরা কি রকম দোষী মনে করি। এই সুখ ও লজ্জা ঈশ্বরের আদেশ শুনা না শুনার পুরস্কার ও শাস্তি।

সরোজ। হাঁ মা, এখন বেশ বুঝেছি, কি করে ছেলে মেয়েদের ঈশ্বরের আদেশ পালন করবার জন্য শিক্ষা দিতে হয়। বাস্তবিকই মা যতই তোমার সঙ্গে আলাপ করছি, ততই আমাদের আহ্লাদ হচ্ছে। কত নূতন সার কথা তোমার কাছে শিখলুম।

মা। সরোজ, একথাও ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে পার, সত্য কথা বলে আমাদের মনে কেমন সুখ হয়, লোকে কেমন বিশ্বাস করে, তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা সত্য কথা বলি, ভাই বোনকে আদর করলে কেমন সুখ হয়, তারা কি রকম আমাদের আদর করে, তাদের মারলে তাদের কষ্ট হয়, আমাদেরও কষ্ট হয়, তাই ভাই বোনদের ভালবাসা উচিত, এই রকম ভাবে প্রত্যেক ভাল কাজ ঈশ্বরের কাজ বলিয়া তাহা করিতে তাহাদের উৎসাহ দিতে পার। অন্যায় কাজ করিলে ঈশ্বর শাস্তি দেবেন, মা বাপ দেখতে না পাইলেও ঈশ্বর সব দেখতে পাবেন, এ কথা তাদের বেশ বুঝিয়ে দিলে তারা গোপনেও অন্যায় কাজ করিতে সাহস করিবে না।

লীলা। তারপর মা?

মা। দেখ লীলা, ছেলেদিগকে ঈশ্বর আছেন, তিনি আমা-

দিগকে সৎপথে চালাইতেছেন, তাঁর কথা শুনা আমাদের উচিত, শুধু এ শিক্ষা দিলে চলিবে না।

সরোজ। অন্য কি শিক্ষা দিতে হবে মা?

মা। ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে শেখাবে, ঈশ্বরকে পূজা করতে শেখাবে। আমরা পৃথিবীর কোন লোক হতে সামান্য কিছু সাহায্য পাইলে, তাঁর নিকট কত কৃতজ্ঞতা জানাই। ঈশ্বর হইতে আমরা দিন রাত ও কত কি পাচ্ছি, ঈশ্বর আমাদের কত সুখ সুবিধা করে দিচ্ছেন, তাঁর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় কি? সকালে ও সন্ধ্যার সময় কি করিয়া ঈশ্বরকে ভক্তি জ্ঞাপন করিতে হয়, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়, ছেলেকে তাহা শেখাবে।

লীলা। তার কি দরকার মা?

মা। লীলা, আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য ইহা দরকার। একজন লোকের কাছে উপকার পাইলে তাঁর নিকট যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, তুমি কি মনে কর তিনি বড় উন্নত হইলেন, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি বড় উপকৃত হইলেন? তা নয় লীলা। তোমার ব্যবহারের দ্বারা তোমার চরিত্রই উন্নত হইল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের স্বভাব জানিও। এবং ইহা আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। আমাদের প্রাণ যখন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়, কথা বলিবার শক্তি থাকে না, তখনও অন্য প্রকারে কৃতজ্ঞতার-ভাব আমাদের শরীর প্রকাশ করে। এ রকম কত গল্প আছে, তুমি কি লীলা ইংরেজী কবিতা, The beggar man * ভিক্ষুক পড় নাই?

---

* Then kindness cheered his drooping soul
And slowly down his wrinkled cheek
The big round tears were seen to roll
Which told the thanks he could not speak.

লীলা। হাঁ মা পড়িছি।

মা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব যে মানুষের স্বাভাবিক, তাহা অবশ্য বুঝতে পেরেছ। বস্তুতঃ উপকার পাইয়া যদি কেহ উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, সে সংসারে সর্ব্বত্র অকৃতজ্ঞ বলে নিন্দনীয় হয়ে থাকে। পূজনীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা, বা পূজনীয় ব্যক্তির অনুকরণ করা পূজনীয় ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য নয়, নিজের মঙ্গলের জন্য, নিজের উন্নতির জন্য।

লীলা। হাঁ মা, এখন বেশ বুঝেছি, কেন ঈশ্বরকে পূজা করতে হয়।

মা। সরোজ, ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের ছেলে মেয়েকে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয়, এখন শিখলে ?

সরোজ। হাঁ মা এখন বেশ বুঝেছি, বাস্তবিকই ধর্ম্ম-শিক্ষা আমাদের দেশে বড় উপেক্ষিত হচ্ছে। অথচ ইহার উপর আমাদের ছেলেদের জীবনের উন্নতি নির্ভর করে।

মা। সরোজ, এখন তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে, তোমরা ইচ্ছা করিলে ছেলেদের মানুষ করতে পার। আমরা যে রকম ভাবে ছেলেদের ফেলে রাখি, তাহাতেই ছেলেরা নষ্ট হয়ে আমাদের দুঃখের কারণ হয়। তোমরা আবার সব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। এখন আমি যাই।

সরোজ। আচ্ছা লীলা, মা ত ক্রমে ক্রমে, কি করে ছেলে মেয়েকে মানুষ কর্‌তে হয়, সব বলে এসেছেন, তোর কি মনে আছে সব?

লীলা। আছে বই কি?

সরোজ। প্রথম কিসের দিকে দেখতে হয়?

লীলা। স্বাস্থ্যের দিকে।

সরোজ। তার পর?

লীলা। নীতি-শিক্ষা।

সরোজ। তার পর?

লীলা। স্কুল-শিক্ষা।

সরোজ। তার পর?

লীলা। ধর্ম্ম শিক্ষা।

সরোজ। কি! একটার পর একটা?

লীলা। না দিদি, তা নয়, সবগুলোর প্রতি এক সঙ্গে দেখতে হবে। মা বলেছেন মনে নাই, যখন ছেলেরা একটু একটু বড় হতে থাকে, মার কথা বোঝে, মার চেহারা দেখে, মার ভাবভঙ্গি দেখে, যখন ছেলেরা বুঝতে পারে, কোন-কাজ কর্‌তে মা বলছে, কোন কাজ করতে বারণ কর্‌ছেন, তখন হতে তাদের শাসন কর্‌তে হবে, নীতি-শিক্ষা দিতে হবে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের বীজ তাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এবং সকল সময়ে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখবে। মার শিক্ষায় বিশেষত্ব কি বলেছিলেন, মনে নাই কি?

সরোজ। কি?

লীলা। মার শিক্ষা উপদেশের শিক্ষা নয়। নিজে করে

ছেলের দ্বারা করিয়ে ছেলেকে শিখায়ে নিতে হবে। ঘরে বসে উপদেশ দিলে চল্‌বে না।

সরোজ। তোর দেখি সব মনে আছে, লীলা।

আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করিলে সহজে মার উপদেশ মত ছেলেদের শিখায়ে নিতে পারি। বস্তুতঃ আমাদের হাতেই তাদের উন্নতি অবনতি, দেশের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে।

সমাপ্ত।

IMPERIAL LIB
9 MAY 1906